চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 May, 2020 ■ আগরতলা, ২৮ মে ২০২০ ইং ■ ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ঝড় বৃষ্টিতে লন্ডভন্ড ত্রিপুরা বিপর্যস্ত বিদ্যুৎ, ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। করোনা প্রকোপের মাঝেই প্রকৃতির তাণ্ডব অব্যাহত। আজ সকালে ভারী বর্ষণে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত রিপোর্টে খবর, পশ্চিম ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং সিপাহিজলা জেলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে, অন্যান্য জেলায় ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। এদিকে, সারা ত্রিপুরায় কমলপুরে সবচেয়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ রেকর্ড করা হয়েছে। এদিন ঝড় ও ভারী বৃষ্টিপাতে সারা রাজ্যে ৩৬টি গ্রাম প্রভাবিত হয়েছে। এছাড়া ২০৩টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৪৫টি বাড়ি মরাত্মকভাবে এবং ১৫৫টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঝড়ে গোমতী জেলার অম্পিতে গাছ পড়ে এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।

আবহাওয়া দফতর আগেই জানিয়েছিল, ২৭ মে থেকে ২৯ মে পর্যন্ত ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সে মোতাবেক আজ ভোররাত থেকেই ভারী বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। বিমানবন্দরে অবস্থিত আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাতের প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, কমলপুর ও পানিসাগরে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। তবে অন্যান্য স্থানেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম নয়। প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, কমলপুরে ১২১.৬ এমএম, পানিসাগরে ১১১.৪ এমএম, লেম্বুছড়ায় ৮৫.৫ এমএম, আগরতলায় ৭৯.৮ এমএম, সোনামুড়ায় ৭৫.৬ এমএম, কাঞ্চনপুরে ৭৫.৬ এমএম, বিশালগড়ে ৭০.২ এমএম, বগাফায় ৬৭.৪ এমএম, খোয়াইয়ে ৫৪.৪ এমএম, উদয়পুরে ৫৩.৬ এমএম, কৈলাসহরে ৫২.৪ এমএম, এডিনগরে ৪৪.৩ এমএম, অমরপুরে ৪০.৩ এমএম এবং বিলোনিয়ায় ২১.৪ এমএম বৃষ্টিপাত হয়েছে। এদিকে, আজ ভোরে প্রায় ১৩০ কিমি বেগে ঝড় বয়ে গিয়েছে।

রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের রিপোর্টে জানা গেছে, আজ ঝড়-বৃষ্টিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সদর মহকুমার পুরনিগম এলাকায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পুর এলাকার বিভিন্ন স্থানে গাছ ভেঙে পড়েছে। তাতে বিদ্যুৎ পরিষেবা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিদ্যুতের তার ছিড়ে পড়ার পাশাপাশি এডিনগরে বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ায় সমগ্র এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। গাছ ভেঙে পড়ায় বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ধলেশ্বর রোড নম্বর ১ এবং রামনগর রোড নম্বর ৪-এ গাছ ভেঙে পড় যাতায়াত পুরো স্তব্ধ হয়ে গেছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় গাছ সারানোর কাজ চলছে।

এদিকে, গাছ পড়ে পুলিশ সদর কার্যালয়ের দেওয়াল ভেঙে গেছে। জিরানিয়ায় ঝড়ে গাছ ভেঙে পড়ে অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় জাতীয় সড়ক থেকে গাছ সরানো হয়েছে।

এদিন ঝড়-বৃষ্টিতে জিরানীয়ায় ৪২টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাথে ৪৯টি বাড়িঘরের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মোহনপুর মহকুমায় হেজামারায় গাছ পড়ে মোহনপুর-সিমনা রোড অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশে ২৪ ঘন্টায় করোনায় মৃত্যু ১৭০ জনের আক্রান্ত ৬,৩৮৭

নয়াদিল্লি, ২৭ মে (হি.স.)।। প্রতি দিনই ভারতে নতুন নতুন রেকর্ড গড়ে হু হু করে বাড়ছে করোনা-সংক্রমিতের সংখ্যা। বেড়েই চলেছে মৃত্যুও। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৩৩৭ এবং সংক্রমিত ১,৫১,৭৬৭ জন। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে হারিয়ে সুস্থ হয়েছেন ৬৪,৪২৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬,৩৮৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৭০ জনের। বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,৫১,৭৬৭ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ৮৩,০০৪)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪,৩৩৭। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৬৪,৪২৫ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৪,৩৩৭ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে ৪ জনের, বিহারে ১৩ জনের, চন্ডীগড়ে ৪ জন, দিল্লিতে ২৮৮ জনের, গুজরাটে ৯১৫ জনের, হরিয়ানায় ১৭ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৫ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ২৪ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৪ জনের, কর্ণাটকে ৪৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৬ জন, মধ্যপ্রদেশে ৩০৫ জন, মহারাষ্ট্রে ১,৭৯২ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ৭ জনের, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ রাজ্যে নতুন আক্রান্ত ১০, গ্রামীণ এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাস কেন্দ্র স্থাপনের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। বহিঃরাজ্য থেকে সংক্রমিত হয়ে রাজ্যে ফিরে আসার ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। আজ রাজ্যে নতুন করে দশজন করোনা সংক্রমিতের সন্ধান মিলেছে। তাদের মধ্যে শুধু একজন রেলওয়ের পেন্ট্রি কর্মী। আজ মধ্যরাতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ট্যুইট করে জানান, ১০২০টি নমুনা পরীক্ষায় দশজনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। তাদের মধ্যে চেন্নাই ও বেঙ্গালুরু ফেরত পাঁচজন এবং মুম্বাই ফেরত চারজন রাজ্যের নাগরিক রয়েছেন। একজন রেলওয়ে পেন্ট্রি কর্মী, তিনি বর্তমানে রাজ্যের বাইরে অবস্থান করছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যে ২৪২জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে সক্রিয় ৭৪ জন এবং সুস্থ হয়েছেন ১৬৫ জন। তিনজন রাজ্যের বাইরে রয়েছেন।

বহিঃরাজ্য ফেরত ত্রিপুরার নাগরিকদের গ্রামে বসবাসে সমস্যা হচ্ছে। তাই, চাহিদা অনুসারে গ্রামীণ এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাস কেন্দ্র স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সে-মোতাবেক নির্দেশিকা জারি করেছে ত্রিপুরা সরকার।

প্রসঙ্গত, বিভিন্ন স্থানে গ্রামীণ এলাকায় বাড়িতে একান্তবাসে থাকা ব্যক্তিদের পরিবার এবং গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। তাতে গ্রামে কোভিড-১৯ নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। অবশ্য এ-কথা অস্বীকার করার কোনও সুযোগ নেই, গ্রামে ছোট বাড়িতে কিংবা যৌথ পরিবারের বাড়িতে একান্তবাসের সমস্ত বিধিনিষেধ মেনে চলা কঠিন।

এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে অনেক পঞ্চায়েত এবং গ্রামগুলি বহিঃরাজ্য থেকে আগতদের গ্রামের একটি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে সেখানে তাঁদের প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং সুযোগসুবিধা সরবরাহ করা হচ্ছে। এ-ধরনের গ্রামগুলিকে সমর্থন করার জন্য এবং অন্যদের উৎসাহ প্রদানে ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রয়োজন বোধে সরকারি নির্দেশিকা অনুসরণ করে গ্রামগুলিতে "গ্রাম একান্তবাস" সুবিধা স্থাপন করা যাবে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্য প্রশাসন আজ (বুধবার) এই নির্দেশিকা জারি করেছে।

নির্দেশিকা অনুযায়ী, পঞ্চায়েত কিংবা গ্রামস্তরে করোনা-র তদারকি ও সচেতনতা কমিটি বহিঃরাজ্য থেকে আগতদের পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে গ্রামের নির্দিষ্ট কোনও কমিউনিটি ভবনে গ্রাম একান্তবাস কেন্দ্র স্থাপন করবে। ওই পরিবারের সদস্যদের তালিকা জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত কিংবা গ্রামস্তরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুটি বিমান সংস্থার পরিষেবা স্থগিত ৩১ মে পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। রাজ্যে বিমান পরিষেবা চালু হওয়ার বিষয়টি অনিশ্চিয়তার মেঘে ঢেকে রয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। কারণ, এয়ার ইন্ডিয়া এবং এয়ার এশিয়া সাফ জানিয়েছে, ৩১ মে পর্যন্ত আগরতলায় সমস্ত বিমান স্থগিত করা হয়েছে। ইন্ডিগো বৃহস্পতিবারের বিমান স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে। তবে, পরবর্তী ধাপে বিমান পরিচালনা নিয়ে কোনও স্পষ্ট বার্তা নেই ইন্ডিগোর তরফে। ফলে, মনে করা অস্বাভাবিক হবে না, ইন্ডিগোর বিমানও ৩১ মে পর্যন্ত আগরতলায় স্থগিত থাকবে। তবে, ৩১ মে'র পরে বিমান পরিষেবা চালু নিয়েও অস্পষ্টতা রয়ে গিয়েছে। কারণ, কলকাতা বিমানবন্দরে নির্দিষ্ট সংক্ষক বিমান উঠানামা করতে দেওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঝড়ে রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্থানে ভেঙে পড়ে বড় বড় গাছ। বুধবার তোলা নিজস্ব ছবি।

টিবিএসই পরিচালিত ২০টি বিদ্যালয়কে সিবিএসই অনুমোদন দিয়েছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। ত্রিপুরায় ২০টি সরকারি এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয় সিবিএসই অনুমোদন পেয়েছে। চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই ওই বিদ্যালয়গুলি ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-এর (টিবিএসই) বদলে কেন্দ্রীয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (সিবিএসই) দ্বারা পরিচালিত হবে। আজ বুধবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এই খবর দিয়েছেন। তিনি সিবিএসই-কে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার ২০টি বিদ্যালয়কে সিবিএসই অনুমোদন দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিল। সিবিএসই ওই ২০টি বিদ্যালয়কেই অনুমোদন দিয়েছে। তাঁর কথায়, ইচ্ছে করলেই সিবিএসই-র অনুমোদন পাওয়া যায় না। এ-ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো থাকা খুবই জরুরি। তাঁর দাবি, সিবিএসই ওই বিদ্যালয়গুলিকে পরীক্ষা করার পর সন্তুষ্ট হয়েছে। তাই, অনুমোদন দিয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৬টি এবং সিপাহিজলা জেলা, গোমতি জেলা, দক্ষিণ জেলা, খোয়াই জেলা, ধলাই জেলা, ঊনকোটি জেলা এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় দুটি করে বিদ্যালয় সিবিএসই অনুমোদন পেয়েছে। তার মধ্যে শুধু একটি বিদ্যালয় ছাড়া বাকি ১৯টি বিদ্যালয় প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সিবিএসই পরিচালনা করবে। একটি বিদ্যালয় তৃতীয় শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সিবিএসই দ্বারা পরিচালিত হবে।

শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, ওই ২০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৭টি সরকারি এবং তিনটি সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয় রয়েছে। একটি বিদ্যালয় এডিসি প্রশাসন পরিচালনা করছে। তাঁর দাবি, চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই ওই বিদ্যালয়গুলিকে সিবিএসই-র হাতে তুলে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণি থেকে নবম এবং একাদশ শ্রেণি চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই সিবিএসই পরিচালনা করবে। শিক্ষামন্ত্রী প্রত্যয়ের সুরে বলেন, দীর্ঘ প্রচেষ্টা আজ সার্থক হয়েছে।

চিনকে এবার মোক্ষম জবাব দিতে তৈরি ভারত, প্রস্তুত তিন বাহিনীও

নয়াদিল্লি, ২৭ মে (হি.স.)।। লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় ভারত ও চিনের মধ্যে বিরাজমান উত্তপ্ত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে, কমান্ডার স্তরের বার্তা বিফল হওয়ার পর এবার চিনকে এবার মোক্ষম জবাব দিতে প্রস্তুত রয়েছে ভারত। সামগ্রিক পরিস্থিতি ও প্রস্তুতি সম্পর্কে তিন-বাহিনী ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্লুপ্রিন্ট জমা দিয়েছে।

ভারত ও চিনের সেনা কমান্ডারদের মধ্যে ২২-২৩ মে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা ও পূর্ব লাদাখের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা হয়, কিন্তু ওই বার্তালাভ ফলপ্রসূ হয়নি। এরপরও কমান্ডারস্তরে চারবার আলোচনা হয়। তারপরেও ভারত-চিন নিজেদের সিদ্ধান্তেই অনড়। ছ"বার কমান্ডারস্তরে বার্তালাভ ফলপ্রসূ না হওয়ায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করেন, এরপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ভারতের নিয়ন্ত্রণরেখা নিয়ে কোনও রকম আপোস করা হবে না। ভারত লাদাখে বায়ুসেনার গতিবিধি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মঙ্গলবার গভীর রাতেই ভারত ও চিনের মধ্যে সীমান্ত বিবাদের প্রেক্ষিতে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তিন বাহিনীর পক্ষ থেকে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন সিংলার সঙ্গেও কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। ভারত যখন দিল্লিতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠক করেছেন, তখন চিনের প্রেসিডেন্ট সে দেশের বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। চিনের সৈনিকদের অপারেশনের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন তিনি।

কোভিড-১৯
রাজ্যে দুটি কমিটি গঠিত প্যাকেজ পর্যবেক্ষণের জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। কোভিড মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার যে আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে তা রূপায়নের কাজ পর্যবেক্ষনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে চেয়ারম্যান করে একটি ক্যাবিনেট সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা হলেন উপমুখ্যমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, বনমন্ত্রী এবং প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী।

একই বিষয়ে মুখ্যসচিবকে চেয়ারম্যান করে আধিকারিক পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। অর্থ দপ্তরের সচিব এর আহ্বায়ক হয়েছেন। কমিটির সদস্যরা হলেন অতিরিক্ত মুখ্য সচিব, এফ এন্ড সি এস-র প্রধান সচিব, পি সি সি এফ, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব, আই এন্ড সি-এর সচিব, অর্থ দপ্তরের ডি আই এফ / সচিব এবং শ্রম দপ্তরের বিশেষ সচিব। মুখ্য সচিবের দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিদ্যুৎ পরিষেবা দ্রুত স্বাভাবিক করতে নির্দেশ উপমুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। আজ ভোরবেলায় প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টিতে রাজধানী আগরতলাসহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের উপর একাধিক গাছ ভেঙে পড়ায় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত হয়। প্রচন্ড ঝড়ের কারণে বহু জায়গায় বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙ্গে যায় ও পরিবাহী তার ছিড়ে পড়ে।

ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই উপ মুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ এই পরিস্থিতি থেকে দ্রুত উত্তরনের জন্য ও বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করতে নিগমের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। মন্ত্রী শ্রী দেববর্মণ প্রয়োজনে এ কাজে অতিরিক্ত কর্মীকে কাজে লাগাতেও নির্দেশ দেন। মন্ত্রী কিছুক্ষণ পরপরই বিভিন্ন এলাকার ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে সকাল থেকেই বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করতে বিদ্যুৎ নিগমের আধিকারিক থেকে সকল শ্রেণীর কর্মীরা দ্রুততার সহিত নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। মন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন নিগমের আধিকারিক থেকে সকল শ্রেণীর কর্মীদের আপ্রাণ চেষ্টায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশি বিমান তেজস'র দ্বিতীয় স্কোয়াড্রন বায়ুসেনায় অন্তর্ভুক্ত

নয়াদিল্লি, ২৭ মে (হি.স.)।। দেশি বিমান তেজস-র দ্বিতীয় স্কোয়াড্রন বায়ুসেনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বুধবার সুলুর এয়ারবেসে ভারতীয় বিমান বাহিনীর চিফ এয়ার চিফ মার্শাল আরকেএস ভদৌরিয়া ভারতীয় বিমান বাহিনীর ১৮ স্কোয়াড্রন "ফ্লাইং বুলেটস" কার্যক্রমের সূচনা করেছেন। এই স্কোয়াড্রন এলসিএ তেজাস বিমানে সজ্জিত ছিল। দেশে তৈরি তেজাসকে উড়ানোর জন্য ভারতীয় বিমান বাহিনীর এদিন দ্বিতীয় স্কোয়াড্রন ছিল।

আজ সকালে কোয়েম্বাটুরের কাছে এয়ারফোর্স স্টেশন সলুরে ৪৫ স্কোয়াড্রন-কে সাথে নিয়ে এলসিএ তেজস যুদ্ধ বিমানের সিঙ্গল ককপিটে বসে এয়ার চিফ মার্শাল আরকেএস ভদৌরিয়া বিমান চালিয়েছেন। এর সাথেই বিমান বাহিনী প্রধান সুলুর বিমান বাহিনী স্টেশন থেকে আজ দেশীয় তেজস-কে বিমানবাহিনীতে

দ্বিতীয় স্কোয়াড্রনের পরিচালনায় শুরু করেন। ভারতীয় বিমানবাহিনী এইচএএল থেকে হালকা যুদ্ধের বিমান তেজস-কে কিনেছে। ২০১৬ সালের নভেম্বরে ভারতীয় বিমানবাহিনী ৫০,০২৫ কোটি টাকায় ৮৩ টি তেজস মার্ক -১ এ কেনার অনুমোদন দিয়েছিল। এই চুক্তির সর্বশেষ চুক্তিটি প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকায় সম্পন্ন হয়েছে।তেজস দেশীয় প্রযুক্তির চতুর্থ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দুর্ঘটনায় নিহত এক, আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/ বিলোনীয়া, ২৭ মে।। পৃথক দুটি স্থানে যান দুর্ঘটনায় নিহত ১ আহত ৩। মৃত ব্যাক্তির নাম উত্তম রায়।দুইটি ঘটনাই ঘটেছে বিলোনিয়া রাজনগর ব্লকের পিআরবাড়ি থানাধীন। প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে রাজনগর ব্লকের বড়পাথরী পশ্চিম পাহাড়ের রাস্তা সংলগ্ন রাজনগরের বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে। অপর দুর্ঘটনা ঘটে একই সড়কের দুর্গাপুর এলাকায়। এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

ঘটনার বিবরনে জানা যায় , আগরতলা থেকে গৌরাঙ্গ বাজার গামী আল্টা বাসের সাথে একটি মারুতি ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত তিনজন। এই দুর্ঘটনার সাথে সাথেই স্থানীয় লোকজনেরা এসে মারুতি ভ্যানের দরজা ভেঙ্গে চালক কিঙ্কর দেবনাথকে উদ্ধার সহ দুই যাত্রী মা মেয়ে অর্চনা দেববর্মা ও সাগরিকা দেববর্মাকে উদ্ধার করে রাজনগর প্রাথমিক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেওয়ার পর কিংকর দেবনাথের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা প্রতিরোধে বাড়িতে একান্তবাস সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি, দাবি আইনমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। করোনা প্রতিরোধে বাড়িতে একান্তবাস সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং কেরালা সরকারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ত্রিপুরার আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাই ত্রিপুরা সরকারও বাড়িতে একান্তবাসেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে, দাবি করেন তিনি।

আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে আইনমন্ত্রী বলেন, করোনা মোকাবিলায় অনেক রাজ্য হিমশিম খাচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্যের সাথে কথা হয়েছে, তারা সাতদিন পর প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাস বন্ধ করে দেবে। তাই তিনি মনে করেন, করোনা মোকাবিলায় দেশে ত্রিপুরাই সেরা।

তাঁর দাবি, আমরা বাড়িতে একান্তবাসেই গুরুত্ব দিচ্ছি। যদি কোথাও অসুবিধা হয়, তার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়েছি। তিনি বলেন, সরকারি উদ্যোগে বাড়িতে একান্তবাসে সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা করা হবে। তাই, আগামী শুক্রবার থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ব্লক কিংবা পঞ্চায়েতে হঠাৎ সফরে যাবেন। সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন।

আইনমন্ত্রীর কথায়, বাংলাদেশ থেকে আগতদের বাধ্যতামূলক প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে পাঠানো হবে। তাছাড়া, বহিঃরাজ্য থেকে আগতদের ভবিষ্যতে প্রত্যেকের নমুনা পরীক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, কেরালা সরকার বাড়িতে একান্তবাস বাধ্যতামূলক করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও বলছে, করোনা প্রতিরোধে বাড়িতে একান্তবাসই সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। তাই, ত্রিপুরা সরকারও সেই পদ্ধতি মেনেই করোনা প্রতিরোধে চেষ্টা করবে।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২২৪ ◘ ২৮ মে ২০২০ ইং ◘ ১৪ জ্যৈষ্ঠ ◘ বৃহস্পতিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বিজ্ঞানের অভিশাপ ও মানব সভ্যতা

সভ্যতার অগ্রগতির ফলে বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানব সভ্যতা অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইয়া আছে। সৃষ্টির অন্যতম প্রধান জীব মানব জাতি। মানব জাতির অগ্রগতির পথে বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে গোটা পৃথিবী আজ বর্তমান আধুনিকতার যুগে উন্নীত হইতে সক্ষম হইয়াছে। মানব সভ্যতা এবং বিজ্ঞান হাতে হাত ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার না ঘটিলে হয়তো মানবসভ্যতা বর্তমান পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিতে পারিত না। স্বাভাবিক কারণেই বিজ্ঞানের আবিষ্কারের কাছে মানবসভ্যতা চির কৃতজ্ঞ। তবে একথা অনস্বীকার্য যে বিজ্ঞানের যেমন আশীর্বাদ রহিয়াছে ঠিক তেমনি অভিশাপও রহিয়াছে। মানব সমাজ বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে গ্রহণ করিলে সমাজ ব্যবস্থা উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছিয়া যায়। আবার বিজ্ঞানের অভিশাপ সম্পর্কে মানব সমাজ সচেতন না থাকিলে সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া যাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। স্বভাবতঃই বিজ্ঞানের আশীর্বাদ এবং অভিশাপ সম্পর্কে মানব সমাজকে সচেতন থাকিতে হইবে। ইহাতে কোন ধরনের ভুল ভ্রান্তি ঘটিলেই বিপর্যয় আসন্ন হইয়া আসে। গোটা বিশ্ব বৃহৎ অর্থে একটি পরিবার বলিয়া গণ্য হলেও অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কারণে নানা সমস্যা দেখা দেয়। বিভিন্ন দেশ নিজেদের শক্তি বাড়াবার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া থাকে।

বাণিজ্যিক শক্তি বৃদ্ধি সহ নানা কারণে দেশ গুলির মধ্যে মতভেদ চরম থেকে চরমপত্র হইয়া ওঠে। তাহাতে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। সেই সংঘাতকে আরো তীব্রতর করিয়া নিজের দেশকে শক্তিশালী বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশ বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সুযোগকে ব্যবহার করিয়া থাকে। বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্রসহ পারমানবিক বোমা তৈরীর এইসব কলা-কৌশল বিজ্ঞানের হাত ধরিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইসব মারণাস্ত্র গোটা বিশ্বের সামনে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়া উঠিয়াছে। পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের বিষময় ফল যে কতটা গভীরে আঘাত করিতে পারে তাহা বিশ্ববাসী ইতিমধ্যেই প্রমাণ পাইয়াছেন। পারমাণবিক বোমার চাইতেও ভয়ংকর আবিষ্কার গোটা বিশ্বের আতঙ্কের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানের আবিষ্কার কে কাজে লাগাইয়া ভয়ঙ্কর জীবাণু অস্ত্র তৈরি হইতে শুরু করিয়াছে।

বিজ্ঞানের আবিষ্কার এর সুবাদে এই জীবাণু অস্ত্র বর্তমানে ল্যাবরেটরীতে তৈরি হইতে শুরু করিয়াছে। বর্তমানে গোটা বিশ্ব যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত আতঙ্কে ভুগিতেছে তাহা যে ল্যাবরেটরীতে তৈরি নয়, তাহা কিন্তু হলফ করিয়া বলা যাইবে না। চীনের উয়ান শহরে এই জীবাণু অস্ত্র তৈরি হইয়াছে বলিয়া বিতর্ক গোটা বিশ্বজুড়েই চলিতেছে।আমেরিকাতো সরাসরি এব্যাপারে অভিযোগ করিয়াছে।যদিও চীন এই ধরনের অভিযোগ খারিজ করিয়া দিয়াছে। তথাপি জীবাণু অস্ত্র তৈরীর কথা কিন্তু একেবারে অস্বীকার করা যাইবে না। সে যাই হোক না কেন, চরম মতভেদ এর মধ্যেও এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে এই ধরনের অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ উঠিয়াছে। বিজ্ঞান তার আবিষ্কারের ফলস্বরূপ যেমন মানব সভ্যতার কাছে নমস্য ঠিক তেমনি তিরস্কারেরও মুখোমুখি। মানব সভ্যতা আজ যে ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে তাহার জন্য বিজ্ঞান তাহার দায় দায়িত্ব কোনোভাবেই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

মানব সভ্যতাকে অগ্রগতির পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইবার জন্য যে সব আবিষ্কারকে আশীর্বাদস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে সেইগুলোই গ্রহণ করা উচিত। বিজ্ঞানের যেসব আবিষ্কার গ্রহণ করিলে মানব সভ্যতা ধ্বংসের মুখে পতিত হইবে সেগুলিকে বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়। এই ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে মানবসমাজ যখন ব্যর্থ হইয়া যায় তখন

কলঙ্কিত অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটিয়ে থাকে। বর্তমান মানব সভ্যতাও সেই পথেই অগ্রসর হইয়াছে। গোটা বিশ্ব যখন চরম বিপর্যয়ের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে তখনই একে অপরকে দোষারোপ করিয়া নিজেদের দায় খালাস করিবার প্রয়াস শুরু করিয়াছে। এই ধরনের প্রয়াস জারি রাখিয়া প্রকৃত সমস্যা সমাধান করা কোনদিনই সম্ভব হইবে না। সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সকল দেশকেই সংযত হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে ধৈর্য এবং সংযম নিরাময়ের একমাত্র পথ। অতএব সাধু সাবধান।

হাওড়ার দমকলকর্মীর মৃত্যুতে সিইএসসির উপর ক্ষোভ

কলকাতা, ২৭ মে (হি. স.): সিইএসসি- র গাফিলতিতেই মৃত্যু হয়েছে হাওড়ার দমকলকর্মীর। বুধবার কার্যত এভাবেই সিইএসসির উপর ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে ওই সমকাল কর্মীর মৃত্যুর তদন্তের দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী।হাওড়ার এসপিকে নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যাদের নির্বুদ্ধিতায় দমকল কর্মীর প্রাণ গিয়েছে তাদের অ্যারেস্ট করতে হবে'।

বালিতে বৈদ্যুতিক তারের উপর গাছ পড়ে থাকায় সেই গাছ কাটতে গিয়ে বুধবার মৃত্যু হয় দমকলকর্মী সুশান্ত সিংহের। গুরুতর জখম ব্যক্তিকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। সংযোগ বন্ধ করে গাছ কাটার কথা থাকলেও কিভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ চালু ছিল তা নিয়ে ধন্ধ তৈরি হয়েছে। এরপরে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নবান্নে এক প্রশাসনিক বৈঠকে ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন মমতা জানান, 'কাজ করতে গিয়ে দমকলকর্মী বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়েছেন। সিইএসসির গাফিলতিতে এই অবস্থা। এই গাফিলতিতে অবশ্যই একটা ক্রাইম। এর শাস্তি হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। টাকা দিয়ে সব কিছুর পূরণ হয়না।

আমফান ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সহ বিভিন্ন দাবিতে বামপন্থীদের বিক্ষোভ

বাঁকুড়া, ২৭ মে (হি. স.): আমফান ঝড়কে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণ, ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ, লক ডাউনের সুযোগে "ঘন্টার পরিবর্তে ১২ ঘন্টা কাজ করানোর প্রতিবাদ সহ বিভিন্ন দাবিতে বামপন্থী কৃষক সংগঠনের যৌথ মঞ্চ এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে সারা রাজ্যের সাথে বাঁকুড়া জেলাজুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। ধলডাঙ্গা, ছাতনা, মাকুড়গ্রামে লকডাউনের নিয়ম মেনে মিছিল ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। ধলডাঙায় বক্তব্য রাখেন সিটু জেলা নেতা প্রতীপ মুখার্জি, সিপিআইএমএল লিবারেশন এর কৃষক সংগঠন এ আই কে এম নেতা বাবলু ব্যানার্জি, অগ্রগামী কিষাণ সভার নেতা শ্যামাপদ ডাঙ্গর, সি পি আই এর কৃষক নেতা জয় হালদার। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন এ আই কে এস নেতা যদুনাথ রায়। মাকুড়গ্রামে রাখেন এ আই কে এম নেতা বাবলু ব্যানার্জি।বিক্ষোভ কর্মসূচিতে দাবি দাবী জানানো হয় আমফান ঝড় কে জাতীয় বিপর্যয় হিসেবে ঘোষণা করতে হবে, আমফান ঝড় ও লকডাউনে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের একর প্রতি ২৫০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন তুলে দিয়ে কালোবাজারি ও মজুতদারিকে বৈধ করা চলবে না, চুক্তি চাষের নামে চাষের জমি বড় বড় ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া চলবে না, লকডাউনে কাজ হারা সব গরিব মানুষদের মাসে ১০ হাজার টাকা লকডাউন ভাতা দিতে হবে, লকডাউনের সুযোগ নিয়ে শ্রম আইনগুলো বাতিল করা চলবে না, লকডাউনের সুযোগে ৮ ঘন্টার কাজ কে ১২ ঘন্টা করা চলবে না।এদিন বিষ্ণুপুর, বড়জোড়া, তালডাংরা, হিড়বাঁধ সহ বিভিন্ন জায়গাতেও এই কর্মসূচি পালিত হয়।

পোস্ট -ট্রুথ পরিসংখ্যান এবং আত্মনির্ভরতার একদেশ-দর্শন

অর্ধেন্দু বন্দোপাধ্যায়

'জানার কোনও শেষ নাই
জানার চেষ্টা বৃথা তাই'

'সত্য' কী? বহু আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক বুকনি আওড়ানো যেতে পারে। সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতির পর্বত খাড়া করানো যেতে পারে। কিংবা খানিক অঙ্ক কষাও মন্দ হবে না। কিন্তু আমরা যাব উল্টো পথে। আমরা মিথ্যের অন্দরমহলে যাব, দেখব সে সংসার এবং বলব যা কিছু এখানে নেইষ সবই সত্যি। মার্ক টোয়েন ১৯০৭ সালের তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনার দশম অধ্যায়ে বলেছিলেন, 'মিথ্যা তিন প্রকার—সাধারণ মিথ্যে, ভয়ানক মিথ্যে আর তথাগত মিথ্যে বা স্ট্যাটিসটিক্স'। সুতরাং বোঝা সহজ যে তথ্যের মত দোর্দণ্ডপ্রতাপ মিথ্যে আর কিছুই হয় না। অবশ্য তা নির্ভর করছে পরিবেশনের ওপরে। এ বিষয়ে ড্যারেল হুফের কিংবদন্তী বইটি হল, 'হাও টু লাই ইউথ স্ট্যাটিসটিক্স'। সহজ কাল্পনিক উদাহরণ দেওয়া যাক একটা। ধরা যাক, কোনও এক মেয়েদের কলেজের একটি ডিপার্টমেন্টে ১০০ জন ছাত্রীর মধ্যে ২ জনের সিগারেটের নেশা আছে, কোনও এক বছরে। দেখা গেল পরের বছরে ওই ব্যাটেরই চারজন সিগারেটের নেশা করছে। এখন কেউ বলবে, নেশাক্ষেত্রে পরিবর্তন একশো শতাংশ আবার কেউ বলবে দুই শতাংশ। এখন মিথ্যে কোনটাই নয়। সত্যটা কী? সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের একটা খোয় পরিবর্তনের হার আর একটা হারের পরিবর্তন অর্থাৎ ঝুঁকির অনুপাত ও ঝুঁকির অন্তর। কিন্তু প্রশ্ন জানার দরকার নেই, উত্তর জানাটাই তো আসল---এটাই আজকের সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্ব। বাস্তব উদাহরণ, সাম্প্রতিকালে বিশ লক্ষ কোটির অর্থ বরাদ্দের সংস্থান বিষয়ে জাতীয় অর্থমন্ত্রীর উক্তি, টাকা কোথা থেকে যাচ্ছে, তার থেকে কোথায় টাকা কোথায় খরচ হচ্ছে, সেখানে নজর দেওয়া বেশি জরুরি। তথ্য নিয়ে এই পাশা খেলাকে বলা হয় স্ট্যাটিসটিকুলেসন।

স্ট্যাটিসটিক্স মিথ্যে বলে না, বলে মানুষ। মানুষের উদ্দেশ্যই তথ্য দুমড়ে-মুচড়ে মিথ্যে বেসাতি গড়ে তোলে। মিথ্যে বলা আর তথ্য গোপন মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ মাত্র । এই যেমন সংবাদমাধ্যমে দেখানো হল লকডাউনে ব্যাঙ্ক লোনে তিনমাস মোরাটোরিয়মের সুবিঝা পাওয়া যাবে। কর্পোরেট চাকুরিরত গৃহঋণ মধ্যবিত্ত ভাবল, যাক নিশ্চিন্তি। প্রয়োগের সময় দেখা গেল ব্যাঙ্ক বলছে মোরাটোরিয়ম চয়েসের ব্যাপার—নিতেই পারেন কিন্তু পরবর্তীকালে এই তিনমাসের জন্য অতিরিক্ত সুদ দিতে হবে। অথচ প্রচলিক সংবাদ মাধ্যমে এই শর্ত নিয়ে কোনও টু শব্দ নেই। কিন্তু, জনস্বার্থ মামলার জল সুপ্রিম কোর্ট অবধি গড়িয়েছে। সুতরাম এইশব হাঁসফাঁস তথ্যের সত্য মিথ্যার আলো ছায়াতে কেউ বলছে সাতষট্টি হাজার কোটি রাইট অফ হয়েছে, কেউ বলছে ওয়েভড় হয়েছে। কেউ বলছে শ্রম আইনের সংস্কার করা হচ্ছে, নিন্দুকেরা বলছে বাতিল করা হচ্ছে। কেউ বলছে সমস্ত কিছু প্রাইভেটাইজেশন করা হল, কেউ বলছে কর্পোরেটাইজেশন আর প্রাইভেটাইজেশন এক জিনিস নয় ইত্যাদি প্রবহমান। এ যেন দৃশ্যমান বিকট চেহারার কে জীবন সম্মুখসমরে বলছে, 'ভয় পেয়ো না, বয় পেয়ো না, তোমার আমি মারন না/ সত্যি বলছি কুস্তি করে তোমার সঙ্গে পারব না/ মনটা আমার বড্ডা নরম , হাড়ে আমার রাগটি নেই/ তোমার আমি চিবিয়ে খাব এমন আমার সাধ্যি নেই'---মানুষ কী করবে---ব্যাটার কথায় বিশ্বাস করবে নাকি চেহারায়? এমনই প্রশ্নের দ্বিধাথরথর চূড়ে ভর করে ফেলে 'দৃশ্যমান শব্দটির প্রতি মৃদূ উপেক্ষা এবং আমরা হারিয়ে ফেলি আরেকটি অমোঘ প্রশ্ন, যা ভাবায়, যদি 'দৃশ্যমান' না হত, তাহলে সে যে প্রকৃতিপক্ষেই বিকট সেটা বুঝতাম কী করে—ইঙ্গিত সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, ফ্যাসিবাদ ইত্যাদি।

এর মধ্যে দুনিয়া থরহরিকম্পমান ২০১৬ সালে ওয়ার্ড অফ দ্য ইয়ারের খেতাব জেতা 'পোস্ট ট্রুথ শব্দটি নিয়ে। তথ্য বলছে নাকি ২০১৫ থেকে বর্তমান অবধি ওই শব্দের ব্যবহার বিপুল বেড়ে গিয়েছে। গত ৩ এপ্রিলের ওয়াশিংটন পোস্ট খুঁজে পেয়েছে ট্রাম্পের দেওয়া কমপক্ষে ১৮০০০ তথ্য যা হয় মিথ্যে কিংবা বিভ্রান্তিমূলক। একে তো তিন ধরেনর মিথ্যের বাইরে যখন সত্যানুসন্ধান চলছিলতখন এই উত্তর সত্যকে নিয়ে কী করা যায়।

উত্তর সত্য কী? অক্সফোর্ট বলছে । সত্যের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রশ্নাতীত্ব। তেমন 'নর্মালি-বিহেভড' মানুষ বলতে কাদের বুঝি? সর্বাধিক জনগনাংশ যারা প্রায় একইরকম আচরণ চিন্তাভাবনা জীবনযাপন করে। কিন্তু এণ বাইরে লোকজন কারা, ওই অ্যাবেনর্মাল। এই অ্যাবনর্মালিটির কনসেপ্ট খুব গোলমেলে। নর্মাল লোকজন বিশ্বাস করতে চায় যে অ্যাবনর্মান মানে পাগল। আর অন্যদিকে তথ্য প্রমাণ বলে অ্যাবনর্মালের দুটো ক্যাটাগোরি—অ্যাবাভ নর্মাল ও বিলো নর্মাল। একটা পজিটিভ সেন্স, রবীন্দ্রনাথ আর একটা নেগেটিভ সেন্স, নূর মনজিল। পোস্ট ট্রুথ হল নর্মাল লোকজনের মনে শুধুই নেগেটেভি সেন্সের চকচকি বাড়ানো, প্রকৃত ইন্টেলেকচুয়ালদের নাগরিক নক্সাল বলা কিংবা উন্মাদ বলে দাগিয়ে দেওয়া। সোজা কথায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী ব্রিটিশ চামচা, ব্যাস, আর কিছু শুনতে চাই না, পড়তেও চাই না আর বোঝার আছেটা কী কিংবা মূসলমান মানেই জঙ্গী। বিগত হয় সাত বছর ধরে সামাজিক মাধ্যমে কত যে ভয়াবহ মিথ্যে রটেছে ইয়ত্তা নেই।তাই তথ্য যাতাইয়ের জন্য আছে, গোবিন্দরাজ এথিরাজের করোনা পরিস্থিতিতে সরকারগুলি যেখানে আইন করেছে ফেক নিউজ বন্ধ করার, সেকানে অন্যসময় রাজনৈতিক দলগুলির প্ররোচনাতেই কিন্তু এগুলোর বাড়বাড়ন্ত।

ইত্যবসরে মনে পড়ে যায় সেই দৃপ্তকণ্ঠ, 'মনরেগা' হল কংগ্রেস সরকারের ব্যর্থতার জলজ্যান্ত স্মারক, যেটা হয়তো আজকে 'অলটারনেটিভ ফ্যাক্ট' হয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার পর ন্যূনতম কাজের প্রতিশ্রুতি হয়ে সাফল্যের দৃষ্টান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা এখন সেইসব বিষয় না গিয়ে কয়েকটি বিতর্ক নিয়ে আলোচনা করব এবং কিছু সম্ভাবনার বিষয়ে ভাবা প্র্যাস্টিস করব। করোনা -উত্তর ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে মজবুত রাখতে প্রধানমন্ত্রীর 'আত্মনির্ভর' হয়ে ওঠার ঘোষণা এবং অর্থমন্ত্রী একুশ লক্ষ কোটির প্যাকেজের দাওয়াই-ই একন ভরসা। এই অর্থবর্ষের বাজেট যখন পরিকল্পিত হয়েছিল তখন করোনার গ্রাসে এই নীলগ্রহ ছিল না। ফলে প্রত্যাশা এখন এই যে, নতুন করে আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেশের সাধারণ মধ্যবিত্ত হতদরিদ্র মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতে আক্রান্ত না হয় সেদিকে নজর দেওয়া। প্রাপ্তিলক্ষ্যে মহাসমারোহে ঘোষিত হল পাঁচদিনব্যাপী 'ফিসকাল স্টিমুলাস', 'ফসকাল ইমপ্যাক্টের' লম্পরঝম্পর। কিন্তু কয়েকজন অর্থনৈতিক বিশ্লেষক বলছেন একুশ লক্ষ কোটি বা দশ শতাংশ ডিজিপি নয় আসলে ওটা দু'লক্ষ সতেরো হাজার কোটি বা এক দশমিক এক শতাংশ জিডিপি কিংবা অন্যমতে আরও কম দেড় লক্ষ কোটি বা শূন্য দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ জিডিপি, বাকিটা তো

ঋণ ইত্যাদির ব্যাপারে। এখন প্রশ্ন হল মানুষ কোনটা শুনতে চাইবে—ঢাক-ঢোল -কাঁসর-বাদ্য পরিবেশিত একুশ লক্ষ কোটি বরাদ্দ কার হল, এই সহজ সত্য নাকি জটিল গণনার দেড় লক্ষ কোটির পাইটু পাই তথ্য। অন্যদিকে, আইটিআর পিএফ ইত্যাদির নাকি ঢুকে আছে এই প্যাকেজে। প্রশ্ন থাকার কথা কি? উত্তর সত্যের মূল স্পৃহা হল, রাজনৈতিক বিশ্বাসবোধ যা সামাজিক মাধ্যমের অনর্গল মেসেজটোনে নির্মাণ করে নতুন সত্য। করোনা যেন কিছুজনের কাচে সাপে বর। এই পরিস্থিতি না হলে, রাস্তায় রাস্তায় আন্দোলনের ভিড়ে লাঠোষধির শাসনের পরেই সর্বত্র বিদেশি বিনিয়োগের পথ খুলত হয়তো। এ যেন এনআরসি, সিএএ আন্দোলন সব কিছু মিটিয়ে দিল একলহমায়। বোধহয় এই পরিস্থিতিতে খেয়াল রাখা দরকার আর্থার ডি লিটলের দারিদ্র্য ও বেকারত্বের পূর্বাভাস। নইলে আইলার মতো ভেসে যাবে বহু পরিবার।

কিন্তু এসব তো গেলজীবনযাপনের সংস্থানের কথা, জীবনযাপন পদ্ধতির কী হবে? দেশে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিধি মানতে ও অর্থনীতির চাকা ঘূর্ণায়মান রাখতে পরিবর্তন-সংস্কার বাতিলের পক্ষে প্রস্তাব আসছে শ্রম আইনে, দেউলিয়া আইনে এবং কোম্পানি আইনে। এদশের যা রীতি একবারকিছু শুরু হলে তা আর প্রত্যাবর্তন করে না। কে জানে, সব কিছু মিটে গেলেও এই পরিবর্তনই চিরস্থায়ী হয়ে যাবে কিনা। এক প্রাস্তাবে বলা হয়েছে, আট ঘন্টার বদলে বারো ঘণ্টার কাজ, ওয়ার্ক ফ্রম হোমে যেহেতু যাতায়াতের সময় ব্যয় নেই তাই। চিন্তা শুধু এটা নয়, দুশ্চিন্তা হল কাজ করছে না ফাঁকি দিচ্ছে বোঝার জন্য সর্বক্ষণের নজরদারির পরিকল্পনা। এ যেন আরওয়েলের উনিশশো চুরাশি র প্লট রচনার ব্লু-প্রিন্ট। থট পুলিশিং যেমন অমাদের নীতি পুলিশ আছে। নিনিস্ট্রি অফ ট্রুথ যারা প্রতিকুল রেকর্ড বদলে দেয়।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম পর্বে সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্তার ভারতীয়করেণর উদ্দেশে গঠিত হয়েছিল 'ভারতীয় শিক্ষা নীতি আয়োগ' কমিটি। তাদের পরিকল্পনা কি ছিল জানি না, তবে জানা যায় প্রথম চার বছরে একশো বিরাশিটি পাঠ্যপুস্তক এক হাজার তিনশো চৌত্রিশটি পরিবর্তন করা হয়েছিল। আর এখন অনলাইন শিক্ষার প্রচলেন ঘোষিত হচ্ছে এক দেশ এক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের কথা, যেখানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী সম্পর্ক ও সিলেবাসের াবইরের মুক্ত চিন্তার পরিসর কতখানি বজায় থাকবে সন্দেহের ব্যাপার। মিনিস্ট্র অফ লাভ, আমাদের অ্যান্টি রোমিও স্কোয়াড। মিনিস্ট্রি অফ পিস, যাদের প্রজ্ঞাপন ছিল যুদ্ধই শান্তি, আমাদেরকাছে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। ওদেরছিল ইউরেশিয়া, আমাদের পাক্সিতান। বিগ ব্রাদার বলতেন, স্বাধীনতা হচ্ছে দাসত্ব। স্লোগান ছিল, নির্বিকার অজ্ঞতাই হল ক্ষমতায়ন। একইভাবে উচাচরিত হচ্ছে এক নেশর এক রেশন এক দেশ এক পরিচয় ইত্যাদির কথা। হয়তো আমরা অপেক্ষায় থাকব, যেদিন ঘোষিত হবে, এক দেশ এক পার্টি এক শাসক এক দাসত্বের কথা, এই একদেশ দর্শনের মাঝেই আমরা যক মত তত পত কিংবা 'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান'-এর বহুমাত্রি আত্মপরিচয় হারিয়ে হয়তো পরিণথ হবে যন্ত্রমানবে। পাস্কাল বলেছিলেন, ('Man is only a reed, the weakest in nature, but he is thinking reed) করোনা পরিস্থিতিতে মানুষ যে কত দুর্বল তা স্পষ্ট কিন্তু এই দৌর্বল্যে যেন চিন্তাশক্তি হারিয়ে না ফেলে, এটাই প্রত্যাশা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

লকডাউন ঃ জনবিচ্ছিন্ন এক অবরুদ্ধ সভ্যতা

কুশল মৈত্র

ক্ষুধার শহর আছড়ে পড়ছে আবার নতুন করে ইতিহাসের পাতায়। গাঢ় হয়ে আসছে অন্ধকার। সভ্যতা এগোলেও আমরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছি। গুহামানবের ইতিহাস ধরা পড়ছে একবিংশ শতাব্দীর উন্নত প্রাণীকূলে। জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ আজ চার দেওয়ালের মাঝে আটক। আমরা কি এখন গলা উঁচিয়ে জাতীয় কবি নজরুলের ভাষায় বলতে পারছি—'থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে।' না! বেশ বলিষ্ঠ সপ্রতিভ উত্তর। একটা লম্বা দাঁড়ি টেনে দিয়ে আমাদের থামিয়ে দিয়েছে। আমরা না পারছি এগোতে আর না পারছি পিছোতে। দিনের পর দিন গৃহবন্দি দশা আমাদের কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে দুরন্ত গতিতে আক্রান্ত ও মৃতের ক্রমবর্ধমান ভয়াবহ সংখ্যাতত্ত্বে গোটা বিশ্বের আজ ঘোর দুর্দিন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরুদ্বেগ আশার আলোর সন্ধান মিলছে না কোথাও।

এই তো সেদিনের কথা। বেশ তো ছিলাম আমরা। একে অপরের পরিপূরক হয়ে ভালো মনে মিশুকে একপাশে বাঙালি। 'মিলে মিশে করি কাজ/ হারি জিতি নাহি লাজ'—প্রবাদ বাক্যটি যেন আজ হারিয়ে গেছে বিশ্বসভ্যতা থেকে, কর্মব্যস্ততাশূন্য হাজারহাজার গ্রাম-শহরের ঘরবন্দি জনজীবন থেকে। তাইতো রবি ঠাকুরের গানটি যেন অনর্গল ঠোঁটের পারিজাতে লেগে রয়---'একলা চলো রে'। গানটি প্যারোডি হয়ে সর্বত্র অনর্গল বেজে চলেছে---'ঘর বন্দি থাকোরে'। আপামর বাঙালি কেন

গোটা বিশ্ববাসী আজ সম্মিলিত কণ্ঠে উচ্চারণ করছে, উপলব্ধি করছে 'একলা চলো' সেই প্যারেডি গানটিকে। মিটিং-মিছিল-একতা-আজ সবই যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। বড় একপাশে ঘরকুনো করে দিয়েছে এই করোনা অতিমারী। ইংরেজিতে প্যানডেমিক। শহরকে আজ নতুন করে চিনছি। শুনশান শ্মসান পরিণত। চোখের চশমায় সাপটে থাকে চরাচরের অন্ধকার যেকানে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

গোটত্রা পৃথিবী আজ যেন জেলাখানায় আবদ্ধ। অতি স্পর্শকাতর তকমায় ঢালাও পোস্টারে চ্যানেল মিডিয়ায়, মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী, সাহিত্য শিল্প-সমাজ-সংস্কৃতি-ক্রীড়া-বিনোদন ইত্যাদি জগতের বারণ্যদের কথায় এমনকী সোশাল মিডিয়াতেও প্রতি মুহূর্তে চলছে টোটাল লকডাউনের নির্দেশ উপদেশ-অনুরোধ। এক ভয়ঙ্কর অসুখের কবলে গোটা বিশ্ব তথা দেশ। নীরেন্দ্রনাথের 'রাজার অসুখ' গল্পটি আমাদের সবার জানা । রাজার 'কী অসুখ হয়েছে' তা বের করতেই রসবোধে টইটম্বুর একটা গোটা গল্পকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। রাাজর অসুখ সারাতে ব্যস্ত কবিরাজ মন্ত্রী সেনাপতি প্রজারা সকলেই। তেমনি আজ গোটা বিশ্ব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে করোনা ভাইরাসেটি কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়। এই মারণব্যধির সুচিকিৎসা বা ওষুধ এখনও অধরাই রয়ে গেছে বিজ্ঞানী, ডাক্তার থেকে সকলের। ওষুধ হয়ত ঠিকই আবিষ্কার হবে একদিন, কিন্তু আমরা তার আগকেত প্রিয়জনকে হারাব তা জানার একমাত্র ভবিষ্যৎ। দূরে থাকোঠপারস্পরিক দূরে থাকাটাই আজ বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, বেশি উৎসাহদানকারী। দূরত্বই আজ মূলমন্ত্রী তথা এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি থেকে রোগ ছড়ানো থেকে বড় দাওয়াই তথা ওষুধ।

জেলখানাগুলি পর্যন্ত বন্দিশূন্য প্রেতপুরীতে রূপান্তরিত রেলপথ, বিমানপথ সবই লকডাউন। শুধু কি তাই! বিশ্ব অর্থনীতি, সেনসেক্স আজ ধুঁকছে বসেছে এই অতিমারীর তাণ্ডবে। কয়েক হাজার কোটি মানুষ বড় বড় কোম্পানির ধস নামার ফলে ইতিমধ্যে বেকারে রূপান্তরিত। স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে বিশ্বব্যাঙ্ক আজ নিম্নমুখী ।আর পড়ে রয়েছে সাধারণ মানুষ। দিন আনা, দিন খাওয়া মানুষ-তাদের কথা আর কেই বা ভাবে। নীরবে তারাও রয়েছেন সমাজে একটা গোটা অংশ জুড়ে। সুনামির মতো ভয়ঙ্কর তাণ্ডব ভুলে গেছেন মানুষ এই ভাইরাসের প্রকোপে পড়ে। পরিস্থিতি দিনকেদিন বদলাচ্ছে। আর এই মাসখানেকের অচলায়তনে এক বিশাল ইন্দ্রপচন ঘটতে চলেছে গোটা বাজার দুনিযায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিংবা মন্বর বা বড় কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিপর্যয় দুর্ভিক্ষ, আয়লা ইত্যাদিতে মানুষ আধপেটা ফ্যানভাত খেয়েও কাটিয়ে উঠেছে। এখনকার মতো এতটা ত্রাসের মুখে পড়তে হয়নি গোটা বিশ্ব দুনিয়াকে। কিন্তু বর্তমান এই অতিমারী যদি কাটিয়ে উঠতে পারি, তবে একটা ভড় অবক্ষয়ের দিকে অনিবার্যভাবে এগিয়ে যাবে বিশ্ব তথা মানবকুল।

কাছের প্রিয়জন বা পাশে থাকা প্রতিবেশী আজ হয়ে উঠেছে বিপদসঙ্কুল। একথা কি ভাবা যায় না কোনওদিন মানুষ ভাবতে পেরেছে। ছোটবেলা থেকেই আমরা শিখেছি প্রতিবেশীরাই আপদে বিপদে সবার আগে এগিয়ে আসে। আর আজ। এই প্রতিবেশীদেরই আমরা ভয় করছি সবচেয়ে বেশি। মনে মনে ভাবছি পাশে থাকা মানুষটাই আমার বিপদের কারণ হয়ে উঠবে না তো। নিজেকে বাঁচতে গেলে সবার থেকে দুরত্ব বজায় রাখতে হবে। বাড়িতে অতিথি আসা বা পাশের বাড়ির বন্ধু কাকিমা, জেটিমা, মাসিমা আজ সবাই বাধ্যতামূলকভাবে অচ্ছুৎ। তাঁদের বাড়িতে আমরাও তাই। চিকিৎসকদের বিধানেই বাড়ির বাইরে থাকা প্রিয়জনদেরও বাড়িতে প্রবেশ নিষেধ। বাইরে প্রতিটি মানুষকেই অস্পৃশ্যজ্ঞানে প্রত্যেককেই মাস্ক, স্যানিটাইজার ব্যবহার করে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে তিন-চার ফুট দূর থেকে কথাবর্থা বলতে হবে, অতি সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বুধবার আগরতলায় সিআরইএফ'র তরফে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে অর্থ প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

কোভিড-১৯-কে প্রতিহত করতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ ড় কান্নানের, সকলকে সতর্ক থাকতে বলেছেন কাছাড়ের ডিসি

শিলচর (অসম), ২৭ মে (হি.স.) : কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই করতে শুধুমাত্র পারস্পরিক দূরত্ব, যাকে সোশাল ডিস্টেন্স বলে তা বজায় রাখা, মুখে মাস্ক পরিধান করা, যে কোনও সাবান দিয়ে অথবা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে ঘন ঘন হাত ধোয়ার প্রয়োজন। এতটুকু করলেই নিজেকে, নিজের পরিবারকে এবং সমাজকে করোনার হামলা থেকে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব। এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত করতে সমাজের প্রতিটি নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্ট ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডা. রবি কান্নান। বুধবার কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লির পৌরোহিত্যে তাঁর সরকারি দফতরের সভাকক্ষে আজোয়িত এক সভায় বিশেষ অতিথির ভাষণে এই আহ্বান জানিয়েছেন ডা. কান্নান।অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রাজীব রায় এবং জেলার সকল সুরক্ষা সংস্থাএবং জেলাস্তরের সমন্বয় কমিটির পদাধিকারী ও সদস্যদের উপস্থিতিতে আয়োজিত সভায় ডা. রবি কান্নান আরও বলেন, এই রোগের সংক্রমণ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য তা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বতন্ত্র নজরদারি নিশ্চিত করতে হবে জনগণকে।আজকের সভায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কীর্তি জল্লি কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রথমসারির যোদ্ধাদের স্মরণ করে বক্তব্য পেশ করেছেন। জেলাশাসক জল্লি সংশ্লিষ্ট সকলকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে এবং কঠোর নজরদারি বজায় রাখার জন্য অনুরোধ করেন যাতে বর্তমান পরিস্থিতিতে আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা না দেখা দেয়। জেলাশাসক বন্যার মরশুমে সতর্ক হওয়ার জন্য অনুরোধ করে বলেন, যেভাবে বৃষ্টিপাত হচ্ছে এর ফলে জেলায় বন্যার আশঙ্কা রয়েছে। তাঁর কথায়, আমি আপনাদের সবাইকে চলমান অতিমারি এবং আসন্ন বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য একত্রিত হওয়ার অনুরোধ করছি। যাতে কোনও সাধারণ মানুষকে অকারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে না হয়। তিনি আগামী দিনে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে জনসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানানন। সভায় কাছাড়ের পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায় সহ এসআইবি, সিআরপিএফ, বিএসএফ, আসাম রাইফেলস, সেনা গোয়েন্দা ও অন্যান্যরা অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রয়োজন মনে করলে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিন আমাদের, অমিত শাহকে মমতা

কলকাতা, ২৭ মে (হি. স.): করোনা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যের উপর একের পর এক অভিযোগ করছিল বিরোধী দলগুলি। এরমধ্যে যুক্ত হয়েছে আমফান পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে বিরোধীদের একের পর এক কোণঠাসা মন্তব্য শুনতে শুনতে এদিন নবান্নে মেজাজ হারিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'অমিত শাহ কে বলেছিলাম এরকম চলতে থাকলে সরকার ভেঙে দিন। আপনাদের যদি মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার করোনা মোকাবেলা করতে পারছে না। হলে আপনারা নিজে এসে কাজ করুন আমার কোন আপত্তি নেই।'

রাজ্যের আপত্তি সত্ত্বেও একের পর এক দিন রাজ্য থেকে ট্রেন পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করার অনুমতি দিচ্ছে রেল মন্ত্রক। এই প্রসঙ্গে রেলের চূড়ান্ত গাফিলতির দিকে আঙ্গুল তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'রেলের কোনো দায়িত্ব নেই।

আমাদের চিঠি লিখে জানানো সত্ত্বেও ট্রেন পাঠাচ্ছে রাজ্যে। এইভাবে রাজ্য করোনা পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলায় সরাসরি লোকের করোনা হলে সেই দায় কে নেবে? ওরা চায় বাংলা গুজরাট মহারাষ্ট্র হয়ে যাক।'এরপরে মুখ্যমন্ত্রী মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতির প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেন, 'এই ধরনের সংক্রমণ একটা এরিয়াতে বেঁধে রাখা উচিত। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। ট্রেনে গাদাগাদি করে আসার ফলে সংক্রমণ বাড়ছে। এতে কনটেইনমেন্ট জোনের সংখ্যাও বাড়ছে।'

লুটপাট যেন ছড়িয়ে না পড়ে বেদ প্রতাপ বৈদিক

নয়াদিল্লি, ২৭ মে (হি. স.): দেশের কয়েকটি শহরের তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত স্পর্শ করেছে।করোনা আক্রান্তের নিরিখে সব থেকে বেশি জেরবার প্রথম দশটি দেশের মধ্যে ভারতের নাম রয়েছে। ভারতে যখন নাম মাত্র করোনা রোগী ছিল।তখন সরকার রেল, বাস, বিমান চালায়নি।দুই মাস পর কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সরকার রেল ও বিমানের টিকিট বিক্রি করছে। রেল স্টেশন এবং বিমান বন্দরে যাত্রীদের ভিড়। তারা নিজেরাও জানে না কবে এইগুলি চলবে। প্রায় ৩০০০ কর্মচারী নিয়ে ট্রেন চালিয়েছে রেল। যা ভাল কথা। কিন্তু ট্রেন স্টেশনে পৌঁছতে দেরি করছে। মহারাষ্ট্র থেকে বিহার যেতে যেখানে ৩০ ঘন্টা লাগত।সেখানে লাগছে ৪৮ ঘন্টা। প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ লাখ মানুষকে বাড়ি পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য রেলের।কিন্তু রেলযাত্রীদের খাবারের যে অভাব দেখা দিয়েছে। তা দেখে চোখে জল চলে আসে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্র এর পালঘর থেকে বিহার শরিফ যাওয়া ট্রেন যখন প্রয়াগ রাজ স্টেশনে দাঁড়াল তখন ক্ষুদার্থ শ্রমিকেরা স্টেশনে থাকা সমস্ত পণ্য লুট করে নিল। অন্যান্য একাধিক স্টেশনে এই দৃশ্য দেখা গিয়েছে।গত সপ্তাহে রাস্তা দিয়ে চলা শ্রমিকেরা সবজি ও ফলের ঠেলা লুট করেছিল। এমন চলতে থাকলে অরাজকতা বেড়ে যাবে।এটি তারই সংকেত বহন করছে। আগামীদিনে বিমান বন্দরে এই দৃশ্য দেখা যাবে। সরকার পরিস্থিতির সামাল দেওয়ার জন্য সচেষ্ট। কিন্তু তার দোষ হচ্ছে নতুন কিছু করার আগে সে ভাবছে না। নোট বন্দী, জি এস টি চালু করার সময় যে ভুলটা তারা করেছিল। এবার সেই একই ভুল করেছে। প্রশাসনে থাকা নেতাদের উচিত জনতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন তৈরি করা।তা না হলে এরকম ঘটনা আগামী দিনেও ঘটবে। এই সংকট আরও ভয়াবহ হলে নেতারা কি করবে এই সকল রাজনৈতিক দলের স্থানীয় কার্যকর তাদের উপর কি দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না? এমন পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর থেকেও সাহায্য নেওয়া উচিত। (লেখক বরিষ্ঠ সাংবাদিক ও কলম্নিস্ট)

করিমগঞ্জ জেলার প্রধান তিন নদী কুশিয়ারা, সিংলা ও লঙ্গাইর জল বাড়ছে, করোনার সঙ্গে আরেক আতঙ্কে মানুষ

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ মে (হি.স.) : করোনা-আতঙ্কের মধ্যেই আরেক আতঙ্ক করিমগঞ্জ জেলাবাসীর দরজায় কড়া নাড়ছে। জেলার প্রধান তিনটি নদী কুশিয়ারা, সিংলা ও লঙ্গাইর জলস্তর ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত দু'দিন থেকে পার্শবর্তী পার্বত্য রাজ্য মিজোরামে ধারা বৃষ্টিপাতের ফলে পাহাড়ি অববাহিকার জলে জেলার তিনটি নদীতে জলস্ফিতি দেখা দিয়েছে। এতে করোনা আতঙ্কের মধ্যেই বন্যাতঙ্কের মোকাবিলা করতেও প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে জেলাবাসীকে।

কুশিয়ারা নদীর বিপদসীমা হচ্ছে ১৪ মিটার ৯৪ সেন্টিমিটার, জল বইছে ১০ মিটার ৫৯ সেন্টিমিটারের ওপর। সিংলা নদীর বিপদ সীমা ১৭ মিটার ৯৮ সেন্টিমিটার, জল বইছে ১৭ মিটার ৭৬ সেন্টিমিটার এবং লঙ্গাই নদীর বিপদ সীমা হচ্ছে ১২ মিটার, জল বইছে ২১ মিটার ২০ সেন্টিমিটার ওপর। সিংলা এবং লঙ্গাই নদী বিপদ সীমার কাছাকাছি চলে এসেছে। ধারা বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকলে যে কোনও মুহূর্তে এই দুই নদীর জল বিপদ সীমা অতিক্রম করে জনপদ এলাকা প্লাবিত করতে পারে।

করোনা অতিমারির কারণ চার পর্যায়ে জনগণ টানা ৬৮ দিন থেকে গৃহবন্দি। রোজি-রোজগার হারিয়ে সাধারণ মানুষ এমনিতেই হাহাকার করছেন। তার ওপর বন্যাতঙ্কে মানুষ দিশেহারা।

রিমগঞ্জ জেলার কোয়ারেন্টাইন সেন্টারগুলিতে বহির্রাজ্য থেকে আগত শ্রমিক ও ছাত্রদের শরীরে করোনা পজিটিভ

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ মে (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার কোয়ারেন্টাইন সেন্টারগুলিতে বহির্রাজ্য থেকে আগত শ্রমিক ও ছাত্রদের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র জেলার জনমনে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে রামকৃষ্ণনগরের সুভাষপল্লির বাসিন্দা জনৈক অজিত দে-র শরীরে করোনা পজিটিভের লক্ষণ ধরা পড়ায় বৃহত্তর রামকৃষ্ণনগর এলাকা প্রচণ্ড আতঙ্ক বিরাজ করছে।

করোনা ভাইরসে আক্রান্ত অজিত দে গত ২৩ তারিখ সড়কপথে বেসরকারি গাড়ি ভাড়া করে রামকৃষ্ণনগরে তার বাড়ি আসে। বহির্রাজ্য মেঘালয়ের রাজধানী শিলং থেকে আসার জন্য তার লালারস সংগ্রহ করে তাকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। কিন্তু অজিত তার বাড়িতে একান্তবাসে না থেকে অবাধে বিচরণ করে স্থানীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করেছে বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন। এদিকে মঙ্গলবার অজিতের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে বলে খবর পাওয়া মাত্র সুভাষপল্লি সহ বৃহত্তর রামকৃষ্ণনগর এলাকার জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অজিতের করোনা আক্রান্তের তথ্য পাওয়ার পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে তার বাড়ি সংলগ্ন এলাকা সঙ্গে সঙ্গে সিল করে দেওয়া হয়েছে।

বুধবার বিকেলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সুভাষপল্লি এলাকাকে কন্টেনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করা হয়। অজিতের পরিবারের সদস্য সহ তাঁর সংস্পৃষ্ট মোট ১১ জনকে শনাক্ত করে তাদের রামকৃষ্ণনগর গার্লস হস্টেলে প্রতিষ্ঠানিক একান্তবাসে রাখা হয়েছে। জানিয়েছেন রামকৃষ্ণনগরের সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট সপ্ততী এন্দো।

এদিকে স্বাস্থ্য দফতরের এক সূত্রে জানা গেছে, অজিতের সংস্পৃষ্ট এই ১১ জনের লালারস সংগ্রহ করে সেগুলি পরীক্ষার জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোভিড ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, বহির্রাজ্য থেকে শ্রমিক এবং ছাত্রছাত্রীদের ফিরিয়ে আনার পর থেকেই করিমগঞ্জে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। সোমবার ১৬ জনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মঙ্গলবার আরও ৭ জনের শরীরে করোনা পজিটিভের লক্ষণ ধরা পড়ে। এই ৭ জনের একজনই হলেন রামকৃষ্ণনগর সুভাষপল্লির অজিত দে।অজিতকে চিকিৎসার জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোভিড সেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মেঘালয়ে নতুন পাঁচ কোভিড-১৯ সংক্রমিতের তথ্য, মোট সংখ্যা ২০, সক্রিয় ৭

শিলং, ২৭ মে (হি.স.) : মেঘালয়ে কোভিড-১৯ সংক্রমণে আরও পাঁচ ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছেন। নতুনদের নিয়ে রাজ্যে এই সংক্রমণে আক্রান্তের সংখ্যা ২০ হয়েছে। সক্রিয় রোগী সাতজন। এই পাঁচজনের ভ্রমণ ইতিহাস রয়েছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা এই তথ্য দিয়ে জানান, যে পাঁচজনের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে তাঁরা দিল্লি এবং হরিয়ানা থেকে এসেছেন।

এদিকে জনৈক আনোয়ার আলি জানান, গত মার্চে মেঘালয় থেকে তিনি সহ সাতজন দিল্লির মরকজ নিজামউদ্দিনে তবলিগ-ই জামাতে গিয়ে সেখানে আটকে পড়েছিলেন। এর পর লকডাউনের জেরে তাঁরা রাজ্যে ফিরতে পারেননি। সরকারের ব্যবস্থাপনায় গুয়াহাটি হয়ে তাঁরা গত সোমবার শিলং ফিরেছেন। এখানে আসার পর তাঁদের সোয়াব সংগ্রহ করে হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছিল। আজ তাঁদের দুজনের রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে।

প্রসঙ্গত, গত ১৪ এপ্রিল রাত ২:৩০ মিনিটে করোনা-যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন মেঘালয়ের রাজধানী শিলঙের প্রথম করোনা-আক্রান্ত বছর ৬৯-এর চিকিৎসক ডা. জন এল সাইলো রাইন্টাথিয়াং। তিনি ছিলেন রাজ্যের প্রথম করোনা-আক্রান্ত রোগী।

নাগাল্যান্ডে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৯

কোহিমা), ২৭ মে (হি.স.) : নাগাল্যান্ডেও করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। আজ বুধবার নতুন আরও পাঁচজনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। এ নিয়ে রাজ্যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯।

রাজ্যে কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত সকলেই অতি সম্প্রতি চেন্নাই থেকে নিজেদের বাড়ি এসেছিলেন। এখানে আসার পর তারা অবশ্য স্বাস্থ্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে ছিলেন তাঁরা। সংগ্রহ করা হয়েছিল সোয়াব। আক্রান্ত পাঁচজনের মধ্যে চারজন ডিমাপুর এবং একজন কোহিমা।

নাগাল্যান্ডের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী এস পাংগ্যু ফোম তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে এই খবর জানিয়েছেন। উভয়কে তাঁদের নিজের নিজের এলাকা যথাক্রমে ডিমাপুর এবং কোহিমায় সরকারি হাসপাতালে কোভিড সেলের আইসোলেশনে ভরতি করে চিকিৎসা শুরু হয়েছে, জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

সিইএসসি-র প্রতিযোগী সংস্থা বিশেষজ্ঞদের চোখে সম্ভাবনা

কলকাতা, ২৭ মে (হি. স.): মহানগরীর বিদ্যুৎ বিপর্যয় নিয়ে প্রশ্ন ও বিতর্ক সপ্তম দিনেও উচ্চমার্গে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার কথা তুললেও, একই এলাকায় বিদ্যুৎ বণ্টনে প্রতিযোগিতা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ভিন্ন মত রয়েছে।অনেকে যেমন বলছেন, কলকাতায় বিদ্যুৎ বণ্টন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা জরুরি। সে ক্ষেত্রে গ্রাহকেরা উন্নত পরিষেবার পাশাপাশি কম মাসুলের সুবিধাও পেতে পারেন। রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনে কয়েকটি সংস্থা আসতে চেয়ে আগ্রহও দেখিয়েছিল বলে অনেকের দাবি। অন্য অংশের আবার মত, বিদ্যুৎ আইনে ব্যবস্থা থাকলেও, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে একাধিক বণ্টন সংস্থা পরিষেবা দিতে চায় না। দেশে কোনও একটি শহরের মধ্যেই কোথাও তা নেই। কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা? সিইএসসি-র প্রাক্তন অধিকর্তা আইআইটি-র অন্যতম প্রাক্তনী অমিতাভ সেনগুপ্তর কাছে জানতে চাইলে বলেন, 'এ ব্যাপারে আমার ভাবনাটা বাইরে না বলে সিইএসসি-তে আলোচনা করাই ভাল।'

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ''মেন্টর'' করেছেন শিবপুরের ''বেসু''-র প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ নিখিল রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। উপাচার্যের দায়িত্ব নেওয়ার আগে ২০০৪ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন সিইএসসি-র অন্যতম জিএম।হিন্দুস্থান সমাচার''-কে তিনি বলেন, "পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে দেরি হওয়ার পুরো দায় সিইএসসি-র নয়। রেস্টোরেশনের ব্যাপারে সিইএসসি-র ইঞ্জিনিয়ারেরা সিঙ্গাপুর থেকে আধুনিক কাজ শিখে এসেছেন। পরে নানা সময় এই সব প্রশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ারদের কাছ থেকে তালিম নিয়েছেন অন্য পর্ষদ বা বিদ্যুৎ সংস্থার ইঞ্জিনিয়াররা। আমার ধারণা, এবার দুর্যোগ-পরবর্তী পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজে পৌর-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয়ের একটা ফাঁক থেকে গিয়েছে। সরকার যদি সেনা, বিদ্যুৎ, পুলিশ, পুরসভা এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের অভিজ্ঞদের নিয়ে আগাম মোকাবিলার ব্যবস্থা করতেন, তাহলে ভাল হত।''কিন্তু সিইএসসি-র প্রতিযোগী সংস্থা থাকলে কি বিদ্যুৎ-মাসুল আরও একটু কমার আশা থাকে না? তাতে গ্রাহকরা একটু স্বস্তি পেতেন।

নিখিলবাবুর জবাব, "গৃহস্থালীর বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে সংস্থার লাভ হয় না। সিইএসসি-র যা সক্ষমতা, এখানে অনেক কারখানা হলেও তাদের বিদ্যুৎ দেওয়া সম্ভব। সেই পরিকাঠামো রয়ে গিয়েছে।

।পশ্চিমবঙ্গের কল-কারখানার অবস্থা ভাল না হওয়ায় বানিজ্যিক বিদ্যুৎ বিক্রি করে লাভের মুখ দেখতে পারছে না সিইএসসি।বিদ্যুৎ মাসুল সরকার বা সিইএসসি ঠিক করে না। বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে নির্দারণ করে ''স্টেট এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন''।তাদের নেই শিল্পের বিষয়টাও মাথায় রাখতে হয়। আর, নতুন কোনও সংস্থাকে সিইএসসি-র পাশে কাজ করতে গেলে তাকে প্রচুর অর্থ লগ্নি করতে হবে। ''কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস''-এর পর কোনও সংস্থা এখানে আসতে আদৌ আগ্রহী হবে কিনা, সন্দেহ আছে।' এ দিকে, প্রতিযোগী সংস্থার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সংশ্লিষ্ট বক্তব্যের পরেই তোপ দেগেছেন সিপিএমের নেতা শ্যামল চক্রবর্তী।তাঁর কটাক্ষ, "" সিইএসসি ইংরেজ আমলে তৈরি। আজ থেকে কমবেশি ১৩৫ বছর আগে। আর সংস্থার বর্তমান মালিক তো শাসকের ঘরের লোক! "" ঝড়ের বিপর্যয় ও বিদ্যুৎ, জল না-থাকা নিয়ে মানুষের ক্ষোভ নিয়ে কথা বলতে গিয়েই সিইএসসির প্রসঙ্গ টেনেছেন। তিনি বলেছেন, "" কলকাতায় আর কোনও সংস্থা নেই যে, একটির বদলে অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নেব। এইখানে হাত পা বাঁধা। তাই মারধর করব? বাবাবাছা করে কাজটা করিয়ে নিতে চাই. আমার হাতে কোনও বিকল্প নেই। " ১৯৭৯ সালে সিইএসসি-তে যোগ দিয়েছিলেন দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।২০১০ পর্যন্ত ছিলেন সংস্থার বিদ্যুৎ পরিবহণের দায়িত্বে।তার পর চার বছর সংস্থার অন্যতম পরামর্শদাতা।প্রতিযোগী সংস্থা প্রসঙ্গে এই প্রতিবেদককে বলেন, "প্রতিযোগী সংস্থা আসতে কোনও বাধা নেই। তবে,

ছয়ের পাতায়

সাহিত্য জগতে অপূরণীয় ক্ষতি, প্রয়াত প্রখ্যাত উর্দু লেখক মুজতাবা হুসেন

হায়দরাবাদ, ২৭ মে (হি.স.): অকালেই প্রয়াত হলেন প্রখ্যাত উর্দু লেখক ও সাহিত্যিক মুজতাবা হুসেন। বুধবার সকালে হায়দরাবাদে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। প্রয়াত উর্দু লেখকের ছেলে হাদী হুসেন জানিয়েছেন, "সকাল ৮.৪৫ মিনিট নাগাদ জীবনাবসান হয়েছে বাবার।"

২০০৭ সালে ব্যাঙ্গাত্মক সাহিত্যে অবদানের জন্য পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন মুজতাবা হুসেন। নয়া নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করে পদ্মশ্রী ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি।

রেলের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করলেন মমতা

কলকাতা, ২৭ মে (হি. স.): রেল মন্ত্রকের কোনো দায়িত্ব নেই। রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য একের পর এক ট্রেন পাঠানো নিয়ে রেলের বিরুদ্ধে এভাবে ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমান পরিস্থিতিকে সর্বনাশা পরিস্থিতি বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হস্তক্ষেপের দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

রেলের ভূমিকায় বেজায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বলেন, "পরিযায়ী শ্রমিকরা আসার পর রাজ্যে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে। তাই রাজ্য চেয়েছিল বিশেষ পরিকল্পনা করে পরিযায়ী শ্রমিকদের আনতে। কিন্তু রেল রাজ্যের কথা শুনল না।" এরপরেই পরিস্থিতির সামাল দিতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার নবান্নে এক প্রশাসনিক বৈঠকে রেলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে মমতা বলেন, "স্রেফ ভুল পরিকল্পনা ও ভ্রান্ত ব্যবস্থাপনার জন্য সারা দেশে করোনা ছড়াচ্ছে। রেল রাজ্যের সঙ্গে কথা না বলে পরিযায়ী শ্রমিকদের ইচ্ছামতো পাঠানো হচ্ছে"।

শুধু বাংলাকে নয় বরং অন্যান্য রাজ্য কেউ বিভ্রান্ত করছে এই কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'হঠাৎ করে একসঙ্গে ছত্রিশটি ট্রেন মুম্বাই থেকে ছাড়া হচ্ছে বলে জানলাম। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম ওরা (মহারাষ্ট্র) নাকি জানত না।' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'ইতিমধ্যেই রাজ্যে পাঁচ লক্ষ মানুষ চলে এসেছে। দুঃখের বিষয় ইতিমধ্যেই যারা রাজ্যে চলে এসেছেন তাদের মধ্যে অনেকেই করো না পজেটিভ। তবে তারা আমাদের নিজেদের লোক তারা আসুক আমরা চাই। কিন্তু তাদের পাঠানোর আগে আমাদের সঙ্গে একবার আলোচনা করা উচিত ছিল। সঙ্গে এত লোক চলে এলে জায়গা কোথায় পাবো। আমরা দায়িত্বশীল রাজনীতি করি সেই ভাবেই সরকার চালাই। আমরা পরিযায়ী দের নিয়ে আসার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছি। কিন্তু একটা সিটে তিন-চারজন করে আসছে। এর ফলে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে। সংক্রমণ আমাদের রাজ্যে ছড়া বা অন্য রাজ্যে কেন্দ্রকে মনে রাখতে হবে দেশটা কিন্তু এক। এভাবে চলতে থাকলে পুরো দেশের রং লাল হয়ে যায়। আমরা চাই দেশের রং নীল থাকুক।'

এরপরে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলে বলেন, 'এবার যদি গণ সংক্রমণ হয় তাহলে সে দায় কি কেন্দ্রীয় সরকার নেবে?' বারবার রেলের গাফিলতির দিকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,'আজ রাজ্যে ১১টা আসছে, কাল ১৭টা ট্রেন আসবে। গাদাগাদি করে শ্রমিকরা আসছে রাজ্যে। সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না। একটা সিটে গাদাগাদি করে আসছে। একসঙ্গে এত ট্রেন ঢুকছে রাজ্যে। রেলের কোন দায়িত্ব নেই ! ' মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, 'ট্রেন আসার ক্ষেত্রে রেড অরেঞ্জ গ্রীন মানা হচ্ছে না। আমাকে পলিটিকালি ডিস্টার্ব করতে গিয়ে বাংলার ক্ষতি করছে। একদিকে করোনা একদিকে ঘূর্ণিঝড় তার মধ্যে এত লোক একসঙ্গে পাঠাচ্ছে একসঙ্গে। আমরা লিস্ট পাঠিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু সেই লিস্ট মানা হয়নি। এত বড় দুর্যোগ সামলাবো না আপনাদের রাজনীতির সামলাবো। সবকিছু টু মাচ করছে কেন্দ্র। লকডাউন করেছে কেন্দ্র। এদিকে রেল রেলের মত চলবে ! রেলের কোন দায়িত্ব নেই। কেউ কেউ এই রাজ্যে আক্রান্ত সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। এটা কিন্তু রাজনীতি করার সময় নয়। আমি একটা কাজে এই সময় করতে পারি, আমি এই সর্বনাশা পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইবো।

রাজ্য সরকারকে নয় দফায় "চার্জশিট " বিজেপির

কলকাতা, ২৭ মে (হি স):একদিকে করোনা আতঙ্ক। অন্যদিকে আমফান। দুইয়ে মিলে আতঙ্কে কাঁপছে শহরতলী।এরই মাঝে বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে স্বাস্থ্য সংকট থেকে আমফান মোকাবিলায় ব্যর্থতার নানান অভিযোগ তুলে রাজ্য সরকারকে নয় দফায় "চার্জশিট " পেশ রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের। এই প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন, "রাজ্যকে ৯ টি পয়েন্টে চার্জশিট।মমতার ন -বছরের সরকারকে নয় দফায় চার্জশিট বিজেপির"। সেখানে যেমন রয়েছে রাজ্যের ভেঙে পড়া শিক্ষা ব্যাবস্থা, তেমনই রয়েছে কাটমানি ও দুর্নীতির মমতা,করোনা স্বাস্থ্য সংকট , আমফান মোকাবিলায় ব্যর্থ এরকম আর কয়েকটি বিষয় তুলে নয় দফায় "চার্জশিট "পেশ বিজেপির।

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় 'আর নয় মমতা' স্লোগান তুলে প্রচার শুরু করে ভিডিও ক্লিপ প্রকাশ বিজেপির।

পড়াশোনায় মনোযোগী না হওয়ায় মা ও দিদা গালমন্দ করায় সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্রী আত্মহত্যার চেষ্টা করে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার মগবাড়ি এলাকায়। জানা যায় সপ্তম শ্রেণীতে পড়ুয়া এক ছাত্রীকে তার মা ও দিদা পড়াশোনা করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু সে পড়াশোনায় যথেষ্ট অমনোযোগী। তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে মা ও দিদা গাল মন্দ করায় মায়ের কাপড় দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ওই সপ্তম শ্রেণী পড়ুয়া ছাত্রী। নিজ ঘরে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন পরিবারের লোকজনরা। তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় তেলিয়ামুড়া

ছয়ের পাতায়

ফালাকাটা থেকে উদ্ধার বৃদ্ধার ঝুলন্ত দেহ

জটেশ্বর, ২৭ মে (হি.স.) : আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা থেকে উদ্ধার বৃদ্ধার ঝুলন্ত দেহ। বুধবার ফালাকাটা ব্লকের অন্তর্গত জটেশ্বরের প্রমোদনগর নোটাহারা থেকে বৃদ্ধার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ। বৃদ্ধার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল।

জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের অন্তর্গত জটেশ্বরের প্রমোদনগর নোটাহারা প্রতিবেশীরা আজ সকালে তারারানি সরকার নামে এক বৃদ্ধাকে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তারাই খবর দেন স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে। খবর পেয়ে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠায়। এই বিষয়ে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ আধিকারিক অরুপ বৈদ্য জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

একমুঠো মুগ্ধ অঞ্জন

আমাদের যাদের যৌবন শুরু হয়েছিল নব্বইয়ের দশকে, তারা বহু নির্ঘুম রাত কাটিয়েছি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' শুনে। নীলচে পাহাড়ের কোল থেকে উঠে আসা এক অদ্ভুত সরল মানুষের মহানাগরিক কোলাহলে ডুবে যাওয়ার গল্প আমাদের মনে দাগ কেটেছে। 'বেলা বোস' শুনে বিহ্বল হয়েছি, না, প্রেমের গল্পে নয়, রাস্তার পাশের সস্তা কেবিনের দিনগুলো শেষে হয়ে লাল-নীল সংসারের গল্প শুরু হওয়ার আশ্বাসে ফোনের ওপারে চুপ করে থাকা কারও ব্যথাতুর গল্পের আভাস পেয়ে। 'মেরী আন' শুনে স্কুলদিনের প্রেমের গল্প মনে পড়ে বিনিদ্র রজনী কাটাননি, এমন মানুষ কম আছেন। কিংবা অঞ্জনের সেই ট্রেডমার্ক গান, পাড়ায় ঢুকলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেওয়ার গল্প ছিল নব্বইয়ের দশকে আমাদের ব্যাপক উদ্দীপনার দিনগুলোর প্রতিচ্ছায়া।

কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে আমাদের ভালো লেগেছিল বৃষ্টির গান। তখন ছিল ফনিক্স সাইকেলের দিন। মফস্বল শহরের পিচঢালা রাস্তায় অঞ্জনের মতো কালো চশমা চোখে ভিজতে ভিজতে আমরা বেসুরো গাইতাম 'আমি বৃষ্টি দেখেছি'। পুরো নব্বই অঞ্জন আমাদের মাতিয়ে রেখেছিলেন সুরে। তখনো আমরা টের পাইনি, শুধু গান নয়। অঞ্জন সিনেমাও করেন। যখন টের পেলাম, তখন অভিনেতা অঞ্জন এক অদ্ভুত মাদকতা সৃষ্টি করেছেন সেলুলয়েডে।

কী আছে অঞ্জনে, যার জন্য আমাদের এই মধ্য বয়সে এসেও তাঁকে নিয়ে দুছত্র লিখতে পারলে আত্মতৃপ্তি হয়? সম্ভবত জেদ। মধ্যবিত্ত বাঙালির চাঁছাছোলা জেদ। কিছু একটা হয়ে ওঠার, কিছু একটা করে ফেলার কিংবা জীবনটাকে নেহাত নিজের মতো করে দেখার দুর্মর জেদ। আর মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে গড়ে ওঠা জীবনের ট্যাবুগুলোকে চাবকাতে চাবকাতে সরিয়ে ফেলার মানসিকতা। সে জন্যই মনে হয় অঞ্জন প্রথম বাংলা সিনেমা বানিয়েছিলেন 'বো ব্যারাকস ফরএভার', ২০০৪ সালে; তাঁর প্রথম সিনেমা 'বড় দিন' বানাবার পাক্কা ছয় বছর পর। 'বড় দিন' ছিল হিন্দি ভাষায় বানানো এবং পরিচালক হিসেবে অঞ্জনের প্রথম সিনেমা।

বো ব্যারাকস ফরএভারের গল্প গড়ে ওঠে পরিচয়ের সংকটে ভোগা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটিকে ঘিরে, দক্ষিণ কলকাতায় ছিল যাদের বসবাস। ইংরেজি বলতে পারা আর ব্রিটিশ রক্ত শরীরে থাকার এক মেকি এলিটিজমের চর্চা করা বো ব্যারাকসের চরিত্ররা ছিল মূলত খাঁচায় বন্দী পাখির মতো। পলেস্তারা খসে পড়া ঘিঞ্জির জীবন আর নিজেদের বাস্তবতার বাইরে যাদের বিলাসিতা বলতে ছিল অস্ট্রেলিয়া কিংবা দা গ্রেট ব্রিটেন যাওয়ার চিন্তা এবং গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারের স্মৃতি হাতড়ানো। বাইরের বিপুল পরিবর্তন এই কমিউনিটিকে খুব ধীরে ধীরে বদলে দিতে থাকে। এখানকার তরুণেরা পথ খুঁজতে থাকেন ভীষণ পরিচয়ের সংকট থেকে উত্তরণের। এই উভয়সংকটে পড়া অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের রোজকার খুঁটে খাওয়া জীবন, যৌনতা, ড্রাগস, সুখ, দুঃখ সবকিছু নিয়ে এক অসাধারণ গল্প ছিল বো ব্যারাকস ফরএভার; অঞ্জন দত্তের গানগুলোর মতোই চিত্রধর্মী, জীবন্ত ও বাস্তব। এই সিনেমায় উপরি পাওনা ভিক্টর ব্যানার্জী, সব্যসাচী চক্রবর্তী, মুনমুন সেনদের মতো অভিনয়শিল্পীর একেবারে ভিন্নধর্মী অভিনয়।

এর আট বছর পর, ২০১২ সালে অঞ্জন দত্ত বানিয়েছিলেন 'দত্ত ভার্সাস দত্ত'। সম্ভবত এখন পর্যন্ত এই সিনেমা অঞ্জন দত্তের বানানো সেরা সিনেমা, যদিও কলকাতার সংবাদমাধ্যমে ছিল এর মিশ্র প্রতিক্রিয়া। বো ব্যারাকস ফরএভার আর 'দত্ত ভার্সাস দত্ত'—এর মাঝখানে অঞ্জন বেশ কিছু সিনেমা বানিয়েছেন, অভিনয়ও করেছেন অনেক সিনেমায়। বানানোগুলো হলো 'দা বঙ কানেকশন', 'ম্যাডলি বাঙালি', 'চলো, লেটস গো', 'চৌরাস্তা', 'ব্যোমকেশ বকশী', 'মহানগর কোলকাতা', 'রঞ্জনা আমি আর আসব না', প্রায় পরপর প্রতিবছর। তাহলে বো ব্যারাকস ফরএভার আর দত্ত ভার্সাস দত্তের তুলনা কেন?

ঠিক তুলনা নয়। রঞ্জনা আমি আর আসব না (২০১১) সিনেমায় অঞ্জন দত্ত গান নিয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তার কথা বলে ফেলেছিলেন। এবং সম্ভবত জীবন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ভাবনাগুলোও। সেখানে মেকি এলিটিজমের বালাই নেই। এরপরে যতগুলো সাক্ষাৎকার তিনি দিয়েছেন, তাতে রঞ্জনা আমি আর আসব নার বক্তব্যই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু বো ব্যারাকস ফরএভার-এ মেকি এলিটিজমের বিরুদ্ধে অঞ্জন যে কথা বলতে শুরু করেছিলেন, দত্ত ভার্সাস দত্ততে সেটার যথোপযুক্ত যতি পড়েছে। প্রথমেরটা ছিল অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের নিয়ে, পরেরটা বাঙালি মধ্যবিত্ত নিয়ে। এই সিনেমা অঞ্জন দত্তর সেমিবায়োগ্রাফি।

এক অসফল আইন ব্যবসায়ী বীরেন দত্তের যৌথ পরিবারকে ঘিরে উনিশ শ সত্তরের দশকের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে 'দত্ত ভার্সাস দত্ত'—এর কাহিনি। তখন দুই বাংলাই অশান্ত। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে লড়ছে। আর পশ্চিম বাংলা লড়ছে জাতীয় ইমার্জেন্সিতে। এই টালমাটাল সময়ে ভাঙতে থাকা মধ্যবিত্ত বীরেন দত্তের পরিবারে চলতে থাকে এজমালি শরিকি ছাদ নিয়ে ভাগাভাগির লড়াই, ভাইয়ে ভাইয়ে। চলতে থাকে 'সাবেক কালের বড়মানুষির ভগ্নদশা' মেনে নিতে না পারা এক অসহায় বাবার অন্তর্গত ইগোর ভাঙা—গড়াদার্জিলিংয়ের সেন্ট পলস স্কুলের মাইনে দিতে না পেরে যার ছেলে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল বাড়িতে।

কথায় কথায় মুখ্যমন্ত্রীর নাম নেওয়া দত্তবাড়ির মেজ ছেলে বীরেন দত্ত টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রতিচ্ছবি যে নিজের ব্যার্থতাকে সফল করার জন্য বেছে নেয় নিজের পুত্রসন্তানকে। তারপর পারিবারিক নাটকীয়তা এবং সেই নাটকীয়তার শেষে জন্ম নেয় এক অদম্য তরুণ যে হয়ে ওঠে অভিনেতা।

দত্তবাড়ির তিন প্রজন্মের গল্প 'দত্ত ভার্সাস দত্ত'। অর্থনীতি আর সময়ের কাছে পরাজিত, লাগামহীন ব্যর্থতার হতাশায় ডুবে যাওয়া মদ্যপ, পরনারীতে আসক্ত, কাবুলিওয়ালার কাছে ধার করে সংসার চালানো কিন্তু ভেতরে—ভেতরে ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়া এক অসহায় বাবার গল্প দত্ত ভার্সাস দত্ত। আবার অন্যদিকে প্রথায় গা ভাসিয়ে না দেওয়া, প্রবণতাকে আঁকড়ে ধরতে না চাওয়া এক তরুণের জীবনকে নতুন করে নির্মাণ করারও গল্প এটি।'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রিভিউয়ে ১০—এর মধ্যে ৯ পাওয়া এ সিনেমায় অঞ্জন দত্ত, রণদীপ বোস, অর্পিতা চ্যাটার্জি, কৌশিক সেন, শঙ্কর চক্রবর্তী, দীপঙ্কর দে, রূপা গাঙ্গুলী, শ্রীজিত মুখার্জি প্রমুখের দুর্দান্ত অভিনয় মন কেড়ে নেবে দর্শকের, কোনো সন্দেহ ছাড়াই।১৯৯৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত অঞ্জন দত্ত বানিয়েছেন ২৩টি সিনেমা, একটি হিন্দি সিনেমাসহ। এগুলোর মধ্যে একটি সিনেমার কথা বলতেই হয় আলাদা করে, 'ম্যাডলি বাঙালি' (২০০৯)। একটি গ্যারেজকে কেন্দ্র করে একদল তরুণের ধর্ম-জাতপাত ভুলে একটি গানের দল গড়তে চাওয়ার গল্প। 'রঞ্জনা আমি আর আসব না' সিনেমার আগে গান এবং আধুনিক গান নিয়ে যদি কিছু বলে থাকেন, সেটা এই সিনেমায়।২০১২ সালে ভারতে জাতীয় পুরস্কার পাওয়া 'রঞ্জনা আমি আর আসব না' সিনেমা অবশ্যই আমাদের চোখে লেগে থাকবে তার বক্তব্য আর গানের জন্য। কিন্তু 'দত্ত ভার্সাস দত্ত' আমাদের মনে থাকবে সবকিছু ছাপিয়ে।

বলিউডে শুটিং শুরু হয়েছে

করোনার কারণে প্রায় দুই মাস ধরে চলছে ভারতের লকডাউন। সমগ্র দেশের পাশাপাশি হিন্দি ছায়াছবি এবং টেলিভিশন দুনিয়ার অর্থনীতি প্রায় তলানিতে এসে পৌঁছেছে। আর্থিক সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য ধীরে ধীরে মূল স্রোতে ফিরে আসতে মরিয়া মুম্বাইয়ের বিনোদন দুনিয়ার নির্মাতাসহ সবাই। এমনকি অক্ষয় কুমারও তাঁর আগামী ছবির প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলেন এই করোনাকালেই।

বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে হিন্দি ছবির পোস্ট প্রোডাকশনের বেশ কিছু কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। ধারাবাহিকগুলোর শুটিংয়ের জন্য বিকল্প পথও খুঁজে বের করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের কোলহাপুরে শুটিংয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। কারণ, এই অঞ্চলে করোনার সংক্রমণ খুবই কম। এদিকে মুম্বাইয়ের সুরক্ষিত এলাকা কমালিস্থানের স্টুডিওতে শুটিং শুরু হয়েছে।

এমনকি বলিউড সুপারস্টার অক্ষয় কুমার তাঁর আগামী ছবির চিত্রনাট্যের শেষ পর্যায়ের কাজ শুরু করলেন মঙ্গলবার সকালে। অক্ষয়ের পরের ছবি 'বেল বটম'—এর চিত্রনাট্য সেশনের আয়োজন করেছিলেন মঙ্গলবার ভোর ছয়টায়। ছবির নির্মাতা বাসু ভগনানিসহ দলের আরও অনেকে এই সেশনে হাজির ছিলেন। সোমবার অক্ষয় এক বিজ্ঞাপনের শুটিং করে সমগ্র ইন্ডাস্ট্রিকে বার্তা দিলেন যে করোনাকে সঙ্গে নিয়েই এগোতে হবে। পাশাপাশি তিনি বললেন সাবধানতার সঙ্গে আবার শুটিং শুরু করতে হবে। গত বছর নভেম্বর মাসে 'বেল বটম' ছবির ঘোষণা করা হয়েছিল। আর তখনই অক্ষয় স্পষ্ট করেন যে এটা কোনো ছবির রিমেক নয়।

হিন্দি ছায়াছবি ও টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির একটা বড় অংশ খুব শিগগির ছবি এবং ধারাবাহিকের শুটিং শুরু করতে চায়। তবে এখন পর্যন্ত নির্মাতা-নির্দেশকদের ইউনিয়ন অ্যাব. কর্মীদের ইউনিয়ন যুগ্মভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। প্রচুর নির্মাতা তাঁদের ছবির শুটিং মহারাষ্ট্রের বাইরে অন্য কোনো রাজ্যের কমজনবহুল অঞ্চলে করতে চান।

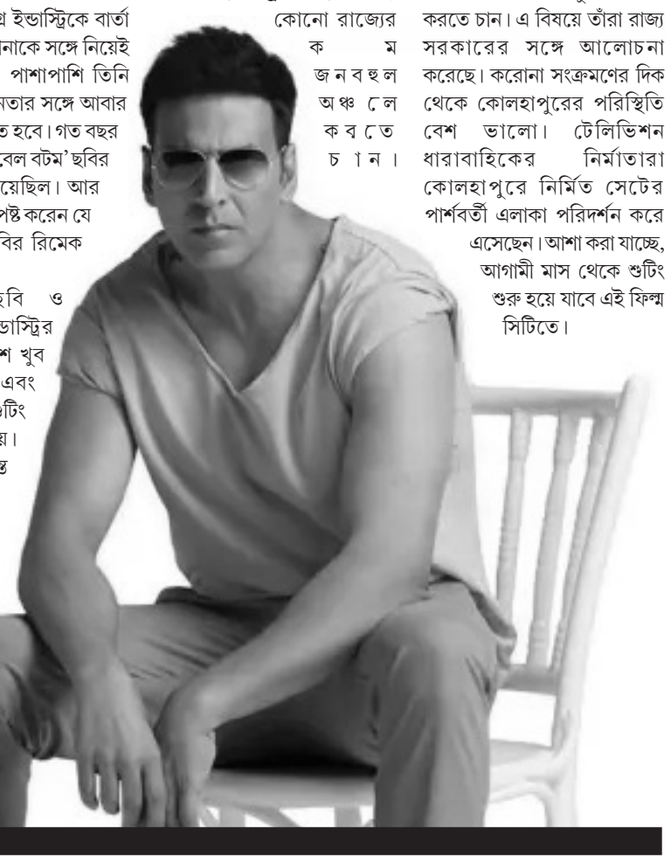

আপাতত মুম্বাইয়ে শুটিং শুরু করলেও কিছু নির্মাতা কোলহাপুর ফিল্ম সিটিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করতে চান। এ বিষয়ে তাঁরা রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছে। করোনা সংক্রমণের দিক থেকে কোলহাপুরের পরিস্থিতি বেশ ভালো। টেলিভিশন ধারাবাহিকের নির্মাতারা কোলহাপুরে নির্মিত সেটের পার্শবর্তী এলাকা পরিদর্শন করে এসেছেন। আশা করা যাচ্ছে, আগামী মাস থেকে শুটিং শুরু হয়ে যাবে এই ফিল্ম সিটিতে।

ভূমির চড় খেয়ে আয়ুষ্মানের গাল লাল হয়ে গিয়েছিল

ভূমি পেড়নেকারের প্রথম ছবি, 'দম লাগাকে হাইশা' মুক্তি পায় ২০১৫ সালে। এর আগে তিনি যশরাজ ফিল্মস প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানে সহকারী কাস্টিং ডিরেক্টর হিসেবে বেশ কয়েক দিন কাজ করেছেন। রণবীর সিং, পরিণীতি চোপড়াদের অডিশন নিয়েছেন। অনেক বড় বড় তারকাকে সামনে থেকে অডিশন দিতে দেখেছেন। তাই আয়ুষ্মানের মনে হয়েছিলে, এই কারণেই প্রথম ছবির একবারে প্রথম 'অ্যাকশন' থেকেই ভূমির ভেতর কোনো জড়তা ছিল না। আয়ুষ্মানের ভাষায়, ভূমিই তাঁর জীবনে দেখা সবচেয়ে আত্মবিশ্বাসী সহশিল্পী।

এই ছবির 'সুন্দর সুশীল' শিরোনামের গানে আয়ুষ্মান আর ভূমির সঙ্গে আরও আরও প্রায় ৪০টি জুটি শুটিংয়ে অংশ নিয়েছিল। তাদের অনেকেই এই গানের শুটিংয়ে অংশ নিয়ে খুশি। কিন্তু কেউ কেউ ভয়ে ছিল, যে তাঁদের বুঝি সত্যি সত্যি বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। পরে আয়ুষ্মান ও ভূমি তাঁদের বোঝালেন, যে তাঁরাও একইভাবে বিয়ে করছেন, আর এভাবে সত্যি সত্যি বিয়ে হয় না!

'মোহ মোহ কী ধাগে' গানের শুটিংয়ের দিন খুব বাতাস বইছিল। আর দৃশ্যটা এমন ছিল, আয়ুষ্মান, ভূমিকে মোটর সাইকেলে নিয়ে একটা ব্রিজ পার হবেন। সবাই খুব টেনশনে ছিল। আয়ুষ্মানের ভাষায়, 'রোডিশের চেয়ে কোনো দিক থেকে কিছু কম ছিল না, বরং সব দিক দিয়েই বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কিন্তু ভূমি বাইকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওর ওজনের জন্য সেতু দোলা কমে গেল। আর আমার জন্য সবকিছু সহজ হয়ে গেল। এক টেকেই শট ওকে হলো। আর আমরা মুখে হাসি নিয়ে, হাততালি দিয়ে হাপ ছেড়ে বাঁচলাম।'

এই গানের শিল্পী মোনালি ঠাকুর পুরোনো দিনের কথা মনে করে এই গান নিয়ে বলেন, 'আমি তখন কলকাতা থেকে মুম্বাই এসেছি। একটা রিয়েলিটি শোয়ের (ইন্ডিয়ান আইডল) প্রতিযোগী হিসেবে। আনু মালিক (এই সিনেমার মিউজিক ডিরেক্টর) আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে উনি আমার গলা, মেধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে আমাকে দিয়ে দারুণ একটা গান গাওয়াবেন। আর এর সাত বছর পর উনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখলেন। আমাকে 'মোহ মোহ' গানটি গাইতে দিলেন। মানুষের হৃদয় স্পর্শ করার জন্য একটা সেরা গানের যা যা থাকা উচিত, তার সবই আছে এই গানে আর আমিও নিজেকে উজাড় করে দিয়ে গাইলাম। আমার স্বপ্ন পূরণ হলো। এটা আমার জীবনের সেরা গানগুলোর একটা।'বাস্তব জীবনে আয়ুষ্মান ও ভূমি ভালো বন্ধু। ছবি: ইনস্টাগ্রাম।

আয়ুষ্মান কেন এই সিনেমাকে হ্যাঁ বললেন? 'কারণ, আমি সব সময় এমন সব সিনেমার সঙ্গে যুক্ত থাকতে চেয়েছি, যেগুলো ভারতের বড় পর্দায় আগে কখনো দেখা যায়নি। আর এমন একটা গরিব, দ্বিধাদ্বন্দ্বে, নানা সংকটে ভোগা ভালোবাসার কথা যে এত চমৎকারভাবে বলা যেতে পারে, আমার জানাই ছিল না। আমি তাই মনেপ্রাণে কাজটা করতে চেয়েছি। ৬৭ কেজি ওজনের আমি ৮৬ কেজির ভূমিকে পিঠে করে দৌড়েছি। যা কিছু আমার প্রাথমিকভাবে অসম্ভব বলে মনে হয়, আমি সেসব কিছুই স্পর্শ করতে চেয়েছি।'

এই সিনেমায় একটা দৃশ্য ছিল এমন: আয়ুষ্মান খুরানা তাঁর বন্ধুদের কাছে বউয়ের যাবতীয় দুর্নাম করছেন, আর ভূমি তা শুনে ফেলে আয়ুষ্মানকে এসে কষে একটা চড় বসিয়েছেন। আয়ুষ্মানও পাল্টা চড় বসিয়েছে। কিন্তু আয়ুষ্মান ভূমিকে চড় মারার আগেই শট 'এনজি' হয়ে যায়। একবার, দুবার, তিনবার করে ২০টা চড়ের পর অবশেষে শটটা ওকে হলো। এর মাঝে আয়ুষ্মানের গাল লাল হয়ে গেল। প্রতিবার শট এনজি (নট গুড) হওয়ার পর ঠান্ডা পানির ছিটা বা বরফ দিতে হতো। একবার তো শট 'রিয়েলিস্টিক' করতে গিয়ে ভূমি এমন জোরে আয়ুষ্মানের চড় বসালেন যে রীতিমতো মলম লাগাতে হলো। তারপর ২০তম বার গিয়ে শট 'ওকে' হলো। এত কিছুর পরেও আয়ুষ্মান ও ভূমি উভয়েই বলেছেন, তাঁদের জীবনের অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা এই ছবির সেটের। আর এই সিনেমার পর থেকে বাস্তবের জীবনেও আয়ুষ্মান ও ভূমি ভালো বন্ধু হলেন।

করোনায় যখন ঘরবন্দী

হঠাৎ ছুটি পেলে খুব ভালো লাগে। করোনাভাইরাসের কারণে বেশ কিছুদিন হলো আমি টানা ঘরে বসে আছি। ছুটির আগে বন্ধুরা বলেছিল, স্কুল-কোচিং বন্ধ হলে নাকি খুব অস্থির লাগে। আসলে বাসা যে কেমন জায়গা, তা কেউ বোঝে না। আমি তো খুব মজা করে সময় কাটাচ্ছি। ঘরে বসে টেলিভিশন দেখতে আমি খুব পছন্দ করি। টেলিভিশন মানুষ হলে সে নিশ্চয়ই আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু হতো।টিভিতে আমি ক্রিকেট খেলা আর সিনেমা দেখছি। সুপারহিরো ও অ্যাকশন ঘরানার সিনেমাগুলো আমার খুব প্রিয়। যেসব সিনেমা দেখেছি আর দেখার ইচ্ছে আছে, সেগুলো হলো মিশন ইমপসিবল (সিরিজের সব কটি), জাস্টিস লিগ, অ্যাকুয়াম্যান, ম্যান অব স্টিল (১ ও ২), ম্যাড ম্যাক্স: দ্য ফিউরি রোড, দ্য লেগো ব্যাটম্যান মুভি (১ ও ২), মাইনোরিটি রিপোর্ট, অ্যাভেঞ্জারস: এন্ডগেম, ক্যাপ্টেন আমেরিকা (সিরিজের সব কটি)। সিনেমাগুলো বিখ্যাত এবং নিঃসন্দেহে চমৎকার।অ্যাকশন ঘরানার সিনেমা ভালো না লাগলে দেখতে পারো: ফ্রোজেন, টয় স্টোরি, ক্যাটসঅ্যান্ড ডগস আ স্টার ইজ বর্ন, ডেসপিকেবল মি, হোম অ্যালোন, বেবি'স ডে আউট, সিনডারেলা, বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট, ট্যাঙ্গলড ও হ্যারি পটার সিরিজ।তবে আমি শুধু টিভিই দেখি না, কিছু বইও পড়েছি। যেগুলো পড়েছি: অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড, ডেভিড কপারফিল্ড, অ্যাডভেঞ্চারস অব রবিন হুড, অলিভার টুইস্ট ও ট্রেজার আইল্যান্ড। যেহেতু অনেক দিন ছুটি পেয়েছি, তাই পেপার কাটিংও গুছিয়ে নিচ্ছি। আমি মূলত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, ফুটবল ও টেনিস—সম্পর্কিত ছবিগুলো কেটে খাতায় লাগিয়ে রাখি। গত পাঁচ মাসে আমার সাড়ে চার শ পেপার কাটিং জমেছে।মাঝেমধ্যে গল্প-কবিতাও লিখি আমি। আর চিঠি লিখি প্রিয় ক্রিকেটার স্টিভ স্মিথের কাছে। তবে তাঁকে পাঠাতে পারি না। তবে এত কিছুর মধ্যে পড়াশোনা চলছেই। ছুটি শেষ হলেই পরীক্ষা শুরু হবে। তাই পড়াশোনা বন্ধ রাখার কোনো সুযোগই নেই।

এভাবেই কাটছে আমার ঘরবন্দী জীবন। সুস্থ থাকতে বেশি বেশি হাত ধুবে, পানি ও শাকসবজি খাবে, অপরিষ্কার হাতে মুখ—নাক—চোখ ধরবে না আর অবশ্যই বাসায় থেকো, ভালো থেকো।

ভারতের পেট্রোপোল সীমান্তে স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু না হওয়ায় দু'দেশের বানিজ্য বাধাঁগ্রস্ত হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,মে ২৭।। ভারতের পেট্রোপোল সীমান্তে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বহাল রেখে পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করার নির্দেশ থাকা স্বত্তেও বনগাঁও ট্রান্সপোর্টার এবং সিএন্ডএফ কর্মচারীরা এখনো তা শুরু করেনি। ফলে ভারত-বাংলাদেশের বানিজ্য চরম ভাবে বাধাঁগ্রস্ত হচ্ছে এবং দু'দেশের আমদানি ও রফতানিকারকদের সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জানাগেছে,পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মূখ্যসচিব রাজিব সিনহা গত ১১ মে এক অফিস আদেশে দু'দেশের আমদানী-রফতানির ক্ষেত্রে পন্য পরিবহনে পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু অদৃশ্য এক সিন্ডিকেটের কারনে তা বাস্তবায়িত হচ্ছেনা। ফলে উভয় দেশই আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এদিকে,ভারত-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির অন্যতম পরিচালক মতিয়ার রহমান জানান,বনগাঁও পৌরসভা মেয়রের অবৈধ হস্তক্ষেপের কারনে বাংলাদেশের গাড়ীগুলো সেখানে বাধাঁগ্রস্ত হচ্ছে।তিনি বলেন,পৌর মেয়র যানজটের দোহাই দিয়ে বাংলাদেশের গাড়ীগুলোকে শহরের অপরপ্রান্তে একটি রেল ষ্টেশনের পাশে পার্কিং করার জন্য নিয়ে ডিটেইন্ড করায়। এতে পৌর কর্তৃপক্ষ মোটা অংকের পার্কিং চার্জ আদায় করে। অথচ যানজট সৃষ্টি হলে বিষয়টি দেখবাল করার দায়িত ট্রাফিক বিভাগের,পৌর মেয়রের না। তিনি বলেন, আমাদের বাংলাদেশের যশোর পৌরসভা মেয়র জহিরুল ইসলাম রিন্টু যশোর থেকে বেনাপোলমুখী আমদানী-রফতানী গাড়ীর প্রতি কোন হস্তক্ষেপ করেন না,বরং সর্বাত্নক সহযোগিতা করেন তিনি।

উল্লেখ্য, গত ৬ই মে ভারতীয় হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাস বাংলাদেশকে ৩০ হাজার করোনা সনাক্তকরণ কীট সহায়তা হস্তান্তর করতে গেলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় মোমেন বাণিজ্য যোগাযোগ বিশেষত আমদানি-রপ্তানি স্বাভাবিক করার তাগিদ দেন।ভারত থেকে আমদানিকৃত মালামালসহ পেট্রোপোল সীমান্তে আটকে থাকা ট্রাকসমূহ বাংলাদেশে দ্রুত প্রবেশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে মন্ত্রী ভারতীয় দূতকে অনুরোধ করেন। ড় মোমেন বলেন, ট্রাকসমূহ আটকে থাকায় বাংলাদেশি আমদানিকারকরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এসময় রেলপথে উভয় দেশের মালামাল পরিবহনের বিষয়ে ভারতীয় হাইকমিশনারের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী উভয় দেশের আমদানি ও রফতানিকারকদের সমস্যা দূর করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট নেতা সুবাস সাহা ছুটে যাচ্ছেন অসহায় মানুষের পাশে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,মে ২৭।। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট এর সিনিয়র সহ-সভাপতি সুবাস সাহা ছুটে যাচ্ছেন অসহায় মানুষের পাশে। তিনি জীবনের মায়াকে তুচ্ছ করে খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের হতদরিদ্র অসহায় কর্মহীনসহ, মাতুয়া, হরিজন ও ঋষি পল্লীতে ত্রাণ বিতরণ করে যাচ্ছেন। তাছাড়া তিনি ধর্ম,বর্ন নির্বিশেষে সকল মানুষের পাশে থেকে নিজেকে বেশ সুখী মনে করছেন।

বুধবার (২৭ মে) সকালে এই প্রতিনিধির সাথে একান্ত আলাপকালে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট এর সিনিয়র সহ-সভাপতি সুবাস সাহা বলেন, মানুষের কষ্ট দেখলে আমি বসে থাকতে পারি না। বিশেষ করে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য আমি আজীবন কাজ করে যাবো। তাদের বিপদে-আপদে পাশে দাড়াতে পারলে আমার খুব ভালো লাগে। সে কারণেই আমি দেশব্যাপি এই দুর্যোগ কালে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও তাদের মুখে একবেলা খাবার পৌঁছে দিতে পেরেছি, এটাই আমার সুখ। তিনি বলেন,আমি মুসলিমদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে আমার ব্যাক্তিগত তহবিল থেকে প্রায় পাঁচ হাজার শাড়ী, লুঙ্গি, পাঞ্জাবীসহ নগদ টাকা বিতরণ করেছি।

জানাগেছে,বিশ্বব্যাপি করোনা ভাইরাস জনিত কারণে কর্মহীন-দুস্থ-অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রেখেছেন বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট এর সিনিয়র সহ-সভাপতি বিশ্ব তীর্থভূমি দর্শন প্রিয়, সমাজ হিতৈষী-মানব দরদী সুবাস সাহা। তিনি গত এপ্রিল থেকে অদ্যাবধি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের হতদরিদ্র অসহায় কর্মহীনসহ, মাতুয়া, হরিজন ও ঋষি পল্লীতে ত্রাণ বিতরণ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের সংখ্যা লঘু, সংখ্যা গুরু সকল সম্প্রদায়ের মাঝে সমহারে তাঁর সেবা অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট এর সিনিয়র সহ-সভাপতি সুবাস সাহা তার নিজ জন্মভূমি বাংলাদেশের ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার কয়ড়া কালি বাড়িতে সম্প্রতি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন। তিনি অসহায় মানুষের মাঝে চাল, ডাল, সয়াবিন, পিয়াজ, আলু, মরিচ ও সবজিসহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন। এছাড়া অধিকাংশ জায়গায় তিনি নগদ টাকাও বিতরণ করেছেন। জীবনের মায়াকে তুচ্ছ করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছুটে গিয়ে নিজ হাতে তিনি পৌঁছে দিচ্ছেন খাদ্য সামগ্রী। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট এর সিনিয়র সহ-সভাপতি সুবাস সাহা ভয়াবহ করোনা যুদ্ধে না পারলেও খাদ্য সামগ্রী বিতরন করে মানুষের মন জয় করতে ঠিকই পেরেছেন যা এক বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

গত ২৪ ঘন্টায় মৃত ৬- এর মধ্যে পাঁচজন কলকাতার

কলকাতা, ২৬মে (হি. স.): ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৮৩জন। গত ২৪ঘন্টায় ৬জনের মৃত্যু হয়েছে। সুস্থ হয়ে গত ২৪ ঘন্টায় বাড়ি গিয়েছেন ৯২জন। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৩২৫। বুধবার এমনটাই জানানো হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের জারি করা বুলেটিনে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১৯২ জন। রাজ্যে মোট করণা মুক্ত হয়েছেন ১৫৭৮জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২১৭জনের। অডিট কমিটির দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী বাকি ৭২ জনের মৃত্যু হয়েছিল কো মর্বিডিটির জন্য। গত ২৪ ঘন্টায় ৩৭.৬৪ শতাংশ সুস্থ হয়েছে।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৯হাজার ২৩৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১ লাখ ৬৬হাজার ৫১৩টি। এখন রাজ্যে ৩৪টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতি তে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি একান্ত বাস রয়েছেন ১৮হাজার ১২১জন। সরকারি একান্ত বাস থেকে ছুটি পেয়েছেন, ৪৪হাজার ৭৫জন। এখন বাড়িতে একান্ত বাসে রয়েছেন ১লাখ ৫হাজার ৪৬৫জন। হোম কোয়ারেন্টিনে নজর দারি শেষ হয়েছে, ৮১হাজার ২৪২জনের।

গত ২৪ ঘন্টায় কলকাতা থেকে পাওয়া গিয়েছে ৫৭টি নতুন কেস। এই পর্যন্ত এরমধ্যে কলকাতা থেকে পাওয়া গেছে মোট ১৮১৩টি কেস। তাদের মধ্যে আরও ৪৫জন গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। ইতিমধ্যে মোট ৭৬০জন সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন। করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘন্টায় ৫জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৩৯জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। কো-মর্বিডিটির জন্য মৃত্যু হয়েছে ৫২ জনের। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৮৬২জন। বাকি অন্য একজন মৃত উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা।

আগামী ২৪ ঘন্টা বজায় থাকবে গরমের দাপট আইএমডি

নয়াদিল্লি, ২৭ মে (হি.স.): তীব্র দাবদাহ থেকে আপাতত কোনও মুক্তি নেই, উত্তর এবং মধ্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গরমের দাপট বজায় থাকবে আগামী ২৪ ঘন্টা। বুধবার এমনই পূর্বাভাস জারি করল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। বেশ কিছু মাত্রাতিরিক্ত গরমে ওষ্ঠাগত প্রাণ, উত্তর ও মধ্য ভারতের বেশ কিছু প্রান্তে ৪৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে তাপমাত্রা। এই অবস্থায় আইএমডি জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম ভারত, মধ্য ভারত এবং পূর্ব ভারত সংলগ্ন অভ্যন্তরভাগের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া শুষ্ক উত্তর-পশ্চিমি হাওয়ার

ছয়ের পাতায়

'জাল খনার বচনে' বিদ্ধ মোদী সরব নেটিজেনরা

কলকাতা, ২৭ মে (হি. স.): “দাবানল, শষ্যহানি, ঝড়, মহামারী/ একত্রে ঘটিলে জেন রাজা দুরাচারী/ রাজা যদি পাপমতী, প্রবঞ্চক হয়/ রাজপাপে দেশময় হবে মৃত্যুভয়/ অধর্ম, কুকর্ম যদি কভু রাজা করে/ দেখিবে অন্যভাবে প্রজাগণ মরে/ বৈশাখে অকাল বন্যা, আষাঢ়েতে খরা / নিশ্চয় বুঝিবে রাজা ভন্ড, ইষ্টহারা .. 'আট লাইনের "খনার বচন" ফেসবুকে রীতিমত ভাইরাল হয়ে উঠেছে।

দেশের দুর্দশার মূলে নাম না করে দায়ী করা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে।দুদিন ধরে হরেক মন্তব্যে বিদ্ধ হয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, খনার এই "জাল বচন"-এর প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে নেটিজেনদের একাংশ।

দেবযানী ভট্টাচার্য ফেসবুকে লিখেছেন, “খনার বচন বলে একটি কবিতা হোয়াটসআপে এ ঘুরছে। কিন্তু এইরকম কোন 'খনার বচন' বাস্তবে নেই। এখনকার কোন রসিক সোশ্যাল মিডিয়া কবি বেশ সুন্দরভাবে খনার বচনের নকল করে এই ছড়াটি লিখেছেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাকারী রাজনৈতিক দলের ও শীর্ষ নেতৃত্বের একটি বিশ্বাসযোগ্য বিরোধিতা করবার বিশেষ উদ্দেশ্যে। তবে, যতই জাল হোক, ছড়াটা যিনিই লিখে থাকুন না কেন, জাল করার কায়দায় যে বেশ একটা মুন্সীয়ানা আছে সেটা স্বীকার করতেই হবে।রামলাল শীল-এর সংকলিত মূল 'খনার বচন' বইটার পিডিএফ আমার কাছে আছে। পরপর বেশ কয়েকটা গ্রুপ থেকে এই মেসেজটি পেয়েছি। তাই কিছুটা বাধ্য হয়েই প্রতিবাদ করতে হচ্ছে। নাহলে প্রথম প্রথম ইগনোর করতেই চেয়েছিলাম।এখন ঠিক করেছি, যত জায়গা থেকে এই মেসেজ পেয়েছি, সব জায়গাতেই প্রতিবাদটা জানিয়ে দেব। আসলে যেহেতু এখনকার নেটিজেনদের অনেকেই খনার বচনের মূল বইটা নিজে পড়বার সময় বা সুযোগ পাননি, সেহেতু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই মেসেজটা ছড়ানো হয়েছে।মানুষের না জানার সুযোগ নিয়ে এবং উপর্যুপরি বিপদের মুখে পড়ে তাদের আতঙ্কিত অবস্থাকে ক্যাপিটালাইজ করে এইরকম রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা বরদাস্ত করা উচিত নয়। সম্ভব হলে আপনিও যত জায়গা থেকে এই মেসেজটা পেয়েছেন সব জায়গায় প্রতিবাদটি জানান। তার সাথে রামলাল শীল-এর বইটির পিডিএফ ভার্সান ডাউনলোড করে হোয়াটসঅ্যাপে ফরওয়ার্ড করতে পারেন।

ডিয়েগো আলভারিজ লিখেছেন, আরে দিদিভাই এই রকম লেফটিস্টগুলির সনাতন হিন্দু ধর্মকে ডিফেম করার পদ্ধতিও জাকির নায়েকের মতো। ওরা ভালো করেই জানেন যে বিষয়টা ৯৯: ১ রেশিওতে চলে। মানে হলো ১০০ জন অজ্ঞ সনাতনীদের মধ্যে ৯৯ জন এইসব ভাঁট শুনে আর রিচেক করবে না। কিন্তু ১ জনও যদিও রিচেক করে ভুলটা জানাত যায় তাতে লাভ নেই।লেফিস্টদের কাছে নেম শেমিংয়ের বড়সর অস্ত্র আছে।ফ্যাসিস্ট, রেসিস্ট, ইসলামোফোব যা খুশী তাই বলে ওই একজনকে চুপ করিয়ে দেওয়াটা খুবই সোজা।'

এনাক্ষী মজুমদার লিখেছেন, “ভাষার বিন্যাস দেখেই বোঝা যায়। খনার বচন পাঁচালি নাকি? যে লিখেছে সে মূর্খ নিজেকে বড্ড চালাক মনে করে।'

কাজলি রায় লিখেছেন," এখন যেভাবে হোক যেখান থেকে হোক খুঁজে হোক বানিয়ে হোক এদের চেষ্টার ত্রুটি নেই।'

রনি রায় লিখেছেন, একদম ঠিক! ... রামলাল শীলের লেখা' খনার বচন 'তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এই বচনগুলি পেলাম না।.' গোপাল কৃষ্ণ চক্রবর্তী লিখেছেন, 'লাগাও কলা না কাটিও পাত।তাতেই কাপড় তাতেই ভাত -খনার বচন. ছোট বেলা মায়ের মুখে শুনেছি।'

অমিতাভ কাহালি লিখেছেন,' সমস্যাটা হলো এ যুগের মানুষের পূরাণ সম্মন্ধে অজ্ঞতা ও জানার ব্যাপারে অনাগ্রহী আচরণের সুযোগ নিয়ে কিছু ফেসবুকি সুচতুর ভাবে আলতু ফালতু ব্যাক্তিগত মতামত চালিয়ে দেয় পূরাণ, লোকগাথা, সাহিত্যের দু কলি, ইত্যাদীর নামে। একই ভাবে কালাম, চাণক্য ও রবীন্দ্রনাথের নামেও যা নয় তাই, এমনকি চটুল, স্থুল মন্তব্যও চালানো হয় নিয়মিত। না জানার কারণে অসংখ্য মানুষ সেগুলি শেয়ারও করেন এইভাবে যাচাই না করে যা ইচ্ছা প্রচার করার ফলেই একটা দেশ ও জাতির পূরাণ, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ঐতিহ্য সম্মন্ধে ভুল তথ্য প্রচার হতে থাকে। যারা ভুলটা ধরতে পারবেন, তাদের উচিত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার স্বার্থে এইভাবেই ভুলের প্রতিবাদ করে সঠিকটা প্রচার করা।'

পশ্চিম দিল্লিতে অফিসে আগুন সিলিন্ডার ফেটে দগ্ধ দমকল কর্মী

নয়াদিল্লি, ২৭ মে (হি.স.): ফের আগুন-আতঙ্ক রাজধানী দিল্লিতে। মঙ্গলবার রাতে পশ্চিম দিল্লির বিকাশপুরী এলাকায় অবস্থিত একটি অফিসে আগুন লাগে। আগুন নেভানোর সময় গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে দগ্ধ ও আহত হয়েছেন একজন দমকল কর্মী, তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দিল্লি দমকলের ডিরেক্টর অতুল গর্গ জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে বিকাশপুরী এলাকায় অবস্থিত একটি অফিসে আগুন লাগে। দমকলের দু''টি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালায়। ওই অফিসের ভিতরে গ্যাস সিলিন্ডার রাখা ছিল, আগুন লাগা মাত্রই গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে যায়। আগুন নেভানোর সময় জখম হয়েছেন একজন দমকল কর্মী। আহত দমকল কর্মীর নাম-মুরালীলাল। তাঁকে উদ্ধার করে সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরে দমকল কর্মীদের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন।

সাধারণের সুবিধার্থে উদ্যোগ, স্বাস্থ্যবিধি মেনে ৮৪ রুটে নামল ১৬৩টি বাস

দুর্গাপুর, ২৭ মে (হি.স.): দেশেজুড়ে চলছে চতুর্থ পর্যায়ের লকডাউন। হু হু করে বাড়ছে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা। তার মধ্যেও শিথিল করা হয়েছে বেশ কিছু বিধিনিষেধ। স্বাস্থ্য বিধি মেনে খুলছে দোকানপাট, শিল্প-কারখানা। মানুষের সুবিধার্থে এবার শুরু হল সরকারি বাস পরিষেবা। বুধবার থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পর্যায়ক্রমে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাস নামল রাস্তায়। প্রসঙ্গত, গত ২৪ মার্চ থেকে নভেল করোনার সংক্রামক রুখতে দেশজুড়ে লকডাউন জারি হয়। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে বন্ধ হয়ে যায় দোকান বাজার, কলকারখানা, পরিবহন ব্যাবস্থা। এখন লকডাউনের চতুর্থ পর্যায় চলছে। তারমধ্যে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে বেশ কিছুক্ষেত্রে লকডাউন শিথিল করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে খুলছে দোকান। নির্দিষ্ট সংখ্যায় শ্রমিক কর্মচারী নিয়ে চালু হচ্ছে কলকারখানা। দোকান বাজার, শিল্পকারখানা খুললেও শ্রমিক, কর্মীদের যাতায়াতের সমস্যা তৈরী হয়েছে। এবার সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে বুধবার থেকে সরকারি নির্দেশ মেনে চালু হল দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার (এসবিএসটিসি) বাস পরিষেবা। সংস্থার সূত্রে খবর, ভোর ৫টা থেকে দুপুর ২টা ও দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দুটি পর্যায়ে আপতত চালু হচ্ছে পরিষেবা। কলকাতা, হাওড়া, সিউড়ি, বর্ধমান, আসানসোল, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দীঘা-সহ মোট ৮৪ রুটে ১৬৩ টি বাস নামানো হয়েছে। ভাড়া অপরিবর্তিত। পুরোনো ভাড়াই থাকছে। এসবিএসটিসির এমডি গোদালা কিরন কুমার জানান,' সমস্ত বাস স্যানিটাইজেশন করা হচ্ছে। সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে ২০ জনের মধ্যে অর্থাৎ ৫০ শতাংশ সিটিং ক্যাপাসিটি যাত্রী চাপানো হবে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাত্রীদের মুখে মাস্ক বাঁধতে হবে। একই সঙ্গে বাসে ওঠার আগে যাত্রী স্যানিটাইজ ব্যাবস্থা রাখা হয়েছে।' তিনি আরও বলেন,' এদিন বাস পরিষেবায় দুপুর পর্যন্ত ভাল সাড়া পাওয়া গেছে।'

করোনা ভাইরাস একদিনের পরীক্ষায় শনাক্ত ১৫৪১, মৃত্যু ২২

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,মে ২৭।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত আরও এক হাজার ৫৪১ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৩৮ হাজার ২৯২ জনে দাঁড়াল। একই সময়ে মারা গেছেন আরও ২২ জন। এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ৫৪৪ জন।

বুধবার দুপুর আড়াইটার দিকে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে অনলাইনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দৈনন্দিন স্বাস্থ্য বুলেটিনে এ তথ্য জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৮ হাজার ১৫টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে এক হাজার ৫৪১ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছেন ৩৮ হাজার ২৯২ জন। মারা গেছেন আরও ২২ জন। তাদের মধ্যে ২০ জন পুরুষ ও দুজন নারী। দেশের এখন পর্যন্ত করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৫৪৪ জন।তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন আরও ৩৪৬ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন সাত হাজার ৯২৫ জন। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত দুই লাখ ৬৬ হাজার ৪৫৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় বলে জানায় সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)। আর ১৮ মার্চ প্রথম একজনের মৃত্যুর সংবাদ জানানো হয়।

বিএনপির রাজনীতি এখন 'আইসোলেশনে' থাকে : সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,মে ২৭।। বিএনপির রাজনীতি এখন 'আইসোলেশনে' থাকে উল্লেখ করে বুধবার দলটির সমালোচনা করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।তিনি বলেন,যেকোনো দুর্যোগে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করাই হলো বিএনপির রাজনীতি। নিজ সরকারি বাসভবনে সমসাময়িক বিষয়ে ব্রিফিংকালে এসব কথা বলেন কাদের।শেখ হাসিনা সরকার দক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে আলোচনা করেই জীবন ও জীবিকার ভারসাম্য তৈরি করার চেষ্টা করছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, লকডাউনের নামে জনগণের জীবনকে স্তব্ধ করার পাশাপাশি জীবিকা রুদ্ধ করে অর্থনৈতিক স্থবিরতা সৃষ্টির অপকৌশলই বিএনপির মনের কথা।মন্ত্রী বলেন,মির্জা ফখরুল সমন্বয়হীনতার কথা বলে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট না করে বরাবরের মতো কথামালার চাতুরি দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছেন।এসময় সকলকে কঠোরভাবে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা এবং ঘরে থাকার আহ্বান জানান সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা মান্না

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,মে ২৭।। বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের অন্যতম শীর্ষ নেতা, নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না।

মঙ্গলবার রাত আটটায় খালেদা জিয়ার গুলশানের বাসা 'ফিরোজা'য় যান মান্না। সেখানে প্রায় পৌনে একঘণ্টা কথা বলেন তারা।

জানতে চাইলে মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, ওনাকে (খালেদা জিয়া) ঈদের শুভেচ্ছা জানাতে এবং তার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতে গিয়েছিলাম। সেখানে প্রায় ৪০ মিনিটের মতো ওনার সঙ্গে কথা হয়েছে।খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের অবস্থা কেমন দেখলেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, মানসিকভাবেও তিনি ভালো আছেন। তবে তিনি ঠিকভাবে খাওয়া-দাওয়া করতে পারছেন না। ঈদের দিন নাকি সামান্য জাও ভাত খেয়েছেন বলে তিনি আমাকে জানিয়েছেন। আর ওনার হাতের আঙ্গুল সেভাবে নাড়াতে পারেন না, দাঁড়াতে পারেন না।

বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে খালেদা জিয়া কিছু বলছেন কিনা জানতে চাইলে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের এ শীর্ষ নেতা বলেন, না তেমন কিছু বলেননি।তবে তিনি সবার খোঁজ খবর নিয়েছেন। আর এই মহামারীতে দেশবাসীকে ধৈর্য ধারণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।এর আগে ঈদের দিন রাতে বেগম জিয়ার সঙ্গে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্যরা সাক্ষাৎ করেন।

জামাইষষ্ঠীর চেনা ছবি উধাও নিয়ম রক্ষায় মূল লক্ষ্য

কলকাতা, ২৭ মে (হি. স.): করোনা ও আমফান জেরে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ। তবে এর মধ্যেই পঞ্জিকার নিয়ম মেনে একের পর এক উৎসব এসেছে ও গিয়েছে অক্ষয় তৃতীয়া, পয়লা বৈশাখ, রামনবমী, শিবরাত্রি, ঈদ- উল- ফিতরের মতো উৎসব।এবার পালা জামাইষষ্ঠীর। বাঙালি জামাইরা এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। শ্বশুরবাড়ির স্নেহ, ভালবাসায় পরিবেশ মুগ্ধ করে প্রতিটি জামাইকে। কিন্তু এবার উৎসব ও আনন্দের রঙ অনেকটাই মলিন। লকডাউন শিথিল হলেও যান চলাচল স্বাভাবিক না হওয়ার জন্য শ্বশুরবাড়ি যেতে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে জামাইদের।

হাতে মিষ্টির হাঁড়ি ও উপহার সামগ্রী নিয়ে শান্ত মনে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার যে ছবি দেখা যেত এবার হয়তো তা দেখা যাবে না। হুগলি ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি কলেজের ফিন্যান্স অফিসার রাজশেখর ভট্টাচার্যের বিয়ে হয়েছে মাত্র আড়াই মাস। এটাই তার প্রথম জামাইষষ্ঠী। তার বাড়ি হুগলী জেলার চন্দননগরে।শ্বশুরবাড়ি হাওড়ার বাগনান। ফলে লকডাউন পরিস্থিতিতে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় যেতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে তাকে। তাই গাড়ি ভাড়া করে তাকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হচ্ছে।অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য একদিন আগেই শ্বশুরবাড়ি যাবে সে। রাজশেখরের কথায় ট্রেন চললে এই অসুবিধার মুখোমুখি হতে হতো না। অনেকটা ফুরফুরে মনেই যাওয়া যেত।এমনকি কেনাকাটা করতে অসুবিধা হয়েছে।

একই কথা শোনা গেল বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত হুগলি জেলার উত্তরপাড়ার বাসিন্দা সুমন্ত রায়ের গলায়।

তার শ্বশুরবাড়ি হুগলির চুঁচুড়াতে হলেও গণপরিবহন ব্যবস্থা স্বাভাবিক না হওয়ায় গাড়ি ভাড়া করে যেতে হচ্ছে জামাইষষ্ঠী করতে। কেনাকাটার সময়ও পড়তে হচ্ছে দুর্ভোগের মুখে। বেশিরভাগ দোকান বন্ধ ও স্টক কম থাকার কারণে দোকানদার যা দিচ্ছে তাই কিনতে হচ্ছে।জামাইষষ্ঠীর সময় সামাজিক দূরত্ব কিভাবে বজায় থাকবে তা নিয়ে সন্দিহান সুমন্ত। এটাই তার প্রথম জামাইষষ্ঠী.

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঘুটিয়ারি শরিফের বাসিন্দা বছর ৪৮ বিপ্লব কুন্ডু পেশায় কলকাতার একটি বেসরকারি সংস্থা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। সম্প্রতি আমফানে তার ঘরের চালা উড়ে গিয়েছে।এক সপ্তাহ কেটে গেলেও এখনো বিদ্যুৎ সংযোগ আসেনি। মাস মাইনে অনিয়মিত। এমন পরিস্থিতিতে জামাইষষ্ঠী করতে শ্বশুরবাড়ি যাবার ইচ্ছে নেই তার। ট্রেন ও গণপরিবহন ব্যবস্থার স্বাভাবিক না হওয়ায় ক্যানিং-এ তার শ্বশুরবাড়ি যেতে মন চাইছে না। বিপ্লব বাবুর কথায় প্রায় আড়াই ঘণ্টা সাইকেল চালিয়ে এই বয়সে জামাইষষ্ঠী করতে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।জামাইষষ্ঠীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে মিষ্টি। কিন্তু এবার যেন মিষ্টির দোকানগুলোতে আগের সেই ছবি ধরা পড়ছে না।প্রখ্যাত মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক সংস্থা ফেলু মোদকের তরফ থেকে বৈদ্যনাথ দে জানিয়েছেন, এবারের পরিস্থিতি একেবারে আলাদা। জামাইষষ্ঠীর দিনও তার পরিবর্তন হবার কোন সম্ভাবনা নেই।প্রতিবার এই উৎসব উপলক্ষে বিশেষ মিষ্টি তৈরি করা হয়।কিন্তু এবার চাহিদা না থাকায় তুলনায় কম মিষ্টি প্রস্তুত করা হচ্ছে।এখন যে পরিমাণ ক্রেতা আসছে তা মাত্র ১৫ শতাংশ।পাশাপাশি প্রশাসনে নির্দেশিকা মেনে সন্ধ্যা ৬ টার পর মিষ্টির দোকান খোলা রাখা যাচ্ছে। কিন্তু ওই সময়টাই টাটকা মিষ্টির চাহিদা বেশি থাকে। বলরাম মল্লিক রাধারমণ মল্লিক তরফ থেকে জানানো হয়েছে মোটামুটি ভালই বিক্রি হচ্ছে।

অন্যান্য সময় নামিদামি রেস্তোরাঁ থেকে খাবার আনিয়ে জামাই বরণ করার দৃশ্য প্রতিবার দেখা যায়। কিন্তু এবার সেই দৃশ্য দেখা যাবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ দানা বেঁধেছে।

জোমাটো তে কর্মরত এক কর্মী সঞ্জীব ঘোষ জানান, আগেরবার দম ফেলার সময় ছিল না এত অর্ডার হয়েছিল। কিন্তু এবারের ছবিটা আলাদা। এবার অর্ডার একেবারে হবে না বলেই আশা করা যাচ্ছে। কিন্তু যদি অর্ডার হয় তাহলে হয়তো সে ক্ষেত্রে মিষ্টির অর্ডার আসতে পারে কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খাবারের দোকানগুলো বন্ধ। তাই মিষ্টির দোকান খোলা থাকায় টুকটাক মিষ্টির অর্ডার আসতে পারে। উল্লেখ করা যেতে লকডাউন শিথিল হলেও গণপরিবহন ব্যবস্থা এখনো স্বাভাবিক হয়নি। শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চললেও লোকাল ট্রেন এখনো চলছে না। ভাড়া বাড়ানোর দাবি না মেনে নেওয়ায় বাসও কয়েকটি জেলায় চলছে না দূর্ভোগে পড়েছে সাধারণ মানুষ। তাই জামাইষষ্ঠী এবার অনেকটাই ফিকে।

পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্ত বেড়ে ৫৯,৮৫০, মৃত্যু ১,২৩১ জনের

ইসলামাবাদ, ২৭ মে (হি.স.): পাকিস্তানে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী ও মৃত্যুর সংখ্যা। ২৭ মে, বুধবার দুপুর ২.১০ মিনিট পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৫৯,৮৫০-এ পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ২১,১১৮ জন, সিন্ধু প্রদেশে ২৪,২০৬ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৮,২৫৯, বালোচিস্তানে ৩,৫৩৬, ইসলামাবাদে ১,৮৭৯,

ছয়ের পাতায়

ট্রাকের পিছনে ধাক্কা গাড়ির, উত্তর প্রদেশে মৃত্যু মা ও দুই ছেলের

এটাহ (উত্তর প্রদেশ), ২৭ মে (হি.স.): উত্তর প্রদেশের এটাহ জেলায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারল একটি গাড়ি। গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের সদস্য ৩ জনের। এছাড়াও ৫ জন আহত হয়েছেন। বুধবার ভোররাত তিনটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বাকেওয়ার থানার অন্তর্গত পরশুপুরা গ্রামের কাছে ২ নম্বর জাতীয় সড়কে। মৃতদের নাম হল-রেখা দেবী (৪০), তাঁর দুই ছেলে পঙ্কজ (১৮) ও বান্টি (১৩)। তাঁদের বাড়ি ছত্তিশগড়ের রাজনন্দগাঁও জেলায়।

এটাহ এসএসপি অশোক তোমার জানিয়েছেন, এটাহ জেলার কাশগঞ্জে বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছিলেন তাঁরা। বুধবার ভোররাত তিনটে নাগাদ বাকেওয়ার থানার অন্তর্গত পরশুপুরা গ্রামের কাছে ২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজন মহিলা ও তাঁর দুই ছেলের। আহত অবস্থায় ৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিধানসভর বিরোধী দলনেতাদের ডেকে মিটিং করা উচিত ছিল”:সোমেন মিত্র

কলকাতা, ২৭ মে (হি স): গত বুধবার অর্থাৎ এক সপ্তাহ আগে আজকের দিনে বাংলার উপর প্রবলবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড় আমফান।আমফানের দাপটে বিধ্বস্ত কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলা। এরই মাঝে আজ বুধবার এক ভিডিও বার্তায় ”বিধানসভর বিরোধী দলনেতাদের ডেকে মিটিং করা উচিত ছিল” বলে রাজ্যের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র।

এই প্রসঙ্গে সোমেন বাবু বলেন,” আমফানের দাপটে বহু চাষের জমি নষ্ট হয়েছে। বহু গ্রামে বাঁধ ভেঙে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন কাউকে রাজনীতি না করতে।কিন্তু উনি নিজেই রাজনীতি করছেন।এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর উচিত ছিল বিধানসভায় যে বিরোধী দলনেতা দুজন আছে। তাদেরকে ডেকে মিটিং করা। কিন্তু রাজ্য সরকার তা না করে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কন্টোলরুমে দায়িত্ব নিলেন কিন্তু কন্টোল করতে পারলেন না। লক্ষ লক্ষ মানুষ বিপর্যস্ত ”।

পাঁচ সংক্রমিত রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের নজরদারিতে বিশেষ টাস্কফোর্স মমতার

কলকাতা, ২৭ মে (হি. স.): পরিযায়ী শ্রমিকরা ভিন রাজ্য থেকে আসার ফলে রাজ্যের সংক্রমণ বেড়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নবান্নে এক প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী পাঁচটি সংক্রমিত রাজ্যের নাম উল্লেখ করে জানান এই রাজ্য থেকে যে সমস্ত শ্রমিকরা আসবেন তাদের নজরদারিতে তৈরি হবে বিশেষ টাস্কফোর্স।

মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, দিল্লি ও চেন্নাই থেকে যে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকরা আসবেন তাদের সরকারি কোয়ারেন্টাইন বিশেষ নজরদারিতে রাখা হবে। এ কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই পাঁচ রাজ্য থেকে যে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকরা আসবেন তাদের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইন রাখা হবে। স্কুলগুলিতে কোয়ারেন্টাইন তৈরি করে সেখানে এই শ্রমিকদের রাখা হবে। ১৪ দিন নজরদারি চালানোর পর তাদের লালারসের নমুনা পরীক্ষা করা হবে। এরপর যাদের রিপোর্ট নেগেটিভ আসবে তাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং বাকিদের পরবর্তী প্রয়োজনমতো চিকিৎসা করা হবে।'

এই পুরো নজরদারির বিষয়টি চালানোর জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠনের কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, 'রাজ্যে করোনা পুরো কন্টোলে করে দিয়েছিলাম। এদিকে এত লোক এলে মুশকিল। যারা আসছে তাদের ২৫ শতাংশও আক্রান্ত থাকলেও রাজ্যে আক্রান্তের হার অনেক বেড়ে যাবে। সবাইকে সরকারি একান্তবাসে রাখা সম্ভব নয় তাই জেলা শাসকের নির্দেশে একটি টাস্কফোর্স গঠিত হবে। এই টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে থাকবে বিডিও, পুলিশের আইসি, স্বাস্থ্য দফতর এর সদস্য, পঞ্চায়েত জেলা পরিষদের সদস্য এবং স্থানীয় বিধায়ক।'

মুখ্যমন্ত্রী টাস্কফোর্সকে অতি দ্রুত কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, সন্ধানী অ্যাপের মাধ্যমে ওই ৫ রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের বিশেষ নজরদারিতে রাখতে হবে। বাড়ির লোক ওই পাঁচ রাজ্যের শ্রমিকদের খাবার পাঠাতে চায় তাহলে সে ক্ষেত্রে খাবার বাড়ির লোকের তরফ থেকে নেওয়া যাবে কিন্তু সে ক্ষেত্রে অবলম্বন করতে হবে নিরাপত্তা। একান্তবাসে পাঁচটা টেবিল রাখা থাকবে সেই টেবিলে বাড়ির লোকেরা খাবার রেখে যাবেন। রাখতে হবে বাড়ির লোকদের যাতে কোনোভাবেই সংক্রমণ না ছড়ায়।

মৃত্যু ১,২৩১ জনের

পাচের পাতার পর

গিলগিট-বালতিস্তানে ৬৩০, আজাদ কাশ্মীরে ২১৪।

সংক্রমণের পাশাপাশি মৃত্যুও ঠেকানো যাচ্ছে না পাকিস্তানে। বুধবার দুপুর পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১,২৩১ জনের। পাক স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, সিন্ধু প্রদেশে ৩৮০ জন প্রাণ হারিয়েছেন, পঞ্জাবে ৩৬২, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৪১৬, বালোচিস্তানে ৪২, ইসলামাবাদে ১৮, গিলগিট-বালতিস্তানে ৯ জন এবং আজাদ কাশ্মীরে ৪ জন মারা গিয়েছেন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মিথ্যে ছড়াবেন না রাহুল, লকডাউন নিয়ে বিশ্বের পরিসংখ্যান দেখে কথা বলুন : রবিশঙ্কর প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ২৭ মে (হি.স.): লকডাউন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। এবার রাহুলকে পাল্টা আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, মিথ্যে ছড়াবেন না রাহুল, লকডাউন নিয়েছে বিশ্বের পরিসংখ্যান দেখে কথা বলুন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায়, সর্বপ্রথম পঞ্জাবে লকডাউন ঘোষণা করা হয়, তারপর রাজস্থান। এখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেশের মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকের প্রাক্কালে মহারাষ্ট্র এবং পঞ্জাব, এই দুই রাজ্যই সর্বপ্রথম ৩১ মে পর্যন্ত লকডাউন বাড়িয়েছে। রাহুলকে কটাক্ষ করে রবিশঙ্কর বলেছেন, রাহুল গান্ধী জি, আপনি বলছেন লকডাউন কোনও সমাধান নয়, তাহলে কেন নিজেদের মুখ্যমন্ত্রীদেরই একথা বলছেন না? অথবা তাঁরা কী আপনার কথা শুনছেন না, নাকি আপনার মতামতকে তাঁরা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাই মিথ্যে ছড়াবেন না, লকডাউন নিয়েছে বিশ্বের পরিসংখ্যান দেখে তবেই কথা বলুন।

রাজনৈতিক অঙ্গুলিহেলনে বিদ্যুৎ সরবরাহে দেরির অভিযোগ

কলকাতা, ২৭ মে (হি. স.): 'আমার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যদি তৃণমূলের মন্ত্রী, বিধায়ক, কাউন্সিলর এবং পাড়ার দাদারা সিইএসসি-র কাজে হস্তক্ষেপ না করতেন, সিইএসসিকে নিজের মত কাজ করতে দেওয়া হত, তা হলে মানুষের এত দুর্ভোগ হত না।' গত ক”দিন কাছ থেকে বিভিন্ন স্থানে সিইএসসি-র বিদ্যুৎ সংযোগ ফিরিয়ে আনার কাজ খতিয়ে এই মন্তব্য করেছেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক দেবদূত ঘোষঠাকুর। একটি নামী পত্রিকার সদ্য-বিদায়ী সিনিয়র এডিটর দেবদূত দীর্ঘদিন ”পাওয়ার বিট”-এর সাংবাদিকতা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, “আমি নিজের একটা সমস্যার জন্য গত সাতদিন সিইএসসি-র বিভিন্ন পর্যায়ের লোকের সঙ্গে কথা বলেছি। সবাই একটা কথাই বলেছেন, 'আমরা জানি কোন পয়েন্ট থেকে কাজ শুরু করলে তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান করা যাবে। কিন্তু সেটা আমাদের করতে দিলে তো? ”” নিজেদের পছন্দের জায়গা থেকে সিইএসসি কর্মীদের কাজ শুরু করেছেন নেতারা। কয়েকটি ক্ষেত্রে এই জন্যই পুরো কাজ ঘেঁটে গিয়েছে। “বাঁশদ্রোনী, সার্ভে পার্ক, পঞ্চসায়র, কসবা, মুকুন্দপুর, সরসুনায় আমি ঘটাস্থলে দাঁড়িয়ে গোটা বিষয়টা প্রত্য করেছি। অনেক ক্ষেত্রে বাইকবাহিনী সিইএসসি-র কর্মীদের এমন পয়েন্ট থেকে কাজ শুরু করতে বলেছেন যেখানে এসে কাজ শেষ হওয়ার কথা। ফলে একবারে যে কাজটা করা যায়, সেটা চারবারে হয়েছে। এতে সময় লেগেছে বেশি, খরচও হয়েছে দ্বি-গুণ থেকে তিনগুন। নেতাদের পছন্দসই লোকেদের লাইন আগে ঠিক করতে গিয়ে সব গোলমাল পাকিয়ে গিয়েছে।“ প্রভাবশালীদের মন রাখতে গিয়ে রাজনৈতিক নেতারা কী ভাবে আমজনতাকে অবর্ণনীয় কষ্টে ফেলেন তার এক নগ্ন চেহারা প্রকাশিত হল দক্ষিণ শহরতলির সার্ভে পার্কে। টানা পাঁচদিন বিদ্যুৎবিহীন থাকার পরে ওই এলাকায় অস্থায়ী ভাবে বিদ্যুৎ আসে মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। রাত একটায় লোকেদের ঘুম ভেঙে যায় গরমে।তাঁরা দেখেন বিদ্যুৎ চলে গিয়েছে। বাইরে বেরিয়ে আসেন মানুষ।দেখেন, লাইটপোস্টে কাজ করছেন বিদ্যুৎ কর্মীরা। তাঁরাই বন্ধ করেছেন বিদ্যুৎ। সেখানে দাঁড়িয়ে সার্ভে পার্ক থানার পুলিশ ও। বিদ্যুৎ কেন বন্ধ হল। জবাব শুনে তাজ্জব মানুষ। উপর থেকে নির্দেশ, যে করেই হোক একটি বাড়িতে রাতের মধ্যে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতেই হবে, তাঁরা সেই কাজ করছেন- জবাব বিদ্যুৎ কর্মীদের।কী সেই ঠিকানা? পাড়ার মানুষ যখন জলের যখন জলের খোঁজে হা পিত্যেশ করছেন, তখন ওই ঠিকানায় ঘর ঘর করে চলেছে বাড়ির বাইরে ট্রাকে চাপানো বিশাল জেনারেটর। পাড়ার কোনও মানুষকে এক ফেঁটা জলও দেয়নি ওই ঠিকানা। ভিতরে এসি চলেছে, পাম্প চালিয়ে জল তোলার শব্দ শুনে প্রতিবেশীরা চাতক পাখীর মতো চেয়ে থেকেছেন। দরজা খোলেনি। সেই ঠিকানা তো কোনও অসুবিধায় পড়েনি এই ছয় দিন। যাঁরা এত দিন কষ্টে ছিলেন তাঁদের সঙ্গে এই অমানবিক আচরণ কেন? গর্জে উঠল পাড়া। রাজ্য সরকারের উপরতলার সঙ্গে ওঠাবসা থাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে কি এমন রসিকতা করা যেতে পারে? পুলিশ অফিসারেররা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে। সপ্তম দিনের ঘুমটারও অকাল মৃত্যু ঘটাল ওই ঠিকানা।

৩দ্র জুন পর্যন্ত রাজ্যে বন্ধ স্কুল, ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

কলকাতা, ২৭ মে (হি স):করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে চতুর্থ দফার লকডাউন।লকডাউনের জেরে ইতিমধ্যেই বন্ধ করা হয়েছে রাজ্যের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। করোনা আতঙ্কের মাঝেই বাংলায় তাণ্ডব দেখিয়ে গিয়েছে আমফান। আর যার জেরে বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে ৩দ্র জুন পর্যন্ত রাজ্যে স্কুল বন্ধ রাখার ঘোষণা করলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রী বলেন,” আগে ছিল করোনা সংক্রান্ত বিষয়। এখন এই আমফানের বীভৎসতায় বিভিন্ন জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমাদের প্রাথমিকভাবে কয়েক হাজার স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।কোথাও টয়লেট ভেঙে গেছে কোথাও মিডডে মিলের যে কিচেন তা নষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে প্রতিদিনই খোঁজ নিয়ে চলেছি।পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকরা। আমাদের রাজ্যে আসছে। তাদের রাখার ব্যবস্থা করা।আইসোলেশন সেন্টার তৈরি করা অ্যাডিশনাল কাজগুলো স্কুলের মধ্যে এসে গেছে।তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যাবস্থা ৩০ জুন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে”।

“চার্জশিট ” বিজেপির

তিনের পাতার পর

হাসপাতালে। বর্তমানে সে চিকিৎসাধীন। ভাগ্যিস মা ও দিদা ঘটনা দেখে ফেলায় অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে ছাত্রীটি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ছেলেমেয়েরা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে সামান্য গালমন্দ করলেই অভিমান করে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা রীতিমতো উদ্বেগজনক। প্রকৃতপক্ষে ওটা সমাজব্যবস্থায় যেন পাল্টে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। শিক্ষাঙ্গণে যেমন ছেলে-মেয়েদের ওপর কোনো ধরনের নির্যাতন বা মারপিট করা যাবেনা ঠিক তেমনি বাড়িঘরেও একই ধরনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ছেলে মেয়েদের উপর শাসন বারণ করার মতো বিষয় ক্রমে ক্রমে হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। শুধুমাত্র স্নেহ ভালোবাসা আদর দিয়ে কিভাবে এদের ভবিষ্যত গড়ে তোলা যায় তা নিয়ে রীতিমত দুঃচিন্তায় অভিভাবক মহল।

বিশেষজ্ঞদের চোখে সম্ভাবনা

তিনের পাতার পর

সিইএসসি-র বিদ্যুৎক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা ও পারদর্শীতা জাতীয় ক্ষেত্রে স্বীকৃত।কলকাতা ছাড়াও অন্য নামে এঁদের দিল্লি, মহারাষ্ট্র, রাজস্থানে বিদ্যুৎ সংস্থা রয়েছে। করোনা-জনিত লোকাভাব এবারের পরিষেবায় মার খাওয়ার একটা কারণ সন্দেহ নেই। তবে ওড়িশায় ফনীর বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে আমপানে আরও বাড়তি সতর্কতা নেওয়া দরকার ছিল। সেনাদের সাহায্য আরও আগে নেওয়া যেত। '

দেবাশিসবাবু এবং নিখিলবাবু দুজনই মনে করেন, প্রতিযোগী সংস্থার চেয়ে বেশি ভাবা দরকার ভবিষ্যতে যাতে বিপর্যয়ে মানুষকে এমন কষ্ট ভোগ করতে না হয়। এবার রেস্টোরেশনের কাজে কোথায়, কেন, কতটা কী ধরণের অসুবিধা হয়েছে তার বিস্তারিত সমীক্ষা এবং সমাধানের রূপরেখা তৈরিটা ভীষণ দরকার।

আমফান ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সহ বিভিন্ন দাবিতে বামপন্থীদের বিক্ষোভ

বাঁকুড়া, ২৭ মে (হি. স.): আমফান ঝড়কে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণ, ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ, লক ডাউনের সুযোগে ”ঘন্টার পরিবর্তে ১২ ঘন্টা কাজ করানোর প্রতিবাদ সহ বিভিন্ন দাবিতে বামপন্থী কৃষক সংগঠনের যৌথ মঞ্চ এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে সারা রাজ্যের সাথে বাঁকুড়া জেলাজুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। ধলডাঙ্গা, ছাতনা, মাকুড়গ্রামে লকডাউনের নিয়ম মেনে মিছিল ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। ধলডাঙায় বক্তব্য রাখেন সিটু জেলা নেতা প্রতীপ মুখার্জি, সিপিআইএমএল লিবারেশন এর কৃষক সংগঠন এ আই কে এম নেতা বাবলু ব্যানার্জি, অগ্রগামী কিষাণ সভার নেতা শ্যামাপদ ডাঙ্গর, সি পি আই এর কৃষক নেতা জয় হালদার। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন এ আই কে এস নেতা যদুনাথ রায়। মাকুড়গ্রামে রাখেন এ আই কে এম নেতা বাবলু ব্যানার্জি।বিক্ষোভ কর্মসূচিতে দাবি দাবী জানানো হয় আমফান ঝড় কে জাতীয় বিপর্যয় হিসেবে ঘোষণা করতে হবে, আমফান ঝড় ও লকডাউনে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের একর প্রতি ২৫০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন তুলে দিয়ে কালোবাজারি ও মজুতদারিকে বৈধ করা চলবে না, চুক্তি চাষের নামে চাষের জমি বড় বড় ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া চলবে না, লকডাউনে কাজ হারা সব গরিব মানুষদের মাসে ১০ হাজার টাকা লকডাউন ভাতা দিতে হবে, লকডাউনের সুযোগ নিয়ে শ্রম আইনগুলো বাতিল করা চলবে না, লকডাউনের সুযোগে ৮ ঘন্টার কাজ কে ১২ ঘন্টা করা চলবে না।এদিন বিষ্ণুপুর, বড়জোড়া, তালডাংরা, হিড়বাঁধ সহ বিভিন্ন জায়গাতেও এই কর্মসূচি পালিত হয়।

প্রচুর

● প্রথম পাতার পর

প্রশাসনের উদ্যোগে ওই গাছ সরানো হয়েছে। হেজামারায় ১১টি পরিবার বাড়িঘর সহ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এদিকে, ধলাই জেলার দুর্গচৌমুহনীতে দুটি গ্রাম ও চৌদ্দটি পরিবার বাড়িঘর সমেত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একইভাবে সালেমাতে পাঁচটি গ্রাম ও ৫০টি পরিবার ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ওই জেলায় লংতরাইভ্যালীর মনুতে দুটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া আমবাসায় একটি গ্রাম ও একটি পরিবার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এদিন, ঝড়ে খোয়াই জেলায় পুর পরিষদ এলাকায় একটি গ্রাম ও পাঁচটি পরিবার, পদ্মবিলে দুইটি গ্রাম ও তিনটি পরিবার এবং তুলাশিখরে একটি গ্রাম ও চারটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঊনকোটি জেলায় কুমারঘাটে একটি বাড়ি ভূমিধসে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তেমনি দক্ষিণ জেলায় বিলোনীয়া মহকুমায় ঋষ্যমুখে একটি গ্রাম ও একটি পরিবার এবং রাজনগরে দুইটি গ্রাম ও দুটি পরিবার ও সাব্রুমে চারটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গোমতী জেলার উদয়পুরে কিল্লায় একটি গ্রাম ও তিনটি পরিবার, মাতাবাড়ি এলাকায় দুটি গ্রাম ও চারটি পরিবার, অমরপুরের দুটি গ্রাম ও ছয়টি পরিবার ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ওই জেলায় অম্পিতে গাছ ভেঙে পড়ে এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। এছাড়া হরিপুর এসবি স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিদ্যুতের খুঁটি এবং একটি বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তেমনি করবুকে বিদ্যুতের আটটি খুঁটি ভেঙে পড়েছে। এদিনের ঝড়ে সিপাহীজলা জেলাতেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ওই জেলায় সোনামুড়া মহকুমার বক্সনগরে তিনটি গ্রাম ও সাতটি পরিবার, কাঁঠালিয়ায় দুটি গ্রাম ও পাঁচটি পরিবার, মোহনভোগে একটি গ্রাম ও তিনটি পরিবার, নলছড়ে একটি গ্রাম ও সাতটি পরিবার এবং জম্পুইজেলায় সবচেয়ে অধিক নয়টি গ্রাম ও পয়ত্রিশটি পরিবারের সাথে রাবার বাগান এবং বিদ্যুতের খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দেশি বিমান

● প্রথম পাতার পর

প্রজন্মের ল্যাজবিহীন যৌগিক ডেল্টা উইং বিমান। বিমানটি ফ্লাই বাই ওয়্যার ফ্লাইট কন্টোল সিস্টেম, ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল এভিওনিক্স, মাল্টিমোড রাডার সহ সজ্জিত চতুর্থ প্রজন্মের সুপারসনিক যুদ্ধবিমানের গ্রুপের মধ্যে সবচেয়ে হালকা এবং সবচেয়ে ছোট। ভারতে তৈরি এলসিএ তেজস ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ সালে পরিচালনার চূড়ান্ত ছাড়পত্র পেয়েছিল এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বিমান বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তৎকালীন সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত বেঙ্গালুরুতে অ্যারো ইন্ডিয়া -২০১৭ অনুষ্ঠানের সময় স্বল্প উড়ানে দেশীয় যুদ্ধবিমান পরিদর্শন করেছিলেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে বেঙ্গালুরুতে দেশীয় প্রযুক্তিতে উন্নত এই যুদ্ধবিমান তেজসেও উড়েছিলেন।

১৮ স্কোয়াড্রন-র গঠন ১৫ এপ্রিল ১৯৬৫ সালে ”তীক্ষ্ণ এবং নির্ভয়” অর্থাত”সুইফ অ্যান্ড ফিয়ারলেস” মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে গঠিত হয়েছিল। এয়ার ফোর্সের এই স্কোয়াড্রন ১৫ এপ্রিল, ২০১৬-র পূর্বে মিগ -২৭ বিমান চালিয়েছে। এই স্কোয়াড্রনটি চলতি বছরের ১ এপ্রিল সুলুরে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। এই স্কোয়াড্রন পাকিস্তানের সাথে একাত্তরের যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল। স্কোয়াড্রনের ফ্লাইং অফিসার নির্মল জিত সিং সাখো-কে মরণোত্তর পরম বীরচক্র দিয়ে সর্বোচ্চ বীরত্বের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই স্কোয়াড্রন শ্রীনগরে ”কাশ্মীর উপত্যকার ডিফেন্ডারস”-র প্রথম গ্রাউন্ড তৈরি ও পরিচালনা করেছিল।

দেশে

● প্রথম পাতার পর

পঞ্জাবে ৪০ জন, রাজস্থানে ১৭০ জনের, তামিলনাড়ুতে ১২৭ জন, তেলেঙ্গানায় ৫৭ জন, উত্তরাখণ্ডে ৪ জন, উত্তর প্রদেশে ১৭০ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ২৮৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

মহারাষ্ট্রের করোনা-পরিস্থিতি সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে। মহারাষ্ট্রে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৫৪, ৭৫৮, দিল্লিতে ১৪,৪৬৫, তামিলনাড়ুতে ১৭,৭২৮, অন্ধ্রপ্রদেশে ৩১৭১ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৩ জন (প্রত্যেকেই সুস্থ) অরুণাচল প্রদেশে দু”জন, অসমে ৬১৬ জন, বিহারে ২৯৮৪ জন, চন্ডীগড়ে ২৬৬ জন, ছত্তিশগড়ে ৩৬১ জন, দাদর নগর হাভেলিতে দু”জন, গোয়ায় ৬৭ জন (সুস্থ ২৮ জন), গুজরাটে ১৪,৮২১ জন, হরিয়ানায় ১৩০৫ জন, হিমাচল প্রদেশে ২৪৭ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ১৭৫৯ জন, ঝাড়খণ্ডে ৪২৬ জন, কেরলে ৯৬৩, কর্ণাটকে সংক্রমিত ২২৮৩ জন, লাদাখে ৫৩ জন, মধ্যপ্রদেশে ৭০২৪ জন, মণিপুরে ৩৯ জন (৪ জন সুস্থ), মেঘালয় ১৫ জন, মিজোরামে একজন, নাগাল্যান্ডে ৪ জন, ওড়িশায় ১৫১৭ জন, পুদুচেরিতে ৪৬ জন, পঞ্জাবে ২১০৬ জন, রাজস্থানে ৭৫৩৬ জন, সিকিম একজন, তেলেঙ্গানায় ১৯৯১ জন, ত্রিপুরায় ২০৭ জন, উত্তরাখণ্ডে ৪০১ জন, উত্তর প্রদেশে ৬৫৪৮ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪০১৩ জন।

বিদ্যুৎ

● প্রথম পাতার পর

রাতের মধ্যে রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যাবে। মন্ত্রী শ্রী দেববর্মণ বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার কাজে সকল শ্রেণীর নাগরিকদেরও সহযোগিতার আবেদন জানান।

আইএমডি

পাচের পাতার পর

কারণে আগামী ২৪ ঘন্টা তীব্র দাবদাহ বজায় থাকবে। আইএমডি জানিয়েছে, হরিয়ানা, চন্ডীগড়, দিল্লি, পশ্চিম উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং পূর্ব রাজস্থানে গরমের দাপট থাকবে। এছাড়াও পঞ্জাব, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, মধ্য মহারাষ্ট্র, মারাঠাওয়াড়া, তেলেঙ্গানা ও উত্তর অভ্যন্তরীন কর্ণাটক গরমের দাপট থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রী সকাশে ত্রিপুরা নিউজপেপার্স সোসাইটির প্রতিনিধিদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। রাজ্যের সংবাদপত্র শিল্পকে বাঁচাতে আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণার দাবি নিয়ে আজ বিকালে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ত্রিপুরা নিউজপেপার্স সোসাইটির প্রতিনিধিগণ। প্রতিনিধিদলে ছিলেন ত্রিপুরা নিউজপেপার্স সোসাইটির যুগ্ম আহ্বায়ক অরুণ নাথ এবং শানিত দেবরায়, মানুষ পত্রিকার সম্পাদক প্রিয়বত তলাপাত্র, মৃণালিনী ই এন এন-এর রাজীব দত্ত, ত্রিপুরা ক্রনিকেলের অভিষেক দে প্রমুখ। বৈঠকে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব শৈলেন্দ্র সিং এবং অধিকর্তা রতন বিশ্বাসও উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপুরা নিউজপেপার্স সোসাইটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করা দাবিপত্রে বলা হয়েছে সর্বভারতীয় স্তরে ইণ্ডিয়ান নিউজপেপার্স সোসাইটি ইতিমধ্যে সংবাদপত্রগুলির জন্য আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছে। ত্রিপুরা নিউজপেপার্স সোসাইটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করা দাবি সমূহের মধ্যে রয়েছে, আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে পূর্ণ পৃষ্ঠার আটটি কালার বিজ্ঞাপন প্রতিটি সংবাদপত্রকে দিতে হবে, নিউজপেপার এস্টাব্লিশমেন্টকে ই এস আই অ্যাক্ট-এর আওতার বাইরে রাখতে হবে, পেনশন রুলস তৈরি করে অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের এর আওতায় আনতে হবে, প্রিন্ট মিডিয়া, ওয়েব মিডিয়া, ইলেট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের জন্য এক্রিডিটেশন কার্ড দিতে হবে প্রভৃতি।

লকডাউনে ভারতে আটকে থাকা ১৭৯ পাকিস্তানিকে ফেরত পাঠানো হয়েছে

চণ্ডিগড়, ২৭ মে (হি. স.)।। আত্মীয়দের বাড়িতে ঘুরতে এসে পাকিস্তানের ১৭৯ নাগরিক লকডাউন-এ ভারতে আটকা পড়েছিলেন। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আটকে পড়া ওই পাকিস্তানি নাগরিকদের বুধবার আটারি-ওয়াঘা সীমান্ত দিয়ে ফেরত পাঠানো হয়েছে। মূলত, পাকিস্তান সরকার ভারত সরকারের কাছে ওই পাকিস্তানি নাগরিকদের দেশে ফেরত পাঠানোর আগ্রহ প্রকাশ করেছে। দুই দিন আগেই ভারত সরকার তাদের ফেরত পাঠানোর বিষয়ে অনুমতি দিয়েছে। আটারি-ওয়াঘা সীমান্তে বিএসএফ পাকিস্তানি নাগরিকদের গাড়ি থেকে নামতে দেননি। গাড়িতেই তাদের কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়েছে। সাথে থার্মাল স্ক্রিনিং করা হয়েছে। ভারত থেকে আজ পাকিস্তানে ফিরে যাওয়া পাকিস্তানি নাগরিকদের মধ্যে গুজরাত থেকে ১০ জন, মহারাষ্ট্র থেকে ৩৬ জন, মধ্যপ্রদেশ থেকে ৪০ জন, ছত্তিসগড় থেকে ৪৭ জন, দিল্লি থেকে ১২ জন, পঞ্জাব থেকে ২ জন, রাজস্থান থেকে ১৪ জন, উত্তরাখন্ড থেকে ২ জন এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে ১৬ জম রয়েছেন। পাকিস্তান পৌছানোর পর তাদের করোনা পরীক্ষা করার পর লাহোরের বিভিন্ন একান্তবাস কেন্দ্রে রাখা হবে। অতীতেও বিশেষ পরিস্থিতিতে ভারত ২৩৪ জন পাকিস্তানি নাগরিককে দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

কমিটিগুলিকে তাঁদের বিশদ ঠিকানা মোবাইল নম্বর সহ প্রদান করতে হবে। গ্রামীণ একান্তবাস সুবিধা গ্রামবাসীরাই করবেন। এক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে বহিঃরাজ্য থেকে আগতদের পরিবারের অন্য সদস্য কিংবা সম্প্রদায়ের তরফে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।

নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কমিটি সংশ্লিষ্ট বিডিও, ব্লকস্তরের কমিটি এবং মহকুমা শাসককে অবহিত করবে। তাতে, গ্রামীণ একান্তবাস কেন্দ্রগুলিতে স্যানিটাইজেশন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জল ও আলোর ব্যবস্থা করা সুনিশ্চিত হবে। প্রশাসন বহিঃরাজ্য থেকে আগতদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ওই কেন্দ্রগুলিতে স্বাস্থ্য কর্মীদের পরিদর্শন সুনিশ্চিত করবে। ওই কেন্দ্রগুলির সুষ্ঠু পরিচালনায় মহকুমা প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রতিদিন গ্রামীণ একান্তবাস কেন্দ্রে পরিদর্শনে যেতে হবে।

নির্দেশিকায় জোর দেওয়া হয়েছে, কোভিড-১৯-এর কোনও লক্ষণ বা অন্য কোনও রোগের লক্ষণ গ্রামীণ একান্তবাসে বসবাসকারীদের মধ্যে দেখা গেলে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহকুমাশাসক কিংবা জেলাশাসকের গোচরে বিষয়টি নিতে হবে। বহিঃ রাজ্য থেকে আগতদের ১৪ দিনের জন্য গ্রামীণ একান্তবাস কেন্দ্রে রাখা হবে এবং মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার পর তাদের যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করে ছুটি দেওয়া যাবে। সাথে যোগ করা হয়েছে, কোনও উদ্ভূত সমস্যা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিকারের জন্য ব্লক কিংবা মহকুমা অথবা জেলা প্রশাসনের কাছে বিষয়টি অবহিত করতে হবে।

জেলাশাসকের পরিচালনায় মহকুমাশাসক সংশ্লিষ্ট মহকুমার অধীনে সমস্ত ”গ্রাম একান্তবাস সুবিধা”-র সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন এবং নিশ্চিত করবেন, ওই কেন্দ্রগুলি যথাযথভাবে পরিচালিত হবে এবং সামাজিক দূরত্বের নিয়ম, মাস্ক পরা, ঘন ঘন স্যানিটাইজেশন ও নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম কঠোরভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।

আহত তিন

● প্রথম পাতার পর

গুরুতর অবস্থা হওয়াতে বিলোনিয়া হাসপাতালে রেফার করা হয়।

দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটি ঘটে দুর্গাপুর এলাকায়। টিআর ০১ডি৪২৭৬ নম্বরের ম্যাক্স গাড়িতে শান্তির বাজার থেকে ঘোষ খামার নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় দুর্গাপুর এলাকায় গাড়ির দরজা খুলে চলন্ত গাড়ি থেকে ছিটকে পরে গুরুতর আহত হয়। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে গুরুতর আহত ব্যাক্তিকে উদ্ধার করে বড়পাথরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসার পর চিকিৎসারত অবস্থায় আহত গাড়ির চালক উত্তম রায় কে মৃত ঘোষণা করা হয়। চিকিৎসক মৃতদেহ বিলোনিয়া হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেয়। আগামীকাল ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

পর্য্যন্ত

● প্রথম পাতার পর

হবে। এক্ষেত্রে আগরতলায় বিমান আসার জন্য কতটুকু সুযোগ মিলবে সেটাই প্রশ্ন।

সক্রিয় রোগী ৬৮০

আটের পাতার পর

থেকে ২২, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ২ এবং যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ১ জনকে সুস্থ বলে ছুটি দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত পজিটিভ ৭৭৪ জন রোগীর মধ্যে ৮৭ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেছেন। বিভিন্ন কোভিড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৬৮০ জন। এছাড়া চারজনের মৃত্যু হয়েছে।

শ্রমিক সংগঠনগুলির

আটের পাতার পর

রাস্তার মোড়ে এবং পাইখলা অঞ্চলের উত্তর ভারতচন্দ্র নগর সহ এই তিনটি পৃথক পৃথক স্থানে প্রতিবাদে সামিল হলো কৃষক সহ শ্রমজীবী অংশের মানুষ। বুধবারের অবিরাম বৃষ্টি ধারা ঝড়ছে সেই অবিরাম ধারার মাঝেও কৃষক, ক্ষেত মজুর সহ শ্রমজীবী অংশের মানুষেরা সামিল হলো হাতের লেখা দাবিসম্বলিত পোষ্টার নিয়ে। শ্রীরামপুর অঞ্চল , পাইখলা অঞ্চলে নেতৃত্ব দেন কৃষক নেতা রঞ্জিত দেবনাথ , কৃষ্ণধন দেবনাথ, মতিলাল দেবনাথ ,রাখাল নমঃ , সুরেশ দেবনাথ সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

গির্জা ইয়েদুরাপ্পা

আটের পাতার পর

আমাদের প্রচুর অনুমতি প্রয়োজন, সুতরাং অপেক্ষা করি এবং দেখা যাক, অনুমতি পেলেই ৩১ মে-র খুলে দেওয়া হবে ধর্মীয় স্থান। এজন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে লিখিত অনুরোধ জানিয়েছেন বি এস ইয়েদুরাপ্পা।

ক্রীড়াঙ্গন

মাঠে ফিরতে ব্যাকুল মেসি

মাঠে ফেরার জন্য তর সইছে না লিওনেল মেসির। মুখিয়ে আছেন আবার প্রতিযোগিতায় নামতে, মৌসুম শেষ করতে। বার্সেলোনা অধিনায়কের মতে, চলমান পরিস্থিতি অনেক চ্যালেঞ্জ সামনে নিয়ে আসবে।

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে গত ১২ মার্চ স্থগিত হয়ে যায় লা লিগা। প্রায় দুই মাসের ঘরবন্দি জীবন শেষে গত ৮ মে থেকে একক পর্যায়ে অনুশীলনে ফেরা শুরু করে দলগুলো। গত সপ্তাহ থেকে শুরু হয় গ্রুপ অনুশীলন।

থমকে থাকা লিগ শুরুর দিনক্ষণ এখনও ঠিক হয়নি। তবে আগামী ১১ জুন রিয়াল বেতিস-সেভিয়া ম্যাচ দিয়ে লা লিগা মাঠে ফেরানোর আশা করছেন প্রতিযোগিতাটির প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের তেবাস।

মাইন্ডফুলনেস ম্যাটার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মেসি জানান, দিন গুনছেন মাঠে ফেরার।

"অতীতের চেয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকানোই ভালো। প্রতিদিন অনুশীলনের রুটিনে ফেরা, সতীর্থদের দেখা এবং প্রথম ম্যাচ- এই সব নিয়েই আমি এখন ভাবছি। আমি নিশ্চিত, শুরুতে এটা অদ্ভুত মনে হবে। তবে খেলার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে আছি।"

খেলোয়াড়দের মেনে চলতে হবে স্বাস্থ্য সুরক্ষার অনেক নিয়ম। মাঠে থাকবে না দর্শক। অচেনা পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতেও প্রস্তুতির কমতি রাখছেন না আর্জেন্টাইন তারকা।

"গ্রুপ অনুশীলন অন্য সব খেলার মতই। তবে ব্যক্তিগতভাবে সবাইকে দর্শক ছাড়া মাঠে খেলার কাল্পনিক অনুশীলন করতে হবে, কারণ এটা খুব অদ্ভুত ঠেকবে।"

"অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে দলের সঙ্গে এখন যোগাযোগ রাখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মাঝে মাঝে আমরা ভার্চুয়ালি এক হচ্ছি, পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছি, দেখছি। প্রতিদিন আমি অনেক খেলোয়াড়ের সঙ্গে কথা বলছি।"

লা লিগায় এখনও ১১ রাউন্ডের খেলা বাকি। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ২ পয়েন্ট এগিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা।

ফুটবল স্থগিত হওয়ার আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে নাপোলির মাঠে ১-১ ড্র করেছিল কাতালান দলটি।

দুর্গত বঙ্গ ফুটবলারদের পাশে দাঁড়াতে চায় 'প্লেয়ার্স ফর হিউম্যানিটি'

কলকাতা, ২৭ মে (হি. স.): আমফানে দুর্গতদের সাহায্য করতে পরিকল্পনা করছে বঙ্গ ফুটবলারদের সংস্থা "প্লেয়ার্স ফর হিউম্যানিটি"। সরাসরি আমফানে পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাইছেন ফুটবলারদের একাংশ।এর জন্য সংস্থার সদস্যরা যে যার সাধ্যমতো সাহায্য তো করছেনই, পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে আবেদন চলছে। অর্থ সংগ্রহের রাস্তায় হাঁটতে চলেছেন ফুটবলাররা। সংস্থার ফেসবুক, ইন্সস্টাগ্রাম, টুইটার পেজে ফুটবলারদের বক্তব্যের ভিডিও আপলোড করা শুরু হয়েছে। মোদ্দা কথা, আম জনতাকেও পাশে চাইছেন তাঁরা।এক ফুটবলারের কথায়, "আমাদের সংস্থা অল্পদিন তৈরি হয়েছে।তার মধ্যে ক্যান্সার আক্রান্ত প্রাক্তন ফুটবলার সঞ্জয় পার্তেকে সাহায্য করেছি, প্রয়াত ধনরাজনের জন্য চ্যারিটি ম্যাচ খেলে র তারপর করোনার জন্য এগিয়ে এসেছিলাম। এবার চাই, সবাই পাশে থাকুক।" আপাতত আলোচনায় ঠিক হয়েছে, আমফানে দুর্গতদের বাসস্থান তৈরির দিকে প্রথম নজর দেবে সংস্থা। দুর্গতদের খাবার দিয়ে সাহায্য করছেন অনেকে। ফুটবলাররা চাইছেন, আমফানে যাঁদের বাড়ি ভেঙে গিয়েছে, তাঁদের পুনর্বাসন করা হবে। এক ফুটবলার বলেন, "আমরা সরাসরি দুর্গত এলাকায় যাব গিয়ে মানুষের সমস্যা বুঝে সাহায্য করব।" করোনার জন্য ফুটবলাররা চ্যারিটি ম্যাচ খেলতে পারছেন না। এর পর ম্যাচ খেলে পারলে অর্থ সংগ্রহে আগ্রহী "প্লেয়ার্স ফর হিউম্যানিটি"।

'জর্ডানের মতো' মেসিও পারবেন

জাতীয় দলের হয়ে লিওনেল মেসির প্রাপ্তির শূন্য খাতা নিয়ে কথা ওঠে প্রায়ই। লুকাস বিগলিয়াও সে প্রসঙ্গ পাড়লেন। তবে আশাবাদী দৃষ্টি নিয়ে। বাস্কেটবল কিংবদন্তি মাইকেল জর্ডানকে নিয়ে করা 'দ্যা লাস্ট ড্যান্স' সিরিজ দেখে আর্জেন্টিনার সাবেক মিডফিল্ডারেরও মনে হচ্ছে, সামনের বিশ্বকাপে দেশকে চূড়ায় তুলতে পারেন মেসি।

এরই মধ্যে চারটি বিশ্বকাপ খেলা হয়ে গেছে মেসির। কিন্তু ২০১৪ সালের ব্রাজিল বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে তোলা ছাড়া বাকি তিন আসরে তিনি আহামরি কিছু করে দেখাতে পারেননি। ক্লাব বার্সেলোনার জার্সিতে যেটা তিনি হরহামেশাই করে থাকেন। ২০১৮ সালের রাশিয়া বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় ফ্রান্সের কাছে হারের পর জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়া বিগলিয়া সম্প্রতি জর্ডানকে নিয়ে নির্মিত 'দ্যা লাস্ট ড্যান্স' সিরিজ দেখেছেন। যে সিরিজে ৯০ দশকে এনবিএতে শিকাগো বুলসের জর্ডানের হাত ধরে পাওয়া সাফল্য তুলে ধরা হয়েছে।

এ সিরিজ দেখেই বিগলিয়ার আশাবাদী হয়ে ওঠার কথা স্পেনের রেডিও এফএম ৯৪.৭ এর বরাত দিয়ে ইএসপিএন জানিয়েছে।

"দ্যা লাস্ট ড্যান্স সিরিজ দেখা শেষ করলাম। দারুণ ছিল। এটাই আমাকে নতুন করে আশা দেখাচ্ছে, কয়েক বছরের মধ্যে আমরা আমাদের ফেনোমেনন মেসির হাত ধরে এমন সাফল্য দেখতে পারব।"

"মেসির দৈনন্দিন জীবন থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। আপনি তাকে অনুশীলন করতে, খেলতে দেখেন পারেন; কিন্তু প্রতিদিন অনেক কিছু ঘটে, যা আপনি জানেন না। যেটা আমরা জর্ডানকে নিয়ে নির্মিত সিরিজে দেখলাম।"

"ভবিষ্যতে আমি যা দেখতে চাইব, সেটা হচ্ছে জর্ডান যেভাবে এনবিএর ট্রফি জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল, একইভাবে বিশ্বকাপ জড়িয়ে ধরে মেসির আবেগ। আমি এটা দেখতে চাই। আমি জানি, তার ও আর্জেন্টিনার মানুষের কাছে বিশ্বকাপের অর্থ কি।"

আধিপত্যের বিচারে বাস্কেটবলে জর্ডান যা, ফুটবলে মেসিও তাই বলে মনে করেন বিগলিয়া। তবে দুজনের ব্যক্তিত্ব আলাদা বলেও মন্তব্য করলেন তিনি।

"মেসি সবসময় নিজেকে সতীর্থের পর্যায়ে রাখে। কেবল মানবিকতার জন্য নয়, আপনাকে স্বচ্ছন্দ্য রাখতে সে এমন করে। সতীর্থদের পর্যায়ে নিজেকে বসিয়ে তাদের সঙ্গে মেসি সম্পর্ক তৈরি করে। আর এটাই তাকে গ্রেট বানিয়েছে। একজন খেলোয়াড় হিসেবে তাকে ব্যাখা করার কোনো ভাষা নেই। একজন মানুষ হিসেবে সে ১০, ১০০ গুণ ভালো।"

বিশ্বকাপের শূন্যস্থানে আইপিএল দারুণ হবে

আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভাগ্য নিয়ে আছে অনিশ্চয়তা। করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্টটি পিছিয়ে গেলে এবং সেই সময়ে আইপিএল মাঠে গড়ালে দারুণ হবে বলে মনে করেন অস্ট্রেলিয়ান পেসার প্যাট কামিন্স।

আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় হওয়ার কথা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। টুর্নামেন্টটি পিছিয়ে যেতে পারে বলে গুঞ্জন উঠেছে। যদিও তা উড়িয়ে দিয়ে নির্ধারিত সময়ে টুর্নামেন্ট আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে বলে রয়টার্সকে জানিয়েছেন আইসিসির এক মুখপাত্র। বৃহস্পতিবার আইসিসির বোর্ড সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসতে পারে।

অন্যদিকে, গত ২৯ মার্চ শুরু হওয়ার কথা ছিল আইপিএলের ত্রয়োদশ আসর। কিন্তু করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রয়েছে। বিশ্বকাপ পিছিয়ে গেলে সে সময়ে বিসিসিআই আইপিএল আয়োজন করতে চায় বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর। সিডনিতে বুধবার সংবাদমাধ্যমের সামনে আইপিএল নিয়ে নিজের ভাবনা জানান কামিন্স।

"বিশ্বকাপ পিছিয়ে গেলে আর সেই স্লটে আইপিএল হলে দারুণ হবে বলে আমার মনে হয়। বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ মানুষ এই টুর্নামেন্ট দেখে...ক্রিকেটের লম্বা বিরতির পর সম্ভবত আরও বেশি মানুষ দেখবে। কেন আমি এটির পক্ষে, এর অনেক কারণ আছে। তবে মূল কারণ হচ্ছে, এটি দারুণ একটি টুর্নামেন্ট।"

আইপিএলের সবচেয়ে দামি বিদেশি খেলোয়াড় কামিন্স; গত ডিসেম্বরে ১৫ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে তাকে দলে নেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ এই বোলার লম্বা বিরতির পর মাঠে ফিরতে মুখিয়ে আছেন।

"মাঠে ফিরতে এবং পরবর্তী সফরের জন্য আমি প্রস্তুত।"

ব্যালন ডি'অরের জন্য ব্যাকুল নন এমবাপে

ভবিষ্যতে বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার ব্যালন ডি'অর জয়ের স্বপ্ন দেখেন কিলিয়ান এমবাপে। তবে এর জন্য তিনি ব্যাকুল নন। পিএসজির তারকার কাছে দলীয় সাফল্যই মুখ্য।

ফরাসি বিশ্বকাপজয়ী এই ফরোয়ার্ড সময়ের অন্যতম সেরা ফুটবলার হিসেবে বিবেচিত। ভবিষ্যতে তিনি অনেক ব্যক্তিগত ট্রফি জিতবেন বলে অনেকেই মনে করেন।

২০০৮ সাল থেকে ব্যালন ডি'অরে আধিপত্য করে আসছেন লিওনেল মেসি ও ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো। গত ১২ বছরে এই দুই জন ছাড়া ফ্রেঞ্চ ফুটবলের দেওয়া এই পুরস্কার জিততে পেরেছেন কেবল রিয়াল মাদ্রিদের ক্রোয়াট মিডফিল্ডার লুকা মদ্রিচ, ২০১৮ সালে।

এমবাপেও জিততে চান বিশেষ পুরস্কারটি, তবে এজন্য তিনি উদগ্রীব নন বলে মিররকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানান।

"পুরস্কারটি জিততে পারলে দারুণ হবে, কিন্তু এটা এমন কিছু নয় যে আমি রাতে ঘুমাতে পারি না। আমি এমন মনে করি না যে এটা আগামী বছর বা পরের বছরই আমাকে জিততে হবে। এর জন্য আমি কোনো সময় বেঁধে দেইনি।"

"আমি সব সময় পিএসজি ও জাতীয় দলকে প্রাধান্য দিই। এরপর আমার পারফরম্যান্স থেকে যদি ব্যক্তিগত সম্মান আসে, তাহলে তা হবে বাড়তি পাওয়া।"

বয়স মাত্র ২১, এরই মধ্যে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পাওয়া এমবাপে চারবার জিতেছেন লিগ ওয়ান শিরোপা। পিএসজির আরও অনেক ঘরোয়া সাফল্যের অন্যতম কারিগর তিনি।

তবে এখনও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতা হয়নি এমবাপের। এর পাশাপাশি জাতীয় দলের হয়ে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপও জিততে চান তিনি।

"জাতীয় দলের হয়ে সফলতা ধরে রাখতে আগামী মৌসুমে আমাদের সামনে রয়েছে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানে বিজয়ী হওয়াই হবে আমাদের লক্ষ্য।"

"ইউরোপিয়ান কাপ(চ্যাম্পিয়ন্স লিগ) জেতা এবং পিএসজির প্রথম ইউরোপিয়ান কাপ জয়ের অংশ হওয়া আমার বড় লক্ষ্য, যা হবে বিশেষ কিছু।"

'দর্শক ছাড়া প্রিমিয়ার লিগ জেতা হবে অদ্ভুত'

থমকে থাকা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ পুনরায় শুরুর সম্ভাবনা বাড়ছে ক্রমশ। বাড়ছে লিভারপুলের তিন দশকের প্রতীক্ষা ঘোচার সম্ভাবনাও। তবে দর্শকের উপস্থিতি ছাড়া অ্যানফিল্ডে খেলা ও লিগ শিরোপা উঁচিয়ে ধরা 'বেশ অদ্ভুত' হবে বলে মনে করেন লিভারপুল অধিনায়ক জর্ডান হেন্ডারসন।সবশেষ ১৯৮৯-৯০ মৌসুমের পর আর লিগ শিরোপা জেতা হয়নি লিভারপুলের। চলতি মৌসুমে দারুণ সম্ভাবনা জেগেছিল দলটির। পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে হয়তো এতদিনে ঘুচেও যেত; কিন্তু করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে পাল্টে গেছে সব। গত মার্চ থেকে স্থগিত থাকা লিগ আবার মাঠে ফেরার সম্ভাবনা জেগেছে, সম্ভাবনা বেড়েছে লিভারপুলের স্বপ্ন পূরণের।

জুনে খেলা পুনরায় শুরুর ব্যাপারে আশাবাদী লিগ কর্তৃপক্ষ। তবে খেলা হবে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে। সম্প্রতি বিবিসি রেডিও ৫-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হেন্ডারসনের কণ্ঠে বারবার উঠে এলো দর্শকদের অনুপস্থিতির বিষয়টি।"অবশ্যই এটি অন্যরকম অনুভূতি হবে। কারণ কোনো ট্রফি জেতা এবং দর্শকের অনুপস্থিতিতে সেটি গ্রহণ করাটা বেশ অদ্ভুত হবে।" দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির চেয়ে ২৫ পয়েন্ট এগিয়ে শীর্ষে আছে লিভারপুল। বাকি ৯ রাউন্ডে ২টি জিতলেই ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগের নতুন সংস্করণে প্রথম শিরোপা জিতবে 'অল রেড' নামে পরিচিত দলটি। স্বপ্ন পূরণের খুব কাছে থাকলেও এখনও কাজ বাকি থাকায় সতর্ক হেন্ডারসন।

কেবল "অর্থের কারণে" মাঠে ফিরছে ফুটবল

জরুরি পরিস্থিতিতে ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ান বাতিল করার সিদ্ধান্ত অনেকেই ভালোভাবে নেয়নি। দিদিয়ের দেশম অবশ্য তাদের দলে নন। বরং করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে ফুটবল ফেরানোর ভাবনার কড়া সমালোচনা করেছেন ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী এই ফুটবলার ও কোচ। কেবল অর্থনৈতিক কারণে ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে বলে মনে করেন তিনি।

সরকারের নির্দেশনা মেনে এপ্রিলের শেষ দিকে লিগ ওয়ান বাতিলের ঘোষণা দেয় কর্তৃপক্ষ। আর ম্যাচ প্রতি পয়েন্টের ভিত্তিতে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয় পিএসজিকে।

লিগ কর্তৃপক্ষের এমন সিদ্ধান্তে অনেক ক্লাব আইনি লড়াইয়ের হুমকি পর্যন্ত দিয়েছে। লিঁও ও ক্লাবটির প্রেসিডেন্ট জঁ-মিশেল উলাস নিজেদের অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন।

যুক্তি হিসেবে তারা তুলে ধরেছেন ইউরোপের বাকী শীর্ষ চার লিগের কথা। জার্মান বুন্ডেসলিগা মাঠে ফিরেছে গত ১৬ মে। আগামী মাসে লা লিগা ও প্রিমিয়ার লিগের মাঠে ফেরা অনেকটাই নিশ্চিত। প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে ইতালিয়ান সেরি আ লিগের ক্লাবগুলোও।

তবে দেশমের মতে, ফরাসি কর্তৃপক্ষ সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে। ফরাসি একটি দৈনিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বুন্ডেসলিগার কিছু অসঙ্গতি তুলে ধরেন তিনি। তবে কোভিড-১৯ মহামারী নিয়ন্ত্রণের শর্ত সবার জন্যে এক নয় বলেও মনে করেন তিনি।

"জার্মানিতে ফুটবল ফেরার পর আমি বুন্ডেসলিগা দেখেছি। এটা অবশ্যই ফুটবলের মতই দেখাচ্ছে। আমি খেলার স্বাভাবিক গতি বা তুমুল লড়াইয়ের বিষয়ে কথা বলছি না, তবে কিছু বিষয় আমার কাছে বেমানান মনে হয়েছে।"

"খেলোয়াড়রা ফুটবলের সব নিয়ম মেনেই খেলছে, ট্যাকল করছে। অথচ সাইডলাইনে দেখছি মাস্ক পরে বদলি খেলোয়াড়রা দুই মিটার দূরত্বে বসে আছেন। সত্যি বলতে, আমি বুঝি না-তারা একই মাঠে রয়েছে, যে কোনো সময় খেলতে নামবে। সাইডলাইনে রিস্কটা বেশি না-কি? এটা অযৌক্তিক। আমি এটা পছন্দ করি না।"

লা লিগা ও প্রিমিয়ার লিগ ফেরানোর পরিকল্পনার পেছনে আর্থিক কারণটাই সবচেয়ে বড় বলে মনে করছেন ৫১ বছর বয়সী এই ফরাসি। "স্পেন ও ইংল্যান্ডে দেখুন। ফুটবলের বড় দেশ দুটি লা লিগা ও প্রিমিয়ার লিগ ফেরানোর পরিকল্পনা করছে।

আইসিসির চেয়ারম্যান থাকছেন না মনোহর

বর্তমান মেয়াদ শেষে আইসিসির চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরে দাঁড়াবেন শশাঙ্ক মনোহর। নতুন মেয়াদে তিনি দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক নন বলে জানিয়েছে আইসিসি।

বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচন নিয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। বৃহস্পতিবার বোর্ড সভায় এটি নিয়ে আলোচনা হবে।

সংবাদমাধ্যমের খবর, ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) প্রধান কলিন গ্রেভস হতে পারেন আইসিসির নতুন চেয়ারম্যান।

মনোহরের দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হবে চলতি বছরের জুনে। ২০১৬ সালের মে মাসে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আইসিসির প্রথম স্বাধীন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন খ্যাতিমান এই ভারতীয় আইনজীবী।

দুই বছরের জন্য দায়িত্ব নিলেও দশ মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই অবশ্য পদত্যাগ করেন ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে। পরে আইসিসি বোর্ডের অনুরোধে সাময়িকভাবে দায়িত্ব চালিয়ে যেতে রাজি হন। শেষ পর্যন্ত মত বদলে আবার পুরোপুরিই থেকে যান দায়িত্বে।

২০১৮ সালে টানা দ্বিতীয় মেয়াদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুই বছরের জন্য আইসিসির স্বাধীন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন মনোহর।

আগামী জুলাইয়ের শেষে আইসিসির বার্ষিক সাধারণ সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেবেন সংস্থাটির নতুন চেয়ারম্যান।

কিছুদিন আগে দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক ও বর্তমান ক্রিকেট পরিচালক গ্রায়েম স্মিথ বলেছিলেন, বিসিসিআই সভাপতি ও সাবেক ভারতীয় অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলিকে আইসিসির চেয়ারম্যান হিসেবে দেখতে চান তিনি। তার আগে সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক ডেভিড গাওয়ারও আইসিসির ভবিষ্যৎ প্রধান হিসেবে সৌরভের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন।

এদিকে, বিসিসিআইয়ের কোষাধ্যক্ষ অরুণ ধামাল রয়টার্সকে জানান, বিষয়টি নিয়ে তাদের বোর্ডে এখনও আলোচনা হয়নি। তবে মনোহরের উত্তরসূরি হওয়ার জন্য সৌরভের সামনে পথ খোলা আছে বলে মনে করেন তিনি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে খোয়াই মিউনিসিপাল কাউন্সিল-এর অন্তর্গত ওয়ার্ড নং-১১ এর সোনার কেল্লা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা পদে এবং খোয়াই মিউনিসিপাল কাউন্সিল-এর অর্ন্তগত ওয়ার্ড নং ১৫ এর চারুলতা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী পদে নিয়োগের জন্য মাসিক সাম্মানিক ভাতার বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড নং-১১ এবং ওয়ার্ড নং-১৫ এ স্থায়ীভাবে বসবাসকারী উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন বিবাহিত অথবা বিধবা মহিলা প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। এই নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে অস্থায়ী এবং পরবর্তী সময়ে কোনো প্রার্থী-এর ভিত্তিতে স্থায়ী নিয়োগের জন্য বিবেচিত হইবে না। উক্ত কেন্দ্রে কাজ করতে ইচ্ছুক নিজ নিজ এলাকার বিবাহিত অথবা বিধবা মহিলাদের নিকট অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা যেন আগামী **২৭/০৫/২০২০ইং হইতে ১০/০৬/২০২০ইং** তারিখের মধ্যে (ছুটির দিন ব্যতীত) পুরণ করা আবেদনপত্র প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের প্রত্যয়িত নকল (সেলফ এটাস্টেড) সহকারে দরখাস্ত সি.ডি.পি.ও, খোয়াই এন.পি. সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিকের কার্য্যালয়ে **সকাল ১১ ঘটিকা হইতে বিকাল ৩ ঘটিকার** মধ্যে যেন জমা দেন। নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের পরে কোন দরখাস্ত জমা রাখা হবে না।

প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ- অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ঃ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ। অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা ঃ অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ।

বয়স ঃ- ২৭-০৫-২০২০ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে (তপঃজাতি/তপঃউপজাতি/দিব্যাঙ্গজন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্দ্ধসীমা পাঁচ বছর পর্যন্ত শিথিল যোগ্য)।

প্রার্থীদের অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা যেন সি.ডি.পি.ও, খোয়াই এন.পি. সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিকের কার্য্যালয়ে যে নির্দিষ্ট দরখাস্তের নমুনা দেওয়া আছে, সেই অনুযায়ী দরখাস্ত জমা দেন। নির্দিষ্ট দরখাস্তের নমুনা ছাড়া দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে না।

আগামী ১২-০৬-২০২০ইং তারিখ সকাল ১১ ঘটিকায় খোয়াই এন.পি. সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিকের কার্য্যালয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হইবে।

শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিক,
খোয়াই এন.পি. সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প,
খোয়াই ত্রিপুরা

ICA/D-123/2020-21

বিঃদ্রঃ-১) সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় প্রার্থীদেরকে সমস্ত সার্টিফিকেটের মূল কপি সঙ্গে আনতে হবে

PNIeT NO- 27/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid Item rate e-tender PWD(FORM-8). The details are below;

Sl NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	D-NIe-T No.22/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	797021.00	12-06-2020

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955

ICA/C-368/2020-21

For and on behalf of Governor of Tripura
(Er. H. Chakma)
Executive Engineer DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

PNIeT No. 22/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below;

Sl NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	D-NIe-T No.17/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	1582951.00	08-06-2020

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955

ICA/C-363/2020-21

For and on behalf of Governor of Tripura
(Er. H. Chakma)
Executive Engineer, DWS Division, Ambass'
Dhalai District, Tripura.

TTAADC
Office of the Prinicipal Officer (Agriculture)
Khumulwng : Tripura (W)
No.F. 38(99)/ADC/HORTI/VEG/2020-21/1864-70
Dated. Khumulwng, the 26/05/2020
Short Notice re-inviting Quotations for Rates for Supply of Summer / Rainy season Vegetables Seeds

Short Quotations in sealed envelope, on bahalf of the TTAADC, are re-invited from the authentic and resourceful distributors / dealers of Indian Nationsls / Residents of Tripura dealing with vegetables seeds for Rates for supply of Summer Vegetables Seeds. Sealed quotations super seribed as Quotations for Rates of Summer Vegetables addressed to the Principal Officer (Agriculture), TTAADC Khumulwng will be received on any working days from 11:00 AM to 3:00 PM latest by 5th June, 2020, and Quotations will be opened on the same day after 3:00 PM, if possible. Terms & conditions of the Quotations may be availble from the office of the Principal Officer (Agriculture), TTAADC, Khuwmulwng on any working days from 11.00 AM to 3:00 PM. Interested Quotations, for details, may also visit ADC website www.adc.gov.in.

TTAADC/ICAT/C-116/2020

Principal Officer
(Agariculture)
TTAADC, Khumulwng

Executive Engineer, W.R Division No-II Agartala Tripura invites e-tender against press NIT No:- 04 /EE/WRD-II/2020-2021 Dated 22-05-2020.

1. DNIT No: 10/EE/WRD-11/2020-21. Estimated. Cost. Rs 1 16 732/- DNIT No: 11/EE/WRD-11/2020-21. EMD Rs. 1. 167 /- Time 5(Five months) Est'mated. Cost. Rs 1 20 143/- EMD Rs 1 201i-Time 5(Five) months 3. DNIT No: 12/EE/WRD-I1/2020-21. Estimated. Cost. Rs 1, 26.933/- EMD Rs 1,269/-. Time 5(Five) months. 4. DNIT No: 13/EE/WRD-11/2020-21. Estimated. Cost. Rs .4 39 400/-. EMD Rs 4 394i-Time 3(Three) months. 5. DNIT No: 14/EE/WRD-11/2020-21. Estimated. Cost. Rs.15 35,075/-. EMD Rs. 15,351/- Time: 3(three) months

Last Date of bidding for bids 09-06-2020 upto 15.00Hrs. Opening of Bid on 09-06-2020 at 15.30 Hrs. If possible. For more details kindly visit https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-358/2020-21

(Er. K.C. Das),
Executive Engineer,
Water Resource Division No-H,
P.N. Complex,
Gurkhabasti, Agartala

No.F.6(1)-DHE/AA/14/2596(03)
Dated, Agartala the 26-05-2020
EXPRESSION OF INTEREST

On behalf of the Government of Tripura, the undersigned invites sealed financial bids from interested reputed CAG empanelled Chartered Accountants firms of Tripura to undertake audit works for Non-Government funds accounts in 33(thirty three) nos Govt. Degree Colleges including professional Degree Colleges and Polytechnic institutions which is maintained by the Principals level in their respective Colleges/Institutions Tripura for a period 2019-20 e.i. 1st April'2019 to 31st March'2020.

The Minimum Audit fee to conduct all Institutionals audit works will be Rs.50,000/-(Rupees fifty thousand)only including GST. The bids should be submitted up to 3.00 P.M. of 22nd June'2020(working days and time only).

ICA/C-374/2020-21

Director Education (Higher)
Department Tripura.

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

বুধবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের যুগ্ম সচিব লভ অগরওয়াল। ছবি- পিআইবি।

কোভিড-১৯ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে মুখ্যমন্ত্রী ব্লক বা পঞ্চায়েত পরিদর্শন শুরু করবেন ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। বহির্রাজ্য থেকে আসা রাজ্যের নাগরিকদের হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। সকলেই হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করছে কিনা তার জন্য পঞ্চায়েত স্তরে, ব্লকস্তরে, জেলাস্তরে এবং রাজ্যস্তরে করোনা মনিটরিং এণ্ড অ্যাওয়ারনেস কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি আরও জানান, বহির্রাজ্য থেকে আসা কোনও ব্যক্তি বা তার পরিবারের যদি হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে ঐ এলাকায় স্থানীয়ভাবে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার তৈরি করা হবে। এরজন্য স্থানীয় করোনা মনিটরিং এণ্ড অ্যাওয়ারনেস কমিটিগুলি উদ্যোগ নেবে। তিনি আরও জানান, আগামী পরশুদিন থেকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের যে কোনও ব্লক বা প'ায়েত পরিদর্শন করা শুরু করবেন এবং স্থানীয় কমিটিগুলির সঙ্গে আলোচনা করবেন। শিক্ষামন্ত্রী করোনা সম্পর্কিত রাজ্যের সর্বশেষ তথ্য তুলে ধরে বলেন, বর্তমানে রাজ্যে ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৩৬৭ জন এবং ৯৭৩৩ জন রয়েছেন হোম কোয়ারেন্টাইনে। এখন পর্যন্ত রাজ্যে মোট ২৪,৪৫৪ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এরমধ্যে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২৩,২৬৪ জনের। তাতে ২৩২ জনের পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। এরমধ্যে ১৬৫ জন ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। বর্তমানে রাজ্যে মোট ৬৫ জন করোনা সংক্রমিত রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এরমধ্যে ৬৪ জন ভগৎ সিং কোভিড কেয়ার সেন্টারে এবং ১ জন জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, গত ২৪ ঘন্টায় যে ৩৪ জন করোনা সংক্রমিত রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে ৩২ জন মুম্বাই থেকে এসেছেন, ১ জন পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছেন এবং ১ জন বি এস এফ-এর ৮৬ নং ব্যাটেলিয়নের পরিবারের সদস্য। সকলেই বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, আজ চুড়াইবাড়ি দিয়ে মোট ৪৩৬ জন রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। এরমধ্যে ১০০ জন ট্রাক চালক, ১ জন রোগী এবং ৩৩৫ জন সাধারণ নাগরিক। এদিন চুড়াইবাড়ি দিয়ে মোট ৩৯৯টি গাড়ি রাজ্যে প্রবেশ করেছে। এরমধ্যে ৩৫টি গাড়ি এসেছে হটস্পট এলাকা থেকে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, মুম্বাই থেকে ট্রেনে যে ১১৫৪ জন নাগরিক রাজ্যে এসেছেন তাদের মধ্যে ১০৪৮ জনের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৪৮ জনের পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। চেন্নাই থেকে ট্রেনে আসা ১২৭৩ জনের মধ্যে ৩৩৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এরমধ্যে পজিটিভ রোগী পাওয়া গেছে ৫ জন। দিল্লি থেকে ট্রেনে আসা ৮৫৩ জনের মধ্যে ১৯৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এরমধ্যে পজিটিভ রিপোর্ট পাওয়া গেছে ৩ জনের। ব্যাঙ্গালোর থেকে ট্রেনে আসা ৫৭০৩ জনের মধ্যে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১১১৯ জনের। এরমধ্যে কোনও পজিটিভ রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। এছাড়াও হায়দ্রাবাদ থেকে ট্রেনে আসা ১১২৫ জনের মধ্যে ২৮৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এরমধ্যে কোনও পজিটিভ রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। শিক্ষামন্ত্রী জানান, বহির্রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে ২টি ট্রেন আজ রাজ্য থেকে রাঁচির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। এরমধ্যে ১টি ট্রেন রওনা দিয়েছে জিরানীয়া রেল স্টেশন থেকে এবং অপর ট্রেনটি রওনা দিয়েছে আমবাসা রেল স্টেশন থেকে।

স্থানান্তরিত বাজার গুটিয়ে আগের জায়গায় ফিরছেন ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। ভয়ঙ্কর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রশাসন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেও একাংশের জনগণ তা গ্রাহ্য করছে না। মাস্ক ব্যবহার করা এক্ষেত্রে অন্যতম বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন বাজার হাটে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য বিশেষ করে সবজি ও মাছ মাংসের বাজার বর্তমান স্থান থেকে অন্যত্র খোলামেলা জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ ধরনের পদক্ষেপ এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। পরিতাপের বিষয় হলো পুলিশ এবং নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কোন ভাবেই সম্ভব হচ্ছে না মানুষের অসচেতনতার কারণে।

মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হলেও কোনো কোনো ব্যবসায়ী এবং ক্রেতা-বিক্রেতারা মাস্ক ব্যবহার করতে চাইছে না। অনেকের কাছে মাস্ক থাকলেও তা ব্যবহার না করে পকেট এ পুরে রাখছে কিংবা নাকমুখের বাইরে ঝুলিয়ে রাখছে। এ ধরনের কার্যকলাপ দায়িত্বজ্ঞানহীনতার নামান্তর। যারা মাস্ক ব্যবহার করবে না তাদের ক্ষেত্রে জরিমানা আদায়ের সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রশাসনের কর্মকর্তারা বিভিন্ন জায়গায় জরিমানা আদায় করে আসছেন। কিন্তু তারপরও মানুষ বিন্দুমাত্র সচেতন হতে চাইছে না। একাংশের অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ী সরকারি নির্দেশ অমান্য করে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য বর্তমান স্থান থেকে অন্যত্র খোলামেলা জায়গায় যেসব স্থানে বাজার স্থানান্তর করা হয়েছে সেখান থেকে অনেকে দোকান গুটিয়ে পুরনো জায়গায় নিয়ে আসতে শুরু করেছে। এর ফলে প্রশাসনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভূলুণ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশাসনকে আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

একথা অনস্বীকার্য যে, পুলিশ কিংবা নিরাপত্তাকর্মীকে দিয়ে সমস্ত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা কোনদিনই সম্ভব হবে না। এজন্য প্রয়োজন জনগণকে সচেতন হওয়া। বহির রাজ্যে অবস্থানরত ত্রিপুরার মানুষজন যখন নিজ রাজ্যে ফিরতে শুরু করেছেন তখন রাজ্যে করুণা আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে শুরু করেছে। এই বিপদজনক মুহূর্তে রাজ্যের জনগণ যদি সচেতন না হন তাহলে ভয়ঙ্কর বিপদ ঘনিয়ে আসতে বাধ্য হবে। প্রশাসনকে এ বিষয়ে আরো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। অন্যথায় রাজ্যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণে মৃত্যুর মিছিল বইবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ঋণ মকুব সংক্রান্ত ভুয়ো খবর থেকে সাবধান করল বন্ধন ব্যাঙ্ক

কলকাতা, ২৭ মে।। বন্ধন ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে সমস্ত গ্রাহক ও সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে, সোশ্যাল মিডিয়াতে কিছু ভুয়ো খবরের পোস্ট ও বিভ্রান্তিকর ভিডিও ছড়ানো হচ্ছে যেগুলিতে বলা হচ্ছে বন্ধন ব্যাঙ্কের ঋণের কিস্তি মকুব করে দেওয়া হয়েছে। এই খবর গুলির কোনো সত্যতা নেই।

'মোরাটোরিয়াম' শব্দটি অর্থাৎ ঋণের কিস্তি আদায় পিছিয়ে দেওয়া এবং সম্পূর্ণভাবে ঋণ মকুব করার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। এখনো পর্যন্ত সরকারি নির্দেশে যা বলা হয়েছে, তা হলো ঋণের কিস্তি আদায় পিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে, যদিও সেটা ঋণ সংস্থা ও ঋণ গ্রহীতার সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভরশীল। যদিও কিস্তি আদায় পিছিয়ে গেলেও ঋণের উপর সুদের হার বহাল থাকবে এবং কিস্তি বন্ধ থাকাকালীনও মোট ঋণের উপরে সুদ জমা হতে থাকবে। এর ফলে ঋণ গ্রহীতার উপর পরবর্তীকালে অতিরিক্ত কিস্তির বোঝা চাপতে পারে ও আরো বেশিদিন ধরে তাকে ঋণ পরিশোধ করতে হতে পারে।

রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশ অনুসারে, ইতিমধ্যেই বন্ধন ব্যাঙ্ক সমস্ত ক্ষুদ্র ঋণের কিস্তির উপর মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত 'মোরাটোরিয়াম' ঘোষণা করেছিল। এর পরেও গ্রাহকদের অনুরোধের ভিত্তিতে ঋণের কিস্তিতে মোরাটোরিয়াম-এর সুবিধা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। এছাড়াও, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য ঊর্দতন কর্তৃপক্ষের সমস্ত নির্দেশাবলী মেনেই ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দেওয়া হবে।

এই সংকটের সময়ে বন্ধন ব্যাঙ্ক সমস্ত রকম সহায়তা নিয়ে তার গ্রাহকদের পাশেই আছে। একটি দায়িত্বশীল ব্যাঙ্ক হিসেবে, ভবিষ্যতের সমস্যা এড়াতে, বন্ধন ব্যাঙ্ক তার গ্রাহকদের বিস্তারিত বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তাদের বকেয়া ঋণের উপর মোরাটোরিয়াম-এর প্রভাব কি হতে পারে।

আরো একবার, বন্ধন ব্যাঙ্ক সকল গ্রাহককে কোনো রকম ভুয়ো খবর পড়ে বিভ্রান্ত হওয়া থেকে সাবধান করছে। ব্যাঙ্কের তরফ থেকে এই ধরণের উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ঋণের কিস্তি সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা চ্যানেলগুলির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই আইনানুগ সমস্ত কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি জানানো হয়েছে এবং লিখিত ভাবে অভিযোগ জমা করা হয়েছে।

বন্ধন ব্যাঙ্ক তার গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষার প্রতি দায়বদ্ধ এবং গ্রাহকদের স্বার্থেই তাদের এই জাতীয় ভুয়ো খবরের চ্যানেলগুলি এড়িয়ে চলতে বলা হচ্ছে। যে সমস্ত ঋণগ্রহীতারা ঋণ বা ঋণের কিস্তি সম্পর্কে বিশদে জানতে চান, তারা সরাসরি নিকটবর্তী শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

আগামী বছরের মধ্যেই আসতে চলেছে করোনা-টিকা, রাহুলকে আশ্বাস জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের

নয়াদিল্লি, ২৭ মে (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপে ত্রস্ত সমগ্র বিশ্ব। ভারতও করোনা-প্রকোপে দিশেহারা, ভারতে প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। প্রতিটি মানুষের মুখে এখন একটাই কথা, কবে পাওয়া যাবে করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন? এই প্রশ্ন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীরও। রাহুলের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিলেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আশিষ ঝা। কংগ্রেস সাংসদকে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, আগামী বছরের মধ্যেই আসতে চলেছে করোনা-টিকা। বুধবার ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আশিষ ঝা-র সঙ্গে কথা বলেন রাহুল। তখন রাহুল তাঁর কাছে জানতে চান, "একটু বলবেন ভ্যাকসিন কবে পাওয়া যাবে?" উত্তরে আশিষ ঝা বলেন, "আমেরিকার ভ্যাকসিন রয়েছে, চিনের ভ্যাকসিন রয়েছে, অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিন রয়েছে, এই তিনটি আশাপ্রদ মনে হচ্ছে।

আমি জানি না কোন ভ্যাকসিন কাজ করবে, হতে পারে সবকটি অথবা কোনও একটি। কিন্তু, আমি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাশী যে আগামী বছরের মধ্যেই এসে যাবে ভ্যাকসিন।"

মৃত্যু কমছে মার্কিন মুলুকে, আমেরিকায় করোনায় মৃত বেড়ে ৯৮,৮৭৫

ওয়াশিংটন, ২৭ মে (হি.স.): আমেরিকায় ধীরে ধীরে কমছে মৃত্যুর সংখ্যা। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় ৭০০ জন। নতুন করে অন্ততপক্ষে ৭০০ করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর পর আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ৯৮, ৮৭৫-তে পৌঁছেছে।

বুধবার জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ট্যালি অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৭০০-রও কম রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে আমেরিকায় মৃতের সংখ্যা ৯৮ হাজার ৮৭৫-এ পৌঁছেছে। মৃত্যুর পাশাপাশি আমেরিকায় থামছেই না আক্রান্তের সংখ্যাও, এই মুহূর্তে আমেরিকায় করোনা -আক্রান্তের সংখ্যা ১.৬৮ মিলিয়নের বেশি।

এই প্রথমবার! ট্রাম্পের টুইটকে "বিভ্রান্তিকর" আখ্যা দিল টুইটার

ওয়াশিংটন, ২৭ মে (হি.স.): এটাই প্রথমবার! আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের টুইটকে "ফ্যাক্ট চেক লেবেল" অর্থাৎ "বিভ্রান্তিকর" আখ্যা দিল মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার। সম্প্রতি, পোস্টাল ব্যালটের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে টুইট করেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেখেন, মেল-ইন ব্যালট (পোস্টাল) জালিয়াতির চেয়ে কোনও অংশে কম, তার সম্ভাবনা একেবারে নেই (শূন্য)। বিভ্রান্তিমূলক তথ্য সংক্রান্ত নতুন নীতি অনুযায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই টুইট সতর্কতা লেবেল সাঁটিয়ে দেয় টুইটার। একইসঙ্গে এই মর্মে একটি বার্তাও দেওয়া হয়।

একটি নীল রঙের বিষ্ময়সূচক চিহ্ন দিয়ে ট্রাম্পের এই টুইটারের পাশে সতর্কতা জারি করে নোটিফিকেশনে দেয় টুইটার। টুইটার ব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যে জানানো হয়, মেল-ইন ব্যালট সম্পর্কে একবার তথ্য যাচাই করে নেবেন। এর প্রেক্ষিতে পাল্টা টুইট করেন ট্রাম্প। টুইটারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেখেন, টুইটার সম্পূর্ণরূপে বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে। আর আমি প্রেসিডেন্ট হয়ে তা হতে দেব না। তিনি টুইটারের বিরুদ্ধে ২০২০ প্রেসিডেনশিয়াল নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগও তোলেন।

৩১ মে-র পর কর্ণাটকে খুলতে চলেছে মন্দির, মসজিদ ও গির্জা ইয়েদুরাপ্পা

বেঙ্গালুরু, ২৭ মে (হি.স.): করোনা-সংক্রমণ রুখতে দেশজুড়ে লাগু রয়েছে লকডাউন। আগামী ৩১ মে শেষ হচ্ছে চতুর্থ দফা লকডাউনের মেয়াদ। লকডাউন ও করোনা-সংক্রমণ রুখতে দেশজুড়ে বন্ধ রয়েছে মন্দির, মসজিদ ও গির্জা। এমতাবস্থায় কর্ণাটকের হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য স্বস্তির বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা। আগামী ৩১ মে-র পর, অর্থাৎ ১ জুন থেকে কর্ণাটকে খুলতে চলেছে মন্দির। শুধুমাত্র মন্দির নয়, ৩১ মে-র পর কর্ণাটকে খুলতে চলেছে মসজিদ এবং গির্জাও। বুধবার কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা জানিয়েছেন, ৩১ মে-র পর কর্ণাটকে মন্দির, মসজিদ এবং গির্জা খুলতে চলেছি আমরা। মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পার এই সিদ্ধান্তে স্বভাবতই খুশি বিভিন্ন ধর্মের মানুষজন। ইয়েদুরাপ্পা আরও জানিয়েছেন, মন্দির, মসজিদ এবং গির্জা খোলার আগে

ছয়ের পাতায় দেখুন

অসমে নতুন ৬০ জন কোভিড, সংখ্যা বেড়ে ৭৭৪, ছুটি ৮৭, সক্রিয় রোগী ৬৮০

গুয়াহাটি, ২৭ মে (হি.স.) : এক সঙ্গে নতুন ৬০ জনের শরীরে কোভিড-১৯ সংক্রমণের তথ্য এসেছে। এ নিয়ে অসমে অদৃশ্য এই ঘাতকের শিকার হয়েছেন ৭৭৪ জন। তবে স্বস্তি, কয়েকদিন বিরতির পর আজ ২৫ জন করোনা-আক্রান্তকে তিনটি হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

বুধবার রাত ৬:৩০ মিনিটে তৃতীয় টুইটে সতর্ক করে মন্ত্রী জানিয়েছিলেন ৬০টি নতুন করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর প্রায় ৪৫ মিনিট পর ৭.১৫ মিনিটে চতুর্থ টুইটে স্বস্তির বার্তা দিয়ে ২৫ জন রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে বলে জানান।

সাড়ে ছয়টার টুইটে জানিয়েছিলেন, কামরূপ মেট্রো (গুয়াহাটি ও সংলগ্ন এলাকা) জেলার ৪১, হোজাইয়ের ৯, মরিগাঁওয়ের ৫, দরঙের ৪ এবং কামরূপ গ্রামীণ জেলার ১ জন সহ মোট ৯০ জনের শরীরে কোভিড১৯-এর পজিটিভ তথ্য পাওয়া গেছে। এ নিয়ে রাজ্যে কোভিড-১৯ রোগীর সংখ্যা ৭৭৪ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ এখন পর্যন্ত মোট ৯২টি কোভিড১৯ মামলা চিহ্নিত হওয়া উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত রাজ্যের মানুষ।

এর কিছুক্ষণ পর সোয়া সাতটায় ২৫ কোভিড১৯ আক্রান্তকে ছুটি দেওয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী ড় শর্মা। তিনি জানান, গুয়াহাটির মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী হাসপাতাল

ছয়ের পাতায় দেখুন

অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ স্পিচ ও হিয়ারিং রাজ্যে শাখা খুলবে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির কথা তুলে ধরেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি জানান, আজ রাজ্য মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্ণাটকের অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব স্পিচ ও হিয়ারিং সংস্থাকে রাজ্যে একটি শাখা খোলার জন্য জায়গা দেওয়া হবে। তারা ২০ একর জায়গা চেয়েছিল। রাজ্য সরকার মোহনপুর মহকুমার মোহনপুর মৌজায় ১২ একর জায়গা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জায়গার মূল্য ৪৫ লক্ষ টাকা হলেও রাজ্য সরকার বিনামূল্যে এই সংস্থাকে এই জায়গা দেবে। উত্তর পূর্বাঞ্চলে এই সংস্থার কোন শাখা নেই।

তিনি জানান, এখানে মুক বধির ব্যক্তিদের ডিগ্রী, ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হবে। গবেষনা করা হবে, বধির ব্যক্তিদের চিকিৎসা করা হবে এবং বিভিন্ন জায়গায় মেডিক্যাল ক্যাম্প করা হবে। এছাড়া আজ মন্ত্রিসভায় ত্রিপুরা পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানদের কৃতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য চীফ মিনিস্টার ম্যারিটোরিয়াস অ্যাওয়ার্ড টু চিলড্রেন অব ত্রিপুরা পুলিশ এন্ড টি এসআর নামে একটি অ্যাওয়ার্ড চালু করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। রাইফেলম্যান, হেড কনস্টেবল, হাবিলদার ইত্যাদি র‍্যাঙ্কের পদাধিকারী জওয়ানদের কৃতি সন্তানদের এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে। স্টেট লেভেলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ৩টি করে পুরস্কার দেওয়া হবে। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ কৃতিদের ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের যথাক্রমে ১১ হাজার টাকা, ১০ হাজার ও ৯ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

দ্বাদশ উত্তীর্ণ কৃতিদের যথাক্রমে ১১ হাজার, ১০ হাজার ও ৯ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। তাছাড়া মাধ্যমিকে প্রথম ও উচ্চ মাধ্যমিকে জেলাভিত্তিক ২টি করে পুরস্কার দেওয়া হবে। দ্বাদশে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীদের যথাক্রমে ১০ হাজার টাকা ও ৯ হাজার টাকা দেওয়া হবে। দ্বাদশে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধীকারিদের যথাক্রমে ১০ হাজার টাকা ও ৯ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এজন্য শিক্ষা দপ্তরের মোট ব্যয় হবে ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা।

লকডাউনের কারণে ধলাইয়ে খাদ্যের সংকট যাতে না হয় আধিকারিকদের নির্দেশ খাদ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। করোনা পরিস্থিতি নিয়ে ধলাই জেলায় খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব এর পৌরহিত্যে প্রশাসনের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ধলাই জেলার জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তা, আরক্ষা কর্মকর্তা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ধলাই জেলার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। লকডাউন এর ফলে যাতে কোন পরিবার খাদ্যাভাবে না পড়েন সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

জেলা পর্যায়ের এই পর্যালোচনা বৈঠকে মাস্ক ব্যবহার ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত বিষয়ে সকলকে সচেতন করার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রত্যেকে যাতে মাস্ক ব্যবহার করেন সেদিকে প্রশাসনের কর্মকর্তারা যাতে নজরদারি বজায় রাখেন সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। তিনি বলেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলার জন্য এখনো পর্যন্ত কোন ধরনের ভ্যাকসিন বা ঔষধ আবিষ্কৃত হয়নি। স্বাভাবিক কারণেই সচেতনতাই হলো এই ভয়াবহ রোগ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়। এ বিষয়টি জনগণকে ভালোভাবে বুঝানোর উপর প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দায়িত্বশীল হতে হবে। উল্লেখ্য ধলাই জেলার জওহর নগর বিএসএফ ক্যাম্পে করুণা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ঢালাই জেলাকে রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। স্বাভাবিক কারণেই ধলাই জেলার সার্বিক পরিস্থিতির দিকে প্রশাসনকে অধিক নজরদারি বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

যদিও করোনাভাইরাস ধলাই জেলার কোন সাধারণ নাগরিককে থাবা বসাতে পারেনি। তথাপি অতিরিক্ত সচেতন ও তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে প্রশাসন। সে কারণেই এ নিয়ে চারবার ধলাই জেলায় ৪ বার জেলা ভিত্তিক পর্যালোচনা সভা সংগঠিত করা হয়। খাদ্যমন্ত্রী মনোজ দেব জেলার সমস্ত নাগরিকদের সচেতন থাকার জন্য আহবান জানিয়েছেন। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কাউকে ঘর থেকে বের না হওয়ার জন্য তিনি আবেদন জানিয়েছেন। কোথাও কোনো ধরনের অসুবিধা দেখা দিলে কিংবা কোন পরিবারের খাদ্যের সমস্যা দেখা দিলে জেলা প্রশাসক, মহকুমা শাসক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ দায়িত্বপ্রাপ্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য খাদ্যমন্ত্রী জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

সর্বত্র সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। খোয়াই জেলাভিত্তিক করোনা পর্যবেক্ষণ এবং জনসচেতনতামূলক কমিটির এক পর্যালোচনা সভা আজ অনুষ্ঠিত হয় খোয়াই জেলাশাসক কার্যালয়ের মিলনায়তনে। পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা, খোয়াই জেলার জেলাশাসক মিতা মল, অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজীব দত্ত, খোয়াই জেলার এস পি কিরণ কুমার, খোয়াই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. নির্মল সরকার এবং খোয়াই জেলা সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উপঅধিকর্তা সুজিৎ রূপিনী। পর্যালোচনা সভায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয় খোয়াই মহকুমায় ৩৫ জনকে মাস্ক ব্যবহার না করার কারণে ১০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। তাছাড়া তেলিয়ামুড়া মহকুমায় মাস্ক ব্যবহার না করার কারণে ২৪ জনের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এই অভিযান বাজার হাটে প্রত্যেকদিন চলতে থাকবে বলেও জানানো হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বৈঠকে জানানো হয় করোনা মহামারির জনসচেতনতামূলক কর্মসূচিও অব্যাহত রয়েছে খোয়াই এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমায়। তার জন্য মাইকযোগে প্রচার চালানো হচ্ছে। সর্বত্র করোনা প্রতিরোধ সংক্রান্ত নিয়ম নির্দেশিকা সম্পর্কে বিভিন্ন ছোট পুস্তিকা বিতরণ করা হচ্ছে। পর্যালোচনা শেষে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, করোনা মহামারি সম্পর্কে জনসচেতনতা আরও বাড়ানোর জন্য প'ায়েত এবং ভিলেজ ভিত্তিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। বাজার হাট ও সরকারি কার্যালয়গুলোতেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে ও মাস্ক পরিধান সহ স্যানিটাইজ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

বিভিন্ন দাবীতে আন্দোলন বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ মে।। লকডাউনে কর্মচ্যুত দের আগামী ৬ মাসে ১০০০০ টাকা করে প্রদান , কৃষকের জমি কেড়ে নিতে বিভিন্ন সংশোধনী বিল বাতিল করা, কৃষিতে রেগা ও টুয়েপের কাজ দেওয়া , কৃষির স্বার্থে ডিজেলের দাম লিটারে ২২ টাকা কমানো সহ মোট এগারো দফা দাবি আদায়ে গর্জে উঠলো সারা ভারত কৃষক সভা , ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন, ত্রিপুরা গনমুক্তি পরিষদ। সর্ব ভারতীয় কর্মসুচির অঙ্গ হিসাবে রাজ্যের সাথেও বিলোনিয়া মহকুমা জুড়ে প্রতিবাদে সামিল হলো দাবি আদায়ের স্বার্থে। প্রাকৃতিক দুযোগকে উপেক্ষার পাশাপাশি হুমকিকে উপেক্ষা করে বিলোনিয়া মহকুমাধীন রাজনগর ব্লকের শ্রীরামপুর অঞ্চলের চোত্তাখলা হাসপাতালে সংলগ্ন রাস্তার পাশে, উকিল টিলার

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিভিন্ন দাবীতে শান্তিরবাজারে এসডিএমকে স্মারকলিপি কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৭ মে।। কংগ্রেসের উদ্দ্যোগে ৫ দফা দাবির ভিত্তিতে শান্তির বাজার মহকুমা শাসকে নিকট এক দাবিসনদ প্রদান করেন। আজ বিকেল ৩ টা ৩০ মিনিট নাগাদ কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল শান্তির বাজর মহকুমা শাসকের সঙ্গে মিলিতহন। কংগ্রেসে প্রতিনিধি দল শান্তির বাজার ডিগ্রি কলেজের বাউন্ডারি নির্মান, শান্তির বাজার পৌর পরিষদ এলাকায় সঠিকভাবে বিশুদ্ব পানীয়জল পৌঁছে দেওয়া, টু এফ কাজের টাকা বৃদ্ধী করা আরো অন্যান্য দাবীনিয়ে ৫ দফা দাবীর ভিত্তিতে মহকুমা শাসকের নিকট এক ডেপুটেশান প্রদানকরেন। আজকের এই ডেপুটেশানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক দীলিপ কুমার চৌধুরী, শান্তির বাজার কংগ্রেসের ব্লক প্রেসিডেন্ট প্রিয়লাল দাস, শান্তির বাজার কংগ্রেসের ব্লক জেনারেল সেক্রেটারী বিরাজ সরকার, বিলোনীয়া ব্লক কংগ্রেসের যুবনেতা অরজিত চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব বৃন্দরা। ডেপুটেশান শেষে সংবদমাধ্যমের সন্মুখিন হয়ে ৫ দফা দাবিসনদগুলি সংবাদমাধ্যমের সামনে উপস্থাপন করেন প্রাক্তন বিধায়ক দীলিপ কুমার চৌধুরী।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।